দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা সোমবার ॥ বর্ষ-১ সংখ্যা-১৩৫ ॥ ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ॥ ২০ ভাদ্র ১৪৩০ বাংলা ॥ ১৮ সফর ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

মানবপাচারকারীদের তথ্যভান্ডার করা হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, ক্রাইম ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিডিএমএস) সফটওয়্যারের মাধ্যমে মানবপাচারকারীদের তথ্যভান্ডার করা হচ্ছে। মানবপাচারের মতো গুরুতর ও সংঘবদ্ধ অপরাধ প্রতিরোধ ও দমনে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দেশের ভেতরে ও বাইরে মানবপাচার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অপরাধ কার্যকরভাবে প্রতিরোধের জন্য দেশের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে নানামুখী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গতকাল রোববার জাতীয় সংসদ অধিবেশনে লিখিত প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি এ তথ্য জানান।

কারও সঙ্গে যুদ্ধ নয়, সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখব : প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : সব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক আছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমরা কারও সঙ্গে যুদ্ধ করব না, সব দেশের সঙ্গেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখব। গতকাল রোববার নৌপ্রধানের সচিবালয় গ্যালাক্সিতে নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী নির্বাচনী পর্ষদ-২০২৩ এর সভায় তিনি এ কথা বলেন। এ সময় গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী প্রধান লেফট্যানেন্ট জেনারেল আতাউল হাকিম সারওয়ার হাসান ও বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আবদুল হান্নান নৌবাহিনী প্রধানকে অ্যাডমিরাল র?্যাংক ব্যাজ পরানো হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা কারও সঙ্গে যুদ্ধ করব না, সবার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখব। এটি কিন্তু আমরা রাখতে পেরেছি। পৃথিবীর কোনো দেশ এটি পারে কি না, আমি জানি না। আমাদের সঙ্গে কিন্তু প্রতিটি দেশের একটি সুসম্পর্ক আছে।' সব দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখার কৌশল সম্পর্কে অনেকে প্রশ্ন করেন জানিয়ে সরকারপ্রধান বলেন, 'তারা জানতে চায়, আমরা এটি কীভাবে করি। আমি বলি, এটি আমাদের ওপর নির্ভর করে।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন, 'আমরা যে নীতিতে বিশ্বাস করি, জাতির পিতা যে নীতি (বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি) দিয়ে গেছেন, সে নীতি নিয়ে আমরা চলি বলে সবার সঙ্গে আমাদের সমানভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক।' শেখ হাসিনা বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য, দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতি, তাদের যেন কোনো কষ্ট না হয় সেটি দেখা, সেটি আমরা দেখি।' সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সংশ্লিষ্ট প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হবে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। বাংলাদেশ যত এগিয়ে যাবে, সেই সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে আরও শক্তিশালী করে এগিয়ে নিতে পারব।' সশস্ত্র বাহিনীর প্রশংসা করে শেখ হাসিনা বলেন, 'দুর্যোগ মোকাবিলা থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী মানুষের পাশে দাঁড়ায়।

মানুষের কাছে থেকে একটি আস্থা-বিশ্বাস তারা অর্জন করতে পেরেছে।' নেতৃত্ব নির্বাচনে সশস্ত্র বাহিনীতে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তার প্রশংসা করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করে বলেন, 'বিচক্ষণতা ও নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে উচ্চ নৈতিক মনোবলের যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তা, বিশেষ করে যারা বাস্তব কর্মক্ষেত্রে ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে কাজ করে সাফল্য অর্জন করতে পারেন, সেই ধরনের নেতৃত্বকে আপনারা বেছে নেবেন।' শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা এটিই চাই; আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা, যে আদর্শ, যে লক্ষ্য নিয়ে জাতির পিতা দেশ স্বাধীন করেছিলেন, সেই আদর্শে যারা দীক্ষিত, যাদের মধ্যে দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধ আছে, তাদের নেতৃত্বে নিয়ে আসা একান্তভাবে দরকার।'

হাসিনা-মোদি বৈঠকে তিস্তা প্রসঙ্গ তুলবে ঢাকা

স্টাফ রিপোর্টার : দিল্লিতে অনুষ্ঠেয় জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের সাইডলাইনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বৈঠকে তিস্তা পানিবণ্টন চুক্তির দ্রুত সুরাহার বিষয়টি উত্থাপন করবে ঢাকা। গতকাল রোববার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জাতিসংঘে পানি নিয়ে বাংলাদেশের অঙ্গীকার বিষয়ক এক আলোচনা সভা শেষে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এ কথা বলেন। তিনি বলেন, 'তিস্তা পানি চুক্তি অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী উত্থাপন করবেন। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ও রয়েছে। আমাদের ৫৪টি অভিন্ন নদী রয়েছে। গঙ্গা পানি চুক্তির মেয়াদও সামনে শেষ হবে। সুতরাং সব বিষয়ে আলাদা করে যৌথ নদী কমিশন আলোচনা করছে। তবে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক স্তরে তিস্তা নিয়ে আমরা আলোচনা করে এসেছি বা রেখেছি।' পানির ব্যবহার বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের সচেতনতা বাড়াতে হবে। আমরা মনে করি আমাদের অনেক পানি আছে এবং দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আগামী ২০ বছর পরে যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ আছে। জনসচেতনতা আরও বাড়াতে হবে। যে পানি আছে

২-এর পাতায় দেখুন

যানজটের নগরে স্বস্তির উড়ালসড়ক বাধাহীন ছুটে চলেছে যান

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীবাসীর জন্য গতকাল থেকে উন্মুক্ত হয়েছে নতুন এক পথ, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে। দেশের প্রথম উড়াল সড়কপথ এটি। এই পথ ধরে নির্ঝঞ্ঝাটে, ভোগান্তিহীনভাবে, দ্রুততম সময়ে চলাচল করতে পারছেন নগরবাসী। সব অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে গত শনিবার (২ সেপ্টেম্বর) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাওলা থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত অংশ উদ্বোধন করেন। কাওলা প্রান্তের টোল প্লাজায় গাড়ি প্রতি ৮০ টাকা করে টোল দিয়ে নতুন এই পথের প্রথম যাত্রী হন সরকারপ্রধান। আর আজ তা উন্মুক্ত হলো সর্বসাধারণের জন্য। গতকাল রবিবার সকাল ৬টা থেকে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে যানবাহন চলাচল শুরু হয়। সরেজমিনে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাওলা প্রান্তে গিয়ে দেখা যায়, ব্যক্তিগত গাড়ি (প্রাইভেট কার) ও কয়েকটি ছোট পিকআপ ভ্যান এর ওপর দিয়ে চলাচল করছে। সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ কোনও প্রকার বাস চলাচল করতে দেখা যায়নি। তবে কয়েকটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও কিছু মোটরসাইকেল সাইকেলচালক এক্সপ্রেসওয়ে উঠতে চাইলে পুলিশ তাদের নিচের পথ দিয়ে চলাচল করার কথা জানান। গত ১৪ আগস্ট রাজধানীর সেতু ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত এই উড়ালসড়ক পথে আসতে সময় লাগবে ১০ মিনিট। তবে পথচারী, বাইসাইকেল, মোটরসাইকেল আপাতত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের ওপর চলবে না। মোটরসাইকেলে রাইড শেয়ার করেন শেখ কাওসার। তিনি উঠতে চেয়েছিলেন এক্সপ্রেসওয়েতে, তবে মোটরসাইকেল না চলার অনুমতি থাকায় পুলিশি বাধায় তিনি যেতে পারেননি। তিনি বলেন, আমার মনে হয় মোটরসাইকেল না যেতে দেওয়ার সিদ্ধান্তটি উপযুক্ত। পদ্মা সেতুতে যেহেতু

দুর্ঘটনা ঘটেছে তাই এখানেও মোটরসাইকেল চলাচল না করতে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে আমি সাধুবাদ জানাই। উল্লেখ্য, বর্তমানে প্রকল্পটির সার্বিক অগ্রগতি ৬৫ শতাংশ উল্লেখ করে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রকল্পটি ২০২৪ সালের জুনে শেষ হবে। ফলে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের পুরো সুফল পেতে আরও প্রায় একবছর অপেক্ষা করতে হচ্ছে নগরবাসীকে। দেশের প্রথম পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপে তৈরি হয়েছে এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে। মূল এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের দৈর্ঘ্য ১৯ দশমিক ৭৩ কিলোমিটার। প্রকল্পে ওঠানামার জন্য মোট ৩১টি র‍্যাম্প রয়েছে যার দৈর্ঘ্য ২৭ কিলোমিটার। র‍্যাম্পসহ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মোট দৈর্ঘ্য ৪৬ দশমিক ৭৩ কিলোমিটার। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক

২-এর পাতায় দেখুন

ভোট কেন্দ্রের খসড়ায় দাবি-আপত্তি আবেদন ৮৫৯টি

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ভোটকেন্দ্রের খসড়া করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তবে এই ভোটকেন্দ্রের খসড়ার ওপর সারাদেশে মোট ৮৫৯টি দাবি-আপত্তির আবেদন জমা পড়েছে। ইতোমধ্যে গত বৃহস্পতিবার দাবি আপত্তির সময় শেষ হয়েছে। গতকাল রোববার নির্বাচন কমিশন সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এর আগে সারাদেশে সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ করা হয়। খসড়ায় ৪২ হাজারেরও বেশি ভোটকেন্দ্র নির্ধারিত হয়। ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রস্তুতের বিষয়ে নির্বাচন কর্মকর্তাদের পাশাপাশি এবার খসড়া তালিকা প্রণয়নের সময় ডিসি-এসপি ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করা হয়। ইসি সচিবালয়ের নির্বাচন সমন্বয় ও সহায়তা শাখার

২-এর পাতায় দেখুন

বিএনপি নেতাদের ওবায়দুল কাদের

চশমার লেন্স পাল্টান, দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি দেখতে পাবেন

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের মানুষের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে বিএনপি নেতাদের গাত্রদাহ হয় বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, 'এ থেকেই প্রমাণিত হয় বিএনপির রাজনীতি কেবল ক্ষমতা দখলের, জনকল্যাণের জন্য নয়। আমরা বিএনপি নেতাদের আহ্বান জানাই, তাদের রাজনৈতিক দর্শনের চশমার লেন্স পরিবর্তনের জন্য। তাহলেই তারা দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির অভিযাত্রা দেখতে সক্ষম হবেন।' গতকাল রোববার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেন তিনি। বিএনপি নেতাদের 'মিথ্যাচারের নিন্দা ও প্রতিবাদ' জানিয়ে এ বিবৃতি দেন তিনি। বিবৃতিতে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'বিএনপির রাজনৈতিক দর্শনে জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের কোনো প্রত্যয় নেই। তারা যখনই ক্ষমতায় এসেছে দেশের মানুষকে শোষণ করেছে। গণবিরোধী সিদ্ধান্তের

মাধ্যমে দুর্নীতি ও লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করেছে।' তিনি বলেন, 'বহিরাবরণে লুটপাটতন্ত্রের নীতি ও অন্তরে অগণতান্ত্রিক মানসিকতা ধারণ করে বিএনপি সবসময় শাসন করেছে। তাই দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি তাদের চোখে পড়ে না। এ পর্যন্ত দেশের মানুষের স্বপ্নের যেসব মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে, সেসব প্রকল্প নিয়ে তারা নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন।' আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'বিএনপি নেতারা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা নিয়ে হীন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন। এই বক্তব্যে বিএনপির ধারাবাহিক ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতাদখলের অপতৎপরতার

২-এর পাতায় দেখুন

নাশকতার মামলায় ফখরুল-রিজভীসহ ৮ জনের বিচার শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর পল্টন মডেল থানায় নাশকতা ও গাড়ি ভাঙচুরের মামলায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীসহ আট জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছেন আদালত। এর মধ্য দিয়ে এ মামলার আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হলো। গতকাল রোববার ঢাকার অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট তোফাজ্জল হোসেনের আদালত এ অভিযোগ গঠন করেন। এর আগে, মির্জা ফখরুলসহ অন্য আসামিরা আদালতে উপস্থিত হন। তাদের উপস্থিতিতে অভিযোগ গঠন শুনানি শুরু হয়। শুনানিতে আসামিপক্ষ তাদের নির্দোষ দাবি করে মামলার দায় থেকে অব্যাহতি চেয়ে প্রার্থনা করেন। অন্যদিকে অভিযোগ গঠনের পক্ষে শুনানি করেন রাষ্ট্রপক্ষ। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে

২-এর পাতায় দেখুন

প্রবাসী আয়ে ভাটা

৫ মাসের তুলনায় কম রেমিট্যান্স আগস্টে

স্টাফ রিপোর্টার : ডলার সংকটের ধারাবাহিকতায় কমছে প্রবাসী আয়। রেমিট্যান্স বাড়াতে সরকার নানা পদক্ষেপ নিলেও আশানুরূপ সাড়া মিলছে না। বরং ধারাবাহিকভাবে কমছে প্রবাসী আয়। সদ্য বিদায়ী আগস্ট মাসে প্রবাসীরা ১৫৯ কোটি ৯৪ লাখ মার্কিন ডলারে সমপরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। বাংলাদেশি মুদ্রায় (প্রতি ডলর ১০৯ টাকা ৭৫ পয়সা ধরে) ১৭ হাজার ৫৫৩ কোটি ৪১ লাভ টাকা। এটি চলতি বছরের দ্বিতীয় সর্বোনিম্ন এবং ৫ মাসের মধ্যে সবচেয়ে কম

রেমিট্যান্স। এর আগে গত ফেব্রুয়ারি মাসে প্রবাসীরা রেমিট্যান্স পাঠায় ১৫৬ কোটি ডলার। যা চলতি বছরের সর্বনিম্ন রেমিট্যান্স। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ হালনাগাদ প্রতিবেদনে এই তথ্য জানা গেছে। জানা গেছে, সদ্য বিদায়ী আগস্টে আসা রেমিট্যান্সের পরিমাণ আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৩ দশমিক ০৬ কোটি ডলার বা ২১ দশমিক ২১ শতাংশ কম। ২০২২ সালের আগস্টে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ২০৩ কোটি ডলার। অন্যদিকে আগের মান জুলাইয়ে র তুলনায় আগস্টে রেমিট্যান্স কমেছে ৩৭.৩৬ কোটি ডলার। গত জুলাই মাসে

২-এর পাতায় দেখুন

বিমানবন্দরে কাস্টমসের গুদাম থেকে ১৫ কেজি সোনা উধাও!

স্টাফ রিপোর্টার : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রীদের কাছ থেকে জব্দ হওয়া সোনার বার, অলংকারসহ মূল্যবান জিনিস রাখা হয় ঢাকা কাস্টমস হাউসের গুদামে। অথচ ঢাকা কাস্টমসের গুদাম থেকে প্রায় ১৫ কেজি সোনার হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। কীভাবে এত সোনা উধাও হলো সে বিষয়ে মুখ খুলছেন না কাস্টম হাউসের কোনো কর্মকর্তা। ইতোমধ্যে এ ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে কাস্টমস কর্মকর্তারা। সূত্র জানান, বিমানবন্দরে ২৪ ঘণ্টায় পালাক্রমে চারটি শিফট কাজ করে। এই শিফটগুলোতে জব্দ হওয়া সোনা এক গুদামেই রাখা হতো এত দিন। তবে স্বচ্ছতা আনার জন্য ঢাকা কাস্টম হাউসের কমিশনার একেএম

২-এর পাতায় দেখুন

আত্মসমর্পণের পর বিএনপি নেতা আমানের স্ত্রী কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্নীতির মামলায় বিএনপি নেতা আমানউল্লাহ আমানের স্ত্রী সাবেরা আমানকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। এদিন আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন তিনি। পরে আদালত শুনানি শেষে তার জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এ মামলায় তার তিন বছরের কারাদণ্ড দিয়ে ঘোষিত রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি প্রকাশের পর উচ্চ আদালতের নির্দেশে আত্মসমর্পণ করেন তিনি। গতকাল রোববার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১ এর বিচারক আবুল কাশেম এ আদেশ দেন। সাবেরা আমানের আইনজীবী নজরুল ইসলাম এসব তথ্য জানান। এর আগে, গত ৭ আগস্ট বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের

২-এর পাতায় দেখুন

দ্রুতগতির উড়াল সড়কের প্রথম দিন। ব্যস্ততম দিনেও উড়ালসড়কে তেমন কোন যানবাহন দেখা যায় নি। ছবিটি রোববার রাজধানীর বনানী এলাকা থেকে তোলা।

তেলের জন্য হাহাকার চালকদের ভোগান্তি

স্টাফ রিপোর্টার : নিজেদের দাবি আদায়ে গতকাল রবিবার (৩ সেপ্টেম্বর) থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য তেল উত্তোলন ও পরিবহন বন্ধ রেখে ধর্মঘট পালন করছেন পেট্রোল পাম্প মালিকদের একাংশ। এ কারণে তেলশূন্য হয়ে পড়েছে রাজধানীর বিভিন্ন পেট্রোল পাম্প। ভোগান্তিতে পড়েছেন মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহনের চালকরা। মিরপুর-১৪-এর দিগন্ত ফিলিং স্টেশনের ক্যাশিয়ার আল আমিন জানান, এখানে শুধু ডিজেল দেওয়া হচ্ছে। অকটেন বন্ধ। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, অকটেন আমাদের রিজার্ভে নেই। তাই শুধু পেট্রোল দিচ্ছি। ধর্মঘটের কারণে এমনটা করা হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, এর প্রভাব তো কিছু পড়েছে। তবে আমাদের এখানে অকটেন নেই। বাড্ডায় দুটো, যমুনা ফিচার পার্কের কাছে একটাসহ মোট তিনটি পেট্রোল পাম্প ঘুরে এসে

২-এর পাতায় দেখুন

ডেঙ্গুতে আরও ১৬ মৃত্যু হাসপাতালে ভর্তি ২৬০৮

স্টাফ রিপোর্টার : সারাদেশে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এসময় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দুই হাজার ৬০৮ জন ডেঙ্গুরোগী। এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৩৪ জনে। অন্যদিকে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছেন আট হাজার ৮৪৫ জন ডেঙ্গুরোগী। গতকাল রোববার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের ইনচার্জ মো. জাহিদুল ইসলাম সই করা ডেঙ্গুবিষয়ক নিয়মিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। একদিন আগেই গতকাল শনিবার ডেঙ্গুতে একদিনে রেকর্ড ২১ জনের মৃত্যুর তথ্য জানায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। তাদের মধ্যে ঢাকার বাসিন্দা ১৭ জন, চারজন ঢাকার বাইরের। শনিবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা থেকে রোববার সকাল ৮টা পর্যন্ত সারাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া দুই হাজার ৬০৮ জনের মধ্যে ঢাকার বাসিন্দা ৮৯২ জন, ঢাকার বাইরে ১ হাজার ৭১৬ জন। অন্যদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া ১৬ জনের মধ্যে ঢাকার বাসিন্দা ৮ জন, ঢাকার বাইরের

৮ জন। চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন মোট ১ লাখ ৩০ হাজার ৩০২ জন। তাদের মধ্যে ঢাকার বাসিন্দা ৬০ হাজার ৪৮৪ জন আর ঢাকার বাইরের ৬৯ হাজার ৮১৮ জন। গত ১ জানুয়ারি থেকে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্তদের মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন ১ লাখ ২০ হাজার ৮২৩ জন। তাদের মধ্যে ঢাকার বাসিন্দা ৫৬ হাজার ৯২ জন এবং ঢাকার বাইরের ৬৪ হাজার ৭৩১ জন। ২০২২ সালে ডেঙ্গুতে ২৮১ জন মারা যান। ওই বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরে ডেঙ্গুতে ২৭ জনের মৃত্যু হয়। একই সঙ্গে আলোচ্য বছরে ডেঙ্গু

২-এর পাতায় দেখুন

অস্ত্র নিয়ে শ্রমিক লীগ ও জাতীয় পার্টির দুই নেতার ধস্তাধস্তি

স্টাফ রিপোর্টার : বরিশাল জেলা জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক ও বিদায়ী সিটি কাউন্সিলর এ. কে. এম. মর্তুজা আবেদীনকে রিভলবারসহ আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন মহানগর শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক রইছ আহম্মেদ মান্না। গতকাল রোববার বেলা ১২টার দিকে নগরীর পোর্ট রোডে ভূমি অফিসের সামনে দুজনের ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে মান্না তার সহযোগীদের নিয়ে মর্তুজাকে ধরে ফেলেন। পরে পুলিশ গিয়ে মর্তুজাকে থানায় আনে। মতুর্জা বলছেন, রিভালভারটি লাইসেন্স করা। মান্না হামলা করে তার রিভলভারটি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। রইছ আহম্মেদ মান্না বিদায়ী সিটি মেয়র ও মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহর 'ছয় খলিফা' খ্যাত ছয়জন

২-এর পাতায় দেখুন

নতুন নামে ফিরবে বঙ্গবাজার হবে ১০ তলা ভবন

স্টাফ রিপোর্টার : নতুন নামে ফের প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে আগুনে ভস্মীভূত বঙ্গবাজার কমপ্লেক্স। বিগত তিন দশকে বড় দুটি আগুনে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এ মার্কেট এবার পাবে বহুতল রূপ। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) এবার এখানে নির্মাণ করছে ১০ তলা ভবন। নাম দেওয়া হয়েছে 'বঙ্গবাজার পাইকারি নগর বিপণি বিতান'। নতুন এ বিপণি বিতানে তিন হাজার ৪২টি দোকান থাকবে। আধুনিক অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাসহ থাকবে নানান সুযোগ-সুবিধা। দক্ষিণ সিটির সংশ্লিষ্টরা জানান, বঙ্গবাজার পাইকারি নগর বিপণি বিতানের নকশা প্রণয়নের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।

সেপ্টেম্বরের মধ্যে নকশা অনুমোদন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর বিপণি বিতান ভবন নির্মাণে দরপত্র আহ্বান করা হবে। ভবনটি তৈরি করতে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৩৩৮ কোটি টাকা। সিটি করপোরেশনের এ উদ্যোগে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন বঙ্গবাজারের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। তবে বিপণি বিতানের নির্মাণকাজ শুরু হলে ফের ক্ষতির আশঙ্কাও করছেন তারা। ব্যবসায়ীদের দাবি, এখন বঙ্গবাজারের জায়গায় চৌকি বিছিয়ে, শামিয়ানা টাঙিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছেন তারা। নতুন ভবনের নির্মাণকাজ শুরু হলে এ ব্যবসা গুটিয়ে নিতে হবে। তাই সিটি করপোরেশন যাতে অস্থায়ীভাবে বিকল্প জায়গায় বসার ব্যবস্থা করে। গত ৪ এপ্রিল সিটি করপোরেশন মালিকানাধীন বঙ্গবাজারে (বঙ্গবাজার কমপ্লেক্স, গুলিস্তান ইউনিট, মহানগর ইউনিট ও আদর্শ ইউনিট) অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের এনেক্সকো টাওয়ার মার্কেট (একাংশ), মহানগর শপিং কমপ্লেক্স (একাংশ), বঙ্গ ইসলামিয়া মার্কেট ও বঙ্গ হোমিও মার্কেটে। এ ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই অগ্নিকাণ্ডে তিন হাজার ৮৪৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাদের আর্থিক ক্ষতি প্রায় ৩০৩ কোটি টাকা। জানতে চাইলে ডিএসসিসির প্রধান নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান বলেন, বঙ্গবাজার পাইকারি নগর বিপণি বিতান নির্মাণের নকশা তৈরির কাজটি খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। আলাদা তিনটি

২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা সোমবার ॥ ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ॥ ২০ ভাদ্র ১৪৩০ বাংলা

মানুষের দুর্বল মুহুর্তে সুযোগ নিচ্ছে এ্যাম্বুলেন্স মালিক ও চালকরা

স্টাফ রিপোর্টার : মানুষের বিশেষ বিপদের সময় তাদের সেবা দিয়ে থাকে এ্যাম্বুলেন্স সেবা দানকারীরা। কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে বা কোন দুর্ঘটনা ঘটলে সেই ক্ষেত্রে রুগীকে দ্রুত হাসপাতালে নিতে এম্বুলেন্সের প্রয়োজন অপরিসীম। আবার কেউ মারা গেলে তার মহরদেহ হাসপাতাল থেকে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার জন্যও এ্যাম্বুলেন্স খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই বিপদের সময় মানুষের দুর্বল মুহুর্তের সুযোগ নিয়ে চড়া ভাড়া আদায় করছে এ্যাম্বুলেন্স ব্যবসায়ীরা। নির্ধারিত ভাড়ার কয়েকগুণ বেশি টাকা রোগীর স্বজনদের কাছ থেকে নিচ্ছেন অ্যাম্বুলেন্স চালকরা। অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের বিষযটি প্রকাশ্যে হলেও স্বাস্থ্য বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তারা দেখেও না দেখার ভান করছেন। সরকারি অ্যাম্বুলেন্স স্বল্পতার কারণে বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স ব্যবসার একটি সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। ফলে অ্যাম্বুলেন্স নিতে আসা রোগীরা সিন্ডিকেটের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। সিন্ডিকেটের কারণে রোগী মারা যাওয়ার ঘটনাও ঘটছে। হাসপাতালে প্রতিটি ওয়ার্ডে অ্যাম্বুলেন্স ব্যবসায়ীদের লোকজন দর্শনার্থী সেজে ঘোরাফেরা করে। তারা যখন বুঝতে পারে যে ওই রোগী মারা যেতে পারে, তখন ওই রোগীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে খুব ভাল আচরণ শুরু

করে। পরবর্তীতে রোগী মারা গেলে লাশ পরিবহনের জন্য অ্যাম্বুলেন্সের সন্ধান দেন। একে তো স্বজনের মৃত্যু, তার ওপর লাশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লাশ বাড়ি নেওয়া যায় ততই মঙ্গল-এ ধরনের চিন্তা থেকে চালকদের দাবীকৃত গলাকাটা ভাড়ায় লাশ নিয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করে স্বজনরা। হাসপাতালের সামনে অবস্থান করা অ্যাম্বুলেন্সগুলোর সঙ্গে দরদাম করে কোনো লাভ হয় না। তারা প্রথমবার যে ভাড়া বলবে সেটাই 'শেষ ভাড়া'। কারণ, আগের সিন্ডিকেট সদস্য অন্য চালকদের কাছে মৃত ব্যক্তির নাম ঠিকানা এবং কোথায় যাবে সব বলে দেয়। ফলে নতুন করে কোন অ্যাম্বুলেন্স কম ভাড়ায় যেতে রাজি হবে না। জানা গেছে, চিকিৎসা সেবা নিতে এসে দালালদের খপ্পরে পড়ে রোগীর পরিবার সর্বশান্ত হয়। এরপর রোগীর মৃত্যু হলে লাশ বাড়ি পর্যন্ত নিতে গিয়ে পোহাতে হয় নানা ঝক্কি-ঝামেলা। আবার শুধুর চড়া ভাড়া নিচ্ছেন তাই নয় অ্যাম্বুলেন্স আর লাশবাহী গাড়ির মালিকরা মানুষের দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে কম পয়সার অদক্ষতাকে প্রশ্রয় দেন। হাসপাতালকে কেন্দ্র করে অ্যাম্বুলেন্সের মতো একটি জরুরি পরিবহনসেবাকে ঘিরে এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি চলছে বছরের পর বছর ধরে। সংশ্লিষ্ট ৭-এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর গাড়িবহরে হামলার প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : সাতক্ষীরায় প্রধানমন্ত্রীর গাড়িবহরে হামলার প্রধান আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার মোহাম্মদপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে গত শনিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার আলাউদ্দিনক (৪৩) সাতক্ষীরার কলারোয়া থানার কিসমত ইলিশপুর গ্রামের মৃত মোকছেদ আলীর ছেলে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ঝিনাইদহ র‌্যাব-৬-এর কমান্ডিং অফিসার মো. ইশতিয়াক হোসাইন জানান, র‌্যাবের একটি গোয়েন্দা দল পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে গোয়েন্দা তৎপরতা শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় গত শনিবার দিবাগত রাতে র‌্যাবের একটি চৌকস আভিযানিক দল গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারেন প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি বহরে হামলাকারী ১৬ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি আলাউদ্দিন চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার মোহাম্মদপুর এলাকায় আত্মগোপনে রয়েছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২০০২ সালের ৩০ আগস্ট তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসি-না ধর্ষণের শিকার এক নারীকে দেখতে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে আসেন। ভুক্তভোগীকে সান্ত্বনা দিয়ে ফেরার পথে সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া থানা এলাকায় সন্ত্রাসীরা পথরোধ করে তাকে (শেখ হাসিনা) হত্যার উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র, হাত বোমাসহ গাড়িবহরে হামলা চালায়। গ্রেপ্তার আসামি আলাউদ্দিন ওই হামলার পরিকল্পনাকারী ও বিস্ফোরক বহনকারীদের মধ্যে অন্যতম।

এক সাঁকোতে ২০ হাজার মানুষের পারাপার

নীলফামারী প্রতিনিধি : খরখড়িয়া নদীর ওপরে সেতু বা ব্রিজ না থাকায় নীলফামারীর সৈয়দপুর বোতলাগাড়ী ইউনিয়নের ১০ গ্রামের প্রায় ২০ হাজার মানুষের জেলা ও উপজেলা শহরে যাতায়াতের একমাত্র ভরসা একটি বাঁশের সাঁকো। সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, সৈয়দপুর পৌর এলাকার মাঝখানে রয়েছে খরখড়িয়া নদী। নদীর পূর্বদিকে বোতলাগাড়ী ইউনিয়নের তেলিপাড়া, বসুনিয়াপাড়া ও পশ্চিম দিকে দিনাজপুরের বেলাইচন্ডি, দেউলবাঘাছড়া ইউনিয়ন। দুই দিকে প্রায় ১০ গ্রামের ২০ হাজার লোকের বসবাস। দেশ স্বাধীনের প্রায় ৫২ বছরেও সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেয়নি কেউ। তবে বোতলাগাড়ীর ইউনিয়নের স্কুল, কলেজগামী শিক্ষার্থী ছাড়াও কৃষক তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওই বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে সৈয়দপুর কিংবা নীলফামারী জেলা শহরে যেতে হয়। এদিকে, পাঠান পাড়া, প্রামাণিক পাড়া, বালাপাড়া, বড়দহ, জানেরপাড়সহ সৈয়দপুর পৌর এলাকার মানুষ, রিকশা, ভ্যান, মোটরসাইকেল, শিক্ষক, শিক্ষার্থী চলাচল করছে এই সাঁকো দিয়ে। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে অফিস আদালত, হাসপাতালসহ নিত্যপণ্য ও ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এই ঝুঁকিপূর্ণ বাঁশের সাঁকোই পার হয়ে যেতে হচ্ছে। দীর্ঘদিনেও সেতু নির্মাণ না হওয়ায় স্কুল, কলেজগামী শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী, কৃষকসহ পথচারীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে সাঁকো দিয়ে। সাঁকোটি ভেঙে গেলে কলা গাছের ভেলা তৈরি করে পারাপার করেন গ্রামবাসী। সপ্তম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী জানায়, আমরা অনেক পেছনে পড়ে আছি। স্থানীয়দের অভিযোগ ভোটের সময় জনপ্রতিনিধিরা ব্রিজ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিলেও ভোট শেষে সব ভুলে যান। এ ছাড়াও নির্বাচিত মেম্বার, চেয়ারম্যান এমনকি সংসদ সদস্যরাও ভোটের আগে সেতু নির্মাণের কথা বলে ভোট নিলেও ভোটের পরে তাদের আর দেখা মেলে না। তাই অবিলম্বে খরখড়িয়া ৭-এর পাতায় দেখুন

নৌবাহিনী প্রধানের এডমিরাল পদে পদোন্নতি

স্টাফ রিপোর্টার : নৌবাহিনী প্রধান ভাইস অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান অ্যাডমিরাল পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিন-ার সরকারি বাসভবন গণভবনে তার উপস্থিতিতে নৌবাহিনী প্রধানকে এডমিরাল র‌্যাংক ব্যাজ পরিয়ে দেওয়া হয়। সেনাবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আতাউল হাকিম সারওয়ার হাসান এবং বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আবদুল হান্নান নৌবাহিনী প্রধানকে নতুন এ র‌্যাংক ব্যাজ পরিয়ে দেন। এ সময়ে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারেক আহমেদ সিদ্দিক, প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব এম তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ৭-এর পাতায় দেখুন

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নিয়ে বিএনপির মন্তব্য শোনার অপেক্ষায় আছি : তথ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের একাংশের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর মাধ্যমে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। এ বিষয়ে বিএনপি নেতাদের মন্তব্য শোনার অপেক্ষায় আছেন বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও তাদের নেতাদেরও এই প্রশ্ন করতে পারেন। এই উন্নয়নের মাইলফলক নিয়ে তারা কী বলেন, তা শোনার অপেক্ষায় আছি। তারা চোখ থাকলেও দেখে না, কান থাকতেও শোনোর না।' গতকাল রোববার সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন তিনি। তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পুরো দেশ আজ বদলে গেছে। ঢাকা শহর তো বটেই। ১৪ বছর আগে ঢাকা শহর থেকে চলে যাওয়া কেউ যদি ফের

আসেন, তাহলে এই শহরকে চিনতে পারছেন না। একই চিত্র বাংলাদেশের অন্য শহর ও গ্রামের। দেশ আজ সত্যিকার অর্থে এগিয়ে গেছে। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায়।' দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ে করা এক প্রশ্নের উত্তরে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'দ্রব্যমূল্য সারা পৃথিবীতে বেড়েছে। তুরস্কে মূল্যস্ফীতি ৮২ শতাংশে উঠেছিল। পাকিস্তানে ৩২ শতাংশের ওপরে গিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১০ শতাংশ, ইউরোপীয় ইউনিয়নে ১০ থেকে ২০ শতাংশ, রাষ্ট্র ভেদে কোনো দেশে ১০ শতাংশ, কোনো দেশে ২০ শতাংশ, জ্বালানির ক্ষেত্রে আরও বেশি। আমাদের দেশে মূল্যস্ফীতি ৮ থেকে ৯ শতাংশ। অন্য দেশের তুলনায় অনেক কম আছে। তবে এতে জনগণের যে অসুবিধা হচ্ছে, সে ব্যাপারে আমরা ওয়াকিবহাল।' তিনি বলেন, 'আমরা চেষ্টা করছি যাতে জনগণের অসুবিধা না হয়। সেজন্য নানা ধরনের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। টিসিবির মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে পণ্য বিতরণ করা ৭-এর পাতায় দেখুন

যুমনার পানি বিপৎসীমার ২২ সেন্টিমিটার ওপর

স্টাফ রিপোর্টার : সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর পানি ২৪ ঘণ্টায় আরও চার সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে গতকাল রোববার সকালে বিপৎসীমার ২২ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এতে বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে। জেলার পাঁচ উপজেলার প্রায় ৪২ ইউনিয়নে কয়েকশ গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। এ দিকে জেলার কাজিপুর, চৌহালী ও শাহজাদপুর উপজেলার বিস্তির্ণ চরাঞ্চলসহ নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষ ভাঙন আতঙ্কে রয়েছেন। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা তাদের বসত ঘর নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিচ্ছে। গতকাল রোববার সকালে যমুনার পানি ৪ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধ হার্ড পয়েন্টে বিপৎ-সীমার ২২ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কাজিপুর মেঘাই ঘাট পয়েন্টে ২৪ ঘণ্টায় ২ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপৎসীমার ৭-এর পাতায় দেখুন

দুই মন্ত্রীর সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ বৈধ

স্টাফ রিপোর্টার : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমের নির্বাচনী আসন পিরোজপুর-১ এবং সাবেক মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নির্বাচনী আসন পিরোজপুর-২ এর সীমানা পুনর্নির্ধারণের বৈধতা নিয়ে জারি করা রুল খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। এর ফলে ওই দুটি আসনের সীমানা নির্ধারণ বৈধতা পেলো বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা। গতকাল রোববার

বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি মুহাম্মদ মাহবুব উল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এম কে রহমান ও ব্যারিস্টার মোস্তাফিজুর রহমান খান। নির্বাচন কমিশনের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট কামাল হোসেন মিয়াজী। এর আগে, পিরোজপুর-১ ও পিরোজপুর-২ আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন পিরোজপুরের কাউখালীর বাসিন্দা আবু সাঈদ মিয়া, ভান্ডারিয়া পৌরসভার বাসিন্দা মো. কায়কোবাদ, মো. আহসানুল কিবরিয়া, ইন্দুরকানী উপজেলার বাসিন্দা আক্তারুজ্জামান ও নেছারাবাদ উপজেলার বাসিন্দা নাজমুল ইসলাম শরীফ। গত ৩ জুন প্রকাশিত নির্বাচন কমিশনের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, পিরোজপুর-২ আসনে থাকা ইন্দুরকানী উপজেলাকে পিরোজপুর-১ আসনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। আর পিরোজপুর-১ আসন থেকে কেটে নেছারাবাদ উপজেলাকে যুক্ত করা হয়েছে পিরোজপুর-২ আসনের সঙ্গে। এতে এখন পিরোজপুর-১ আসনের সীমানায় থাকছে পিরোজপুর সদর, নাজিরপুর ও ইন্দুরকানী ৭-এর পাতায় দেখুন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাকের ধাক্কায় আহত শিক্ষার্থী ফাবিহা মারা গেছেন

স্টাফ রিপোর্টার : ট্রাকের ধাক্কায় আহত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) অর্থনীতি বিভাগের ৫০তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ফাবিহা আফিফা সৃজনী মারা গেছেন। গতকাল রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে থাকা অবস্থায় মারা যান তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক খন্দকার মো. আশরাফুল মুনিম বলেন, 'তার মৃত্যুর খবর পেয়েছি। বিভাগের কয়েকজন শিক্ষকসহ আমরা এখন হাসপাতালে যাচ্ছি।' বিভাগ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার দুপুরে ফাবিহা নিজ বাসা থেকে পূর্বাচলের ৩০০ ফুট এলাকায় যাওয়ার পথে পেছন থেকে দ্রুতগামী একটি ট্রাক তাকে ধাক্কা দিলে সড়ক বিভাজকের ওপর ছিটকে পড়েন তিনি। এতে মাথায় ৭-এর পাতায় দেখুন

কার্টন খোলার পর মিললো নবজাতকের মরদেহ

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালীর সদর উপজেলায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা থেকে এক নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সুধারাম মডেল থানার সামনে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। স্থানীয়রা জানায়, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সুধারাম মডেল থানা সংলগ্ন মেসার্স আবদুল হক ফিলিং স্টেশনের সামনে থেকে সিএনজি চালক মো. রাসেল তিন যাত্রী নিয়ে সোনাপুরের উদ্দেশে রওনা হন। সিএনজিতে উঠার সময় এক পুরুষ যাত্রীর হাতে একটি কার্টন ছিল বলে সিএনজিচালক দেখতে পান। যাত্রীদেরকে সোনাপুর জিরো পয়েন্টে নামিয়ে সিএনজি চালক আরও দুইবার যাত্রী নিয়ে আসা-যাওয়া করেন। পরে সিএনজিচালক গাড়ির পেছনের অংশের সিটের ওপর একটি কার্টন দেখতে পেয়ে সুধারাম মডেল থানায় যোগাযোগ ৭-এর পাতায় দেখুন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান রোববার ঢাকায় হোটেল সোনারগাঁওয়ে 'ডিজেস্টার রেসিলিয়েন্স উইক ২০২৩' এর উদ্ভোধন শেষে বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

ঝিনাইদহে পৃথক জায়গা থেকে ২ যুবকের লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : ঝিনাইদহে পৃথক স্থান থেকে দুই যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার সকালে ঝিনাইদহ শহরের ধোপাঘাটা গোবিন্দপুর ও কালীগঞ্জ উপজেলার বারবাজার এলাকা থেকে লাশ দুটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সকালে ধোপাঘাটা পুরাতন ব্রীজের সামনে টার্মিনাল সড়কের এলাকার রাস্তার পাশে বস্তাবন্দি লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয় এলাকাবাসী। পরে পুলিশ এসে তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। লাশটির মুখে পলিথিন মোড়ানো ও বস্তাবন্দি ছিল। তার নাম অমিত সাহা। তিনি ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা। পুলিশের ধারণা, তাকে অন্য কোথাও হত্যা করে ঘটনাস্থলে তার লাশ ফেলে গেছে দুর্বৃত্তরা। ৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে নেপালের বিদ্যুৎ রপ্তানি নিয়ে অনিশ্চয়তা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতীয় ভূখণ্ড ও ট্রান্সমিশন লাইন ব্যবহার বাংলাদেশে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রপ্তানির নেপালের পরিকল্পনা বিলম্বিত হচ্ছে। এর ফলে চলতি বর্ষা মৌসুমে নেপাল থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ রপ্তানি করা সম্ভব হবে কি-না তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। রোববার নেপালের ইংরেজি সংবাদমাধ্যম কাঠমান্ডু পোস্ট বলছে, বিদ্যুৎ রপ্তানির বিষয়ে বাংলাদেশ-নেপাল ঐকমত্যে পৌঁছালেও এই পরিকল্পনায় ভারতকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। কারণ নেপাল থেকে ভারতের ট্রান্সমিশন লাইন ব্যবহার করে বিদ্যুৎ রপ্তানির জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্রের প্রয়োজন। ভারতের ট্রান্সমিশন অবকাঠামো ব্যবহার করে চলতি বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশে নেপালের বিদ্যুৎ রপ্তানি শুরু করার বিষয়ে গত মে মাসে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর হয়। ওই সময় নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দহল ওরফে প্রচণ্ড ভারত সফর করেন। তখন নেপাল থেকে বাংলাদেশে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রপ্তানির ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেয় ভারত। নেপালের বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের (এনইএ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক কুল মান ঘিসিং কাঠমান্ডু পোস্টকে বলেছেন, বাংলাদেশি পক্ষ আমাদের অবহিত করেছে যে, তারা দুই দেশের কর্মকর্তা পর্যায়ে চুক্তির বিষয়ে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ছাড়পত্র চাইছে।

আমরা শুল্ক নিয়ে আলোচনা এগিয়ে নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় আছি। এনইএর কর্মকর্তারা বলেছেন, কর্মকর্তা পর্যায়ে উভয়পক্ষ ইতিমধ্যে চুক্তির সবকিছু সম্পন্ন করলেও শুল্কের বিষয়টি নিয়ে কোনও সুরাহা হয়নি। কুল মান ঘিসিং বলেছেন, বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষ কখন ছাড়পত্র পাবে এবং শুল্ক নিয়ে এনইএর সাথে কখন আলোচনায় বসবে, সেই বিষয়ে তিনি নিশ্চিত নন। এনইএর কর্মকর্তাদের মতে, নেপাল থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ রপ্তানির ক্ষেত্রে ট্রান্সমিশন চার্জ এবং সার্ভিস ফি ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে দেওয়ার বিষয়টি কমবেশি চূড়ান্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ভারতের বিদ্যুৎ ৭-এর পাতায় দেখুন

যশোরে ভৈরব নদ থেকে হকারের লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : যশোর শহরের বড়বাজার কাঠেরপুল এলাকায় ভৈরব নদ থেকে শুকুর আলী (২২) নামে এক হকারের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত শুকুর আলী শহরের শেখহাটি বাবলাতলা এলাকার সিদ্দিক শেখের ছেলে। শুকুর আলীর বাবা সিদ্দিক শেখ জানান, তার ছেলে ভ্যানে করে ব্রাশ, কলমসহ বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি করেন। তিনি শুনেছেন শুক্রবার রাতে শহরের দড়াটানা মোড়ে কয়েকজন লোক তাকে ধাওয়া করে। এরপর সে রাতে আর বাড়ি ফেরেনি। গত শনিবার সকাল থেকে পরিবারের লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পায়নি। আজ সকালে কাঠেরপুলে এলাকায় লাশ উদ্ধারের খবর শুনে তিনি ঘটনাস্থলে আসেন এবং শুকুর আলীর লাশ শনাক্ত করেন। ৭-এর পাতায় দেখুন

১২ কেজি এলপিজির দাম ১৪৪ টাকা বাড়লো

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে ভোক্তা পর্যায়ে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) দাম ১২ কেজিতে আরও ১৪৪ টাকা বাড়িয়েছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। ফলে বাসাবাড়িতে বহুল ব্যবহৃত ১২ কেজির প্রতিটি সিলিন্ডার কিনতে এখন গ্রাহককে গুনতে হবে এক হাজার ২৮৪ টাকা। একই সঙ্গে অন্যান্য ওজনের এলপিজির দামও বাড়ানো হয়েছে। গতকাল রোববার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে দাম বাড়ানোর এ ঘোষণা দেয় বিইআরসি। ভোক্তা পর্যায়ে নতুন এ দাম আজ রোববার সন্ধ্যা থেকেই কার্যকর হবে। সংবাদ সম্মেলনে বিইআরসি চেয়ারম্যান মো. নুরুল আমিন জানান, গত মাসে (আগস্ট) ১২ কেজি এলপিজির দাম ছিল এক হাজার ১৪০ টাকা। এর আগের মাসে ছিল ৯৯৯ টাকা। এখন আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করে নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাড়ে পাঁচ কেজি বোতলজাত এলপিজির দাম ৫৮৯ টাকা, সাড়ে ১২ কেজির দাম এক হাজার ৩৩৮ টাকা, ১৫ কেজির দাম এক হাজার ৬০৫ টাকা, ১৬ কেজির দাম এক হাজার ৭১২ টাকা, ১৮ কেজির দাম এক হাজার ৯২৬ টাকা, ২০ কেজি এক হাজার ১৪০ টাকা, ২২ কেজি দুই হাজার ৩৫৫ টাকা, ২৫ কেজি দুই হাজার ৬৭৫ টাকা, ৩০ কেজি তিন হাজার ২১০ টাকা, ৩৩ কেজি তিন হাজার ৫৩১ টাকা, ৩৫ কেজি তিন হাজার ৭৪৫ টাকা এবং ৪৫ কেজির দাম নির্ধারণ করা হয়েছে চার হাজার ৮১৫ টাকা। বিইআরসি জানিয়েছে, কোনো পর্যায়ে নির্ধারিত দামের বেশি এলপিজি বিক্রি করা যাবে না।

রাজধানীতে ৩৪ জনকে গ্রেপ্তার করে ২৮ মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মাদক বিক্রি ও সেবনের অভিযোগে ৩৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) বিভিন্ন অপরাধ ও গোয়েন্দা বিভাগ। গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ২৮ টি মামলা রুজু হয়েছে বলে এতে জানানো হয়। গত শনিবার সকাল ৬টা থেকে গতকাল রোববার সকাল ৬টা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। আজ সকালে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) জনসংযোগ ও গণমাধ্যম শাখা থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে রাজধানীর বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তারসহ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা ৭-এর পাতায় দেখুন

আন্দোলনকারীদেও লাঠিপেটা করে সরালো পুলিশ
৪ ঘণ্টা পর ঢাকার সঙ্গে সারাদেশের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক

স্টাফ রিপোর্টার : চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে আন্দোলনরত বাংলাদেশ রেলওয়ের অস্থায়ী শ্রমিকদের রেললাইন থেকে সরিয়ে দিয়েছে পুলিশ। এতে চার ঘণ্টারও বেশি সময় বন্ধ থাকার পর ঢাকার সঙ্গে সারাদেশের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মতিঝিল বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) হায়াতুল ইসলাম খান ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এর আগে রাজধানীর মালিবাগে রেললাইন আটকে কর্মসূচি পালন করা রেলের অস্থায়ী শ্রমিকদের লাঠিপেটা করে সরিয়ে দেয় পুলিশ। গতকাল রোববার সকাল ১০টার পর থেকে তাঁরা এই কর্মসূচি পালন শুরু করেন। বেলা দুইটার পর তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হয়। শ্রমিকদের অভিযোগ, রেলওয়ের অস্থায়ী শ্রমিকেরা চাকরি স্থায়ী করার দাবিতে বেশ কিছুদিন ধরে কর্মসূচি পালন করছেন। এর ধারাবাহিকতায় আজও কর্মসূচি পালন করছিলেন। দুপুরে হঠাৎ পুলিশ তাঁদের লাঠিপেটা করে রেললাইন থেকে সরিয়ে দেয়। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, পুলিশের লাঠিপেটার সময় অনেকেই আঘাত পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্তত তিনজনকে পুলিশ হাসপাতালে নেওয়ার কথা বলে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে। মোকলেছুর রহমান নামের এক আন্দোলনকারী বলেন, 'আমাদের যৌক্তিক আন্দোলনে পুলিশ বাধা দিয়েছে। অনেককেই আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশের লাঠিপেটায় অনেকেই গুরুতর আহত হয়েছেন। এ বিষয়ে ঢাকা রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফেরদৌস আহমেদ বিশ্বাস বলেন, 'আমি অভিযানে আছি। কথা বলতে পারছি না।' আন্দোলনকারীরা বলেন, চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়ে আসছেন। ৭-এর পাতায় দেখুন

নওগাঁয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্যালাইন-ওষুধ সংকটের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্যালাইন ও ওষুধ সংকট দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সরকারিভাবে ওষুধ সরবরাহ কম হওয়ায় চিকিৎসা সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসকরা। এতে করে হাসপাতালের চিকিৎসারতদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে। স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্র জানায়, প্রায় সাড়ে তিন লাখ মানুষের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পাওয়ার একমাত্র ভরসা ৫০ শয্যার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটির বর্হিঃবিভাগ, আন্তঃবিভাগ ও জরুরী বিভাগে দৈনিক গড়ে প্রায় ৪০০-৫০০ রোগী বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা নিয়ে থাকেন। সরকারি বরাদ্দকৃত ওষুধ দিয়ে প্রতিদিন রোগীদের চিকিৎসা দেওয়া হয়। একজন রোগীর জন্য যেখানে দুটি স্যালাইন প্রয়োজন, সেখানে একটি করে স্যালাইন দিতে ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

যানজটের নগরে স্বস্তির উড়ালসড়ক

বিমানবন্দরের দক্ষিণে কাওলা থেকে কুড়িল-বনানী-মহাখালী-তেজগাঁও-মগবাজার-কমলাপুর-সায়েদাবাদ-যাত্রাবাড়ী হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী এলাকা পর্যন্ত যাবে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৮ হাজার ৯৪০ কোটি টাকা। বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত অংশের দৈর্ঘ্য ১১ দশমিক ৫ কিলোমিটার। ১১ কিলোমিটার র‍্যাম্পসহ এই অংশটির মোট দৈর্ঘ্য ২২ দশমিক ৫ কিলোমিটার। প্রাথমিকভাবে এই অংশের ১৫টির মধ্যে ১৩টি র‍্যাম্প খুলে দেওয়া হয়েছে। বনানী ও মহাখালীর র‍্যাম্প নির্মাণ শেষ হলেই খুলে দেওয়া হবে। প্রাথমিকভাবে এক্সপ্রেসওয়েতে গতিসীমা হবে ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার এবং এইএসএসআইএ থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত ১১ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে যানবাহনের সময় লাগবে ১০ মিনিট।

যানবাহন ওঠানামার স্থান:

উত্তরা থেকে দক্ষিণ অভিমুখী যানবাহন ওঠার স্থান ১. হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দক্ষিণে কাওলা, ২. প্রগতি সরণি এবং বিমানবন্দর সড়কের আর্মি গলফ ক্লাব।

নামার স্থান ১. বনানী কামাল আতার্তুক অ্যাভিনিউ: ২. মহাখালী বাস টার্মিনালের সামনে ও ৩. ফার্মগেট প্রান্তে ইন্দিরা রোডের সামনে

দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর অভিমুখী যানবাহন ওঠার স্থান ১. বিজয় সরণি ওভারপাসের উত্তর এবং দক্ষিণ লেন; ২. বনানী রেলস্টেশনের সামনে।

নামার স্থান ১. মহাখালী বাস টার্মিনালের সামনে; ২. বনানী কামাল আতার্তুক অ্যাভিনিউর সামনে বিমানবন্দর সড়ক; ৩. কুড়িল বিশ্বরোড ও ৪. বিমানবন্দর তৃতীয় টার্মিনালের সামনে।

হাসিনা-মোদি বৈঠকে তিস্তা প্রসঙ্গ

সেটিকে কীভাবে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করা যায়।' পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান বলেন, ডেল্টা প্ল্যানের অধীনে ৫৭টি প্রকল্প নিয়ে কাজ করছি। ইতোমধ্যে বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে এবং আরও কিছু চলমান রয়েছে।

ভোট কেন্দ্রের খসড়ায় দাবি

কর্মকর্তারা জানান, দাবি-আপত্তি দেওয়ার নির্ধারিত সময়ে ৮৫৯ দাবি-আপত্তি জমা হয়। প্রকাশিত খসড়ার ওপর দাবি-আপত্তি দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট; দাবি-আপত্তি নিষ্পত্তির শেষ তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর এবং খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্ত করতে হবে ১৭ সেপ্টেম্বর। মাঠপর্যায়ের কমিটিকে নীতিমালা অনুসরণ করে ২৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্ত করে তা ইসি সচিবালয়ে পাঠাতে হবে। জানা গেছে, ইসির ১০ আঞ্চলিক নির্বাচন অফিসের তথ্য অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি দাবি- আপত্তি জমা পড়েছে কুমিল্লা অঞ্চলে, ১৯৮টি। আর সবচেয়ে কম দাবি- আপত্তি এসেছে সিলেট অঞ্চলে, ৪৫টি। এছাড়া, ময়মনসিংহ অঞ্চলে ১২৪টি, ঢাকা অঞ্চলে ১১৫টি, রংপুর অঞ্চলে ৭৬টি, রাজশাহী অঞ্চলে ৭৬টি, খুলনা অঞ্চলে ৬২টি, বরিশাল অঞ্চলে ৬২টি, ফরিদপুর অঞ্চলে ৪৭টি এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৫৪টি দাবি-আপত্তি জমা পড়েছে। নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ বলেন সেপ্টেম্বরের মধ্যে খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পর আইন-বিধি অনুযায়ী ভোটের অন্তত ২৫ দিন আগে গেজেট প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। গেজেট প্রকাশ এবং সংসদ নির্বাচনের প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পরও যদি কোনো ভোটকেন্দ্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অধীনে বা নিয়ন্ত্রণে থাকে তবে তা সরেজমিন যাচাই করবে রিটার্নিং কর্মকর্তা।একইসঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে কমিশনকে জানাবেন।কমিশন পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। জানা গেছে, আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট কক্ষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াচ্ছে দাঁড়াচ্ছে ২ লাখ ৬১ হাজার ৬৬৮টি। শতাংশের হিসাবে এই সংখ্যা ২৬.২২ শতাংশ বা ৫৪ হাজার ৩৪৯টি। গত একাদশ সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটকক্ষ ছিল ২ লাখ ৭ হাজার ৩১৯টি। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৫৪ হাজার ৩৪৯টি ভোট কক্ষ বাড়ছে। একাদশ সংসদ নির্বাচনে ৪০ হাজার ১৮৩টি কেন্দ্র থেকে বেড়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় ৪২ হাজার ৩৮০টির মতো। একাদশ সংসদ নির্বাচনের তুলনায় এবার ভোটকেন্দ্র বাড়ছে ২ হাজার ১৯৭টি।

চশমার লেন্স পাল্টান, দেশের

বহিষ্করণ ঘটছে। নির্বাচন নির্দিষ্ট কোনো দলের জন্য অনুষ্ঠিত হয় না বা কোনো দলের জন্য থেমে থাকে না।' সাংবিধানিক বিধান অনুযায়ী জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ যথাসময়ে নির্বাচন হবে জানিয়ে তিনি বলেন, 'ভুল রাজনীতির কারণে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বিএনপি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা নস্যাৎ করতে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করার লাগাতার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। জনগণের মুখোমুখি হতে ভয় পেয়ে বিএনপি ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের পথে রাজনীতি করছে।' ওবায়দুল কাদের বলেন, 'জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি, যুদ্ধাপরাধী ও বিদেশি এজেন্টদের সমন্বয়ে গঠিত বিএনপি কোনো দিনই গণতন্ত্রকে ধারণ করেনি। তারা হ্যাঁ/না ভোট ও ভোটারবিহীন প্রহসনমূলক নির্বাচন আয়োজন, রউফ, সাদেক ও আজিজ মার্কা নির্বাচন কমিশন গঠন, এক কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার সৃষ্টি করে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখলের পথে হেঁটেছে বারবার। জনবিচ্ছিন্ন বিএনপি তাদের ভুয়া ভোটার ব্যাংক নষ্ট হওয়ায় এবং পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখলের সুযোগ না থাকায় নির্বাচনে অংশগ্রহণে ভয় পায়।' তিনি বলেন, 'বিএনপি গণতন্ত্র, নির্বাচন ও জাতীয় অগ্রগতিকে ধারণ করে না। উল্টো গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা নস্যাৎ করতে ষড়যন্ত্রকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। এদেশে যাদের হাত ধরে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিনষ্ট হয়েছে, হত্যা-ক্যু ষড়যন্ত্রের রাজনীতি সূচনা হয়েছে, আজ তারা গণতন্ত্রের কথা বলে! হাওয়া ভবনের দুর্নীতি, লুটপাট ও দুঃশাসনের গডফাদার এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষকদের মুখে গণতন্ত্রের কথা মানায় না।' সেতুমন্ত্রী আরও বলেন, 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সবসময় গণতান্ত্রিক নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধ ধারণ করে রাজনীতি করে আসছে। আওয়ামী লীগের প্রাণপুরুষ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলন, স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আওয়ামী লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দীর্ঘ স্বৈরশাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়েছে বাংলাদেশ।' বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বেই বাঙালির ভাত ও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ও সুসংহত হয়েছে মন্তব্য করে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এ দেশের গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির মজবুত ভীত রচনায় বদ্ধপরিকর।'

নাশকতার মামলায় ফখরুল

আদালত অব্যাহতির আবেদন খারিজ করে এ অভিযোগ গঠন করেন। একইসঙ্গে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য আগামী ২০ সেপ্টেম্বর দিন ধার্য করেছেন আদালত। মামলার অন্য আসামিরা হলেন- জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম মাসুদ, সাইফুল আলম নিরব, মোয়াজ্জেম হোসেন বাবু, আজিজুল বারী হেলাল, কাজী রেজাউল হক বাবু, খন্দকার এনামুল হক এনাম। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, ২০১২ সালের ৯ ডিসেম্বর রাজধানীর পল্টন মডেল থানার মিন্টু রোডে মির্জা ফখরুল ইসলাম ও রিজভীর নেতৃত্বে ২০০-২৫০ নেতাকর্মী লাঠিসোঁটা নিয়ে রাস্তা অবরোধ করে। এ সময় তারা ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) ময়লার গাড়ি ভাঙচুর করে এবং বিস্ফোরণ ঘটায়। এ ঘটনায় বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন ডিএসসিসির গাড়িচালক মো. আয়নাল। তদন্ত শেষে ২০১৭ সালের ২৩ অক্টোবর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের উপপরিদর্শক আনোয়ার হোসেন খান আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।

৫ মাসের তুলনায় কম

প্রবাসীরা ১৯৭ কোটি ৩০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। জানা গেছে, সদ্য বিদায়ী আগস্টে সরকারি মালিকানাধীন পাঁচ বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স এসেছে ১৮ কোটি ৩১ লাখ ডলার। বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স এসেছে ১৩৭ কোটি ৬০ লাখ ডলার। বিদেশি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৬৩ লাখ ডলার এবং বিশেষায়িত একটি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ৩ কোটি ৩৯ লাখ ডলার। সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে। বেসরকারি খাতের এ ব্যাংকটির মাধ্যমে রেমিট্যান্স এসেছে ৩৪ কোটি ডলারের কিছুটা বেশি। এ ছাড়া সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে ১২ কোটি ৭৪ লাখ ডলার, ব্র্যাক ব্যাংকের মাধ্যমে ৮ কোটি ৭১ লাখ ডলার, ট্রাস্ট ব্যাংকের মাধ্যমে ৭ কোটি ৪৪ লাখ ডলার এবং আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে ৭ কোটি ৩৩ লাখ ডলার রেমিট্যান্স এসেছে।

রেমিট্যান্স বাড়াতে বিভিন্ন উদ্যোগ : দেশে বৈধপথে রেমিট্যান্স পাঠাতে বিভি-ন্নভাবে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সেবার বিনিময়ে দেশে রেমিট্যান্স আয় আনতে ফরম সি পূরণ করার শর্ত শিথিল করেছে। পাশাপাশি সেবা খাতের উদ্যোক্তা ও রপ্তানিকারকদের ঘোষণা ছাড়াই ২০ হাজার মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আনার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও রেমিট্যান্স বাড়াতে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেগুলোর মধ্যে বৈধ উপায়ে ওয়েজ আর্নার্স রেমিট্যান্সের বিপরীতে আড়াই শতাংশ নগদ প্রণোদনা, রেমিট্যান্স প্রেরণকারীদের সিআইপি সম্মাননা দেওয়া। রেমিট্যান্স বিতরণ প্রক্রিয়া সম্প্রসারণ ও সহজ করার পাশাপাশি অনিবাসী বাংলাদেশিদের জন্য বিনিয়োগ ও গৃহায়ন অর্থায়ন সুবিধা দেওয়া, ফিনটেক পদ্ধতির আওতায় আন্তর্জাতিক মানি ট্রান্সফার অপারেটরকে বাংলাদেশের ব্যাংকের সঙ্গে ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করা এবং রেমিট্যান্স পাঠাতে ব্যাংক বা এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোর চার্জ ফি মওকুফ করা হয়েছে।

বিভিন্ন অর্থবছরভিত্তিক রেমিট্যান্স : কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছে ২ হাজার ১৬১ কোটি ডলার। এর আগে ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রবাসীরা ২ হাজার ১০৩ কোটি ডলার, ২০২০-২১ অর্থবছরে দুই হাজার ৪৭৭ কোটি ডলার রেমিট্যান্স পাঠান। এছাড়াও ২০১৯-২০ অর্থবছরে এক হাজার ৮২০ কোটি ৩০ লাখ মার্কিন ডলার, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এক হাজার ৬৩১ কোটি ডলার ,২০১৭-১৮ অর্থবছরে এক হাজার ৪৯৮ কোটি ডলার, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এক হাজার ২৭৬ কোটি ৯৪ লাখ ডলার, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এক হাজার ৪৯৩ কোটি ডলার এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এক হাজার ৫৩১ কোটি ৬৯ লাখ ডলার রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা।

পঞ্জিকাবর্ষ হিসাবে রেমিট্যান্স : ২০২২ সালে প্রবাসীরা দুই হাজার ১২৭ কোটি ডলার বা ২১ দশমিক ২৭ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। এর আগে ২০২১ সালে প্রবাসীরা রেকর্ড পরিমাণ দুই হাজার ২০৭ কোটি ৮৫ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। অন্যদিকে ২০২০ সালে দুই হাজার ১৭৪ কোটি ১৮ লাখ ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। ২০১৯ সালে এক হাজার ৮৩৩ কোটি মার্কিন ডলার,২০১৮ সালে এক হাজার ৫৫৩ কোটি ৭৮ লাখ ডলার, ২০১৭ সালে এক হাজার ৩৫৩ কোটি ডলার, ২০১৬ সালে এক হাজার ৩৬১ কোটি ডলার এবং ২০১৫ সালে এক হাজার ৫৩১ কোটি মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স আসে দেশে।

বিমানবন্দরে কাস্টমসের গুদাম

নুরুল হুদা আজাদ শিফট ভিত্তিক জব্দ হওয়া সোনা আলাদা আলাদা লকারে রাখার নির্দেশনা দেন। তিনি নির্দেশ দেন, যে শিফট জব্দ করবে তাদের জব্দ করা সোনা তাদের লকারে থাকবে। প্রায় এক সপ্তাহ আগে ঢাকা কাস্টম হাউসের কমিশনার একেএম নুরুল হুদা আজাদ খবর পান প্রায় ১৫ কেজি সোনা গুদামে নেই। এরপর একটি কমিটি করে দেওয়া হয় গুদামের সব সোনা গণনা করার জন্য। প্রাথমিকভাবে এ ঘটনার সত্যতা মিলে। পরে আবার তা গণনা করছে কাস্টমস। বিমানবন্দরের সূত্র বলছে, কাস্টমসের গুদামে কাস্টমসের কর্মকর্তা ছাড়া অন্য কারও প্রবেশের সুযোগ নেই। সুরক্ষিত এই গুদামে চুরি হলে কাস্টমসের কেউই করেছে। সোনা উধাও হওয়ার ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে ঢাকা কাস্টম হাউসের কমিশনার একেএম নুরুল হুদা আজাদবলেন, এ ঘটনা আমার জন্য বিব্রতকর। চূড়ান্ত ভাবে নিশ্চিত হতে আমরা ইনভেন্টরি করছি। নিশ্চিত হলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। থানায় মামলা করা হবে।

ডেঙ্গুতে আরও ১৬ মৃত্যু

আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন ৬২ হাজার ৩৮২ জন। ২০২০ সালে করোনা মহামারিকালে ডেঙ্গু সংক্রমণ তেমন একটা দেখা না গেলেও ২০২১ সালে সারাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হন ২৮ হাজার ৪২৯ জন। একই বছর দেশব্যাপী ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ১০৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ২০২২ সালে ২৮১ জন, ২০২১ সালে ১০৫ জন, ২০২০ সালে সাতজন ও ২০১৯ সালে ১৭৯ জনের মৃত্যু হয়।

তেলের জন্য হাহাকার চালকদের

মিরপুর-১৪ থেকে বাধ্য হয়েই পেট্রোল নিতে হচ্ছে বলে জানান মশিউর রহমান নামে এক রাইড শেয়ার বাইকচালক। তিনি বলেন, সকালে তেল নেওয়ার জন্য বাড্ডা, যমুনা ফিউচার পার্ক এসব স্থানে ঘুরে আসছি। পাম্পই বন্ধ। এখন মিরপুরে এক যাত্রী নিয়ে এসেছি। এদিকে পাম্প খোলা দেখে এলাম। কিন্তু অকটেন নেই। তাই বাধ্য হয়েই পেট্রোল নিচ্ছি। মশিউর রহমান ছাড়াও আরও কয়েকজন মোটরসাইকেল চালক জানিয়েছেন, ঢাকার বেশ কয়েকটি স্থানে পেট্রোল পাম্প বন্ধ। যে কয়েকটি আছে সেখানে অকটেন দিচ্ছে না। শুধু পেট্রোল চালু রাখা হয়েছে। অকটেন না থাকার বিশেষ করে বিপাকে পড়েছে দামি প্রাইভেটকার ও বিলাসবহুল গাড়িগুলো। অকটেন না পেয়ে ফিরছিলেন সাইফুল নামে এক ব্যক্তিগত গাড়ির চালক। তিনি বলেন, 'আমার এই গাড়িটা সবসময় অকটেনেই চালাই। কখনও পেট্রোল নেই না। কারণ, রিস্ক নিতে চাই না। মালিকের গাড়ি, যদি ইঞ্জিনে সমস্যা দেখা দেয়, গতি কমে বা থেমে থেমে চলে, তাহলে তো তার দায় আমার। মালিককে জানাইছি। তিনি বলেছেন ফিরে আসতে। কালশীর সুমাত্রা ফিলিংয়ের কর্মী কবির বলেন, পদ্মা ডিপো থেকে তেল আনি। আজ সকালে আমাদের তিন গাড়ি গেছে। ডিজেল এক গাড়ি, দুই গাড়ি অকটেন। শুনেছি ডিপোর গেটই নাকি খুলছে না। যা তেল ছিল সকাল ১০টা পর্যন্ত দিয়ে শেষ করে ফেলছি। প্রত্যেক গাড়িতে ১৩ হাজার ৫০০ লিটার তেল ধরে বলে জানান তিনি। এদিকে অনুরোধ করেও তেল পাচ্ছেন না যান চালকরা। ফিলিং স্টেশন ভিড় জমাচ্ছেন তারা। সবারই অভিযোগ কোথাও তেল মিলছে না। শুভ নামে এক চাকরিজীবী বলেন, শান্তিনগর অফিস থেকে বের হয়ে রামপুরা, বাড্ডা, কুড়িল কয়েক জায়গায় গিয়েছি, কোথাও তেল পাচ্ছি না। পেট্রোল পাম্প মালিকদের দাবি, ডিজেলের ২ ভাগ, পেট্রোলের ৩ ভাগ এবং অকটেনের ৪ ভাগ কমিশন বাড়িয়ে সাড়ে ৭ ভাগ করতে হবে। একইসঙ্গে তাদের শিল্প থেকে বাদ দিয়ে কমিশন এজেন্ট ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করতে হবে। এছাড়া পুরাতন ট্যাংক লরি অবসরের সময় ২৫ বছর থেকে বাড়াতে হবে। এরমধ্যে জ্বালানি মন্ত্রণালয় তাদের কমিশন এজেন্ট হিসেবে গেজেট প্রকাশ করেছে। কিন্তু বাকি দুই দাবি পূরণ না হওয়ায় তারা ধর্মঘট অব্যাহত রেখেছেন। ডিপো থেকে তেল উত্তোলন এবং পরিবহন বন্ধ রেখেছেন তারা। এতে অনেক পাম্পে সকাল থেকে বিক্রি হলেও দুপুর গড়াতে না গড়াতেই তেল শেষ হয়ে যায়। ফলে বন্ধ আছে বিক্রি। আগামীকাল সোমবার (৪ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত এই ধর্মঘট চললে পাম্প সবই বন্ধ হয়ে যাওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ ট্যাংক-লরি শ্রমিক ফেডারেশনের সেক্রেটারি (ঢাকা) রেজাউল করিম রেজা বলেন, আজ তারা কোনও তেল উত্তোলন করেননি। তাদের সঙ্গে কেউ মিটিংও করেনি। পেট্রোল পাম্প মালিক সমিতির একাংশের মহাসচিব মো. মিজানুর রহমান রতন বলেন, একপক্ষ দালালি করতেছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা হাতে গোনা। তারা পাম্প খোলা রাখলেও লাভ নাই। তেল উত্তোলন তো বন্ধ। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই ধর্মঘট চলবে।

আত্মসমর্পণের পর বিএনপি নেতা

হাইকোর্ট বেঞ্চে ২৮১ পৃষ্ঠার রায় প্রকাশ করা হয়। রায়ে বলা হয়েছে, রায়ের অনুলিপি পৌঁছানোর ১৫ দিনের মধ্যে আমান দম্পতিকে বিচারিক (নিম্ন) আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে। তারও আগে ৩০ মে হাইকোর্টের একই বেঞ্চ দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় আমানের ১৩ বছর এবং তার স্ত্রী সাবেরা আমানের তিন বছরের কারাদণ্ড বহাল রেখে আদেশ দেন। ওইদিন দুদকের অন্য একটি মামলায় বিএনপি নেতা ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর ৯ বছরের কারাদণ্ড বহাল রাখেন হাইকোর্ট। সম্পদের তথ্য গোপন ও জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে আমান দম্পতির বিরুদ্ধে ২০০৭ সালের ৬ মার্চ রাজধানীর কাফরুল থানায় মামলা করে দুদক। ওই বছরের ২১ জুন বিশেষ জজ আদালতের রায়ে আমানকে ১৩ বছর এবং সাবেরাকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরে এ দম্পতি রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেন। ২০১০ সালের ১৬ আগস্ট হাইকোর্ট আপিল আবেদন মঞ্জুর করে তাদের খালাস দেন। হাইকোর্টের এ রায়ের বিরুদ্ধে দুদক আপিল করলে ২০১৪ সালের ২৬ মে হাইকোর্টের দেওয়া রায় বাতিল করে মামলাটির পুনঃশুনানির নির্দেশ দেন আপিল বিভাগ। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৪ মে পুনঃশুনানি শেষ হয়। পরে ৩০ মে হাইকোর্ট এ রায় দেন। অন্যদিকে ৪ কোটি ৯৬ লাখ ১১ হাজার ৯১৬ টাকার সম্পত্তির হিসাব এবং আয়ের উৎস গোপন করার অভিযোগে দুদকের উপ-পরিচালক শাহরিয়ার চৌধুরী বাদী হয়ে ২০০৭ সালের মার্চে সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর বিরুদ্ধে মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করেন। কমিশনের উপ-পরিচালক এসএমএম আখতার হামিদ ভূঞা ওই বছরের ২৮ জুন মহানগর হাকিম আদালতে এ মামলায় অভিযোগপত্র দেন। ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর এ মামলার রায়ে টুকুকে ৯ বছরের কারাদণ্ড দেন বিচারিক আদালত। ওই রায়ের বিরুদ্ধে টুকু আপিল করলে ২০১১ সালের ১৫ জুন তাকে খালাস দেন হাইকোর্ট। পরে হাইকোর্টের ওই রায়ের বিরুদ্ধে দুদক আপিল করলে ২০১৪ সালের ২১ জানুয়ারি খালাসের রায় বাতিল করে মামলার পুনঃশুনানির আদেশ দেন আপিল বিভাগ। পুনঃশুনানি শেষে গত ৩০ মে টুকুর সাজা বহাল রাখেন আদালত। পরে আপিল বিভাগের এ রায় রিভিউ (পুনর্বিবেচনা) চেয়ে টুকু আবেদন করলে সর্বোচ্চ আদালতে তা খারিজ হয়ে যায়।

অস্ত্র নিয়ে শ্রমিক লীগ ও জাতীয়

অনুসারীর অন্যতম। মান্না গত ১৫ জুনের নির্বাচনে ২ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর প্রার্থী ছিলেন। তার মনোনয়পত্র বাতিল হলে তার ভাই মুন্না জাপা নেতা মর্তুজাকে পরাজিত করেন। মতুর্জা ২ নম্বর ওয়ার্ডে টানা পাঁচবারের নির্বাচিত কাউন্সিলর। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মান্না ও মর্তুজার বিরোধ প্রকাশ্যে চলে এসেছে। নৌকার বিরোধিতা করে তোপের মুখে পড়েন মান্না তখনকার ছাত্রলীগ আহ্বায়ক মান্না। গ্রেপ্তার হয়ে নির্বাচনের সময়ে কারাগারে ছিলেন তিনি। মর্তুজা জানান, পারিবারিক জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি গতকাল রোববার পোর্ট রোড ভূমি অফিসে গিয়েছিলেন। দপ্তরের ভবন থেকে বের হয়ে প্রধান ফটকে যাওয়ার সময় সেখানে আগে থেকে অপেক্ষামান মান্না ও তার সহযোগীরা তার ওপর হামলা করেন। হামলাকারীরা তার পকেটে থাকা রিভলভারটি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি দৌড়ে একটি ইজিবাইকে উঠলে মান্না ও তার সহযোগীরা জোরজবরদস্তি করে তার রিভলভারটি ছিনিয়ে নেয়। তখন সেখানে থাকা ট্রাফিক পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে থানায় আনে। অভিযোগের বিষয়ে রইজ আহম্মেদ মান্না বলেন, 'আমিও ব্যক্তিগত কাজে ভূমি অফিসে গিয়েছিলাম। মতুর্জার সঙ্গে দেখা হলে আমাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং একপর্যায়ে রিভলভার বের করে হত্যাচেষ্টা চালায় মর্তুজা। তখন জনতা তাকে আটক করেছে।' কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনোয়ার হোসেন বলেন, 'মতুর্জাকে রিভলভারসহ আটক করে থানায় আনা হয়েছে। রিভালভারটি লাইসেন্সকৃত কিনা তা যাচাইবাছাই করা হচ্ছে। তার বিষয়ে আইনি পদক্ষেপের কোনো সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি।' এ ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। নবনির্বাচিত কাউন্সিলর মুন্না আগামী ১৪ নভেম্বর শপথ নেবেন। এর আগ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করছেন বিদায়ী কাউন্সিলর এ. কে. এম. মর্তুজা আবেদীন।

নতুন নামে ফিরবে বঙ্গবাজার

প্রতিষ্ঠান এই নকশা তৈরির কাজ করছে। আশা করি দ্রুত সময়ের মধ্যে নকশা অনুমোদন দিতে পারবো। আর নকশা চূড়ান্ত হলে চলতি বছরের নভেম্বর বা ডিসেম্বরে এই বিপণি বিতান নির্মাণে দরপত্র আহ্বান করার পরিকল্পনা আছে। ডিএসসিসির প্রকৌশল বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর (মার্কেট নির্মাণ সেল) সূত্র জানায়, ১ দশমিক ৭৯ একর জায়গার ওপর প্রস্তাবিত বঙ্গবাজার পাইকারি নগর বিপণি বিতান নির্মাণ করা হবে। ১০ তলা এ বিপণি বিতানের বেজমেন্ট, গ্রাউন্ড ফ্লোরসহ আটটি ফ্লোর থাকবে। গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে সপ্তম তলা পর্যন্ত দোকান থাকবে তিন হাজার ৪২টি। এর মধ্যে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৩৮৪টি, প্রথম তলায় ৩৬৬টি, দ্বিতীয় তলায় ৩৯৭টি, তৃতীয় তলায় ৩৮৭টি, চতুর্থ তলায় ৪০৪টি, পঞ্চম তলায় ৩৮৭টি, ষষ্ঠ তলায় ৪০৪টি, সপ্তম তলায় ৩১৩টি। অষ্টম তলায় দোকান মালিক সমিতির অফিস, কর্মচারী, নিরাপত্তাকর্মীদের আবাস ও অন্য কক্ষ রাখা হয়েছে। এছাড়া প্রস্তাবিত নকশায় রাখা হয়েছে ২২টি খাবারের দোকানের জায়গা। এর বাইরে আরও ৮১টি দোকান বেশি রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রতিটি দোকানের আয়তন হবে ৮০-১০০ স্কয়ার ফুট। বিপণি বিতানটিতে লিফট থাকবে আটটি। এর মধ্যে ক্রেতাদের জন্য চারটি ও মালামাল ওঠানো-নামানোর জন্য কার্গো লিফট থাকবে চারটি। এর বাইরে ১১টি সিঁড়ি থাকবে। ফায়ার এক্সিট সিঁড়ি থাকবে ছয়টি। এছাড়া প্রতিটি ফ্লোরে চারটি করে টয়লেট থাকবে। পার্কিংয়ে একসঙ্গে ১৮৩টি গাড়ি পার্কিং ও ১১০টি মোটরসাইকেল পার্কিং করা যাবে। ৬ লাখ ৭৬ হাজার ৫শ বর্গ ফুট আয়তনের এ ভবনটি তৈরি করতে প্রায় ৩৩৮ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে সৃজনী উপদেষ্টা লিমিটেড। ডিএসসিসির মার্কেট নির্মাণ সেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. তৌহিদ সিরাজ বলেন, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সৃজনী উপদেষ্টা লিমিটেডও নকশা তৈরির কাজ করছে। এর বাইরে ডিপিএম ও রিফ্লেকশন অ্যান্ড ডিজাইন নামে আরও দুটি প্রতিষ্ঠানকে নকশা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে যাদের নকশা পছন্দ হবে, সেটাই ডিএসসিসি চূড়ান্ত করবে। তিনি বলেন, ডিএসসিসির বিদ্যমান যেসব মার্কেটে রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে আধুনিকভাবে তৈরি করা হবে বঙ্গবাজার পাইকারি নগর বিপণি বিতান। আশাকরি শিগগির এ বিপণি বিতানের নকশা অনুমোদন দিতে পারবো। সরেজমিনে দেখা যায়, প্রস্তাবিত বঙ্গবাজার পাইকারি নগর বিপণি বিতানের জায়গায় চৌকি বিছিয়ে, শামিয়ানা টাঙিয়ে ব্যবসা করছেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। তাদের অধিকাংশই জামা-কাপড়ের দোকান। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কেনাকাটা করতে আসছেন ক্রেতারা। তবে রোদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে কেনাকাটা করতে গিয়ে অনেক ক্রেতাকে নাজেহাল দেখা গেছে। তবে দোকানগুলোতে বৈদ্যুতিক সংযোগ নিয়ে ছোট টেবিল ফ্যান চালিয়ে ব্যবসা করছেন দোকানিরা। নেহাল গার্মেন্টেসের ব্যবস্থাপক জামাল হোসেন বলেন, বঙ্গবাজার পুড়ে যাওয়ার পর সেখানে বালু ফেলে চৌকি বসানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছে দোকান মালিক সমিতি ও সিটি করপোরেশন। কিন্তু গরমে টিকতে না পেরে শামিয়ানা টাঙিয়ে নিয়েছেন দোকানিরা। এখন বৃষ্টি এলে পানি পড়ে। ক্রেতারাও ভিজে যান। তিনি বলেন, আগে বঙ্গবাজারে যত ক্রেতা আসতেন, এখন তার তিন ভাগের একভাগ আসছেন। বেচাকেনা খুবই কম। এখানে বহুতল ভবন নির্মাণ করা হলে হয়তো আবার ব্যবসা ঘুরে দাঁড়াবে। তবে নতুন ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হলে আবারও ব্যবসায়ীদের বিপদে পড়তে হবে বলে মনে করেন সুমাইয়া গার্মেন্টের মালিক মাহতাব উদ্দিন। তিনি বলেন, সিটি করপোরেশন যে বিপণি বিতান তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে তাতে ব্যবসায়ীরা খুশি। কিন্তু নির্মাণকাজ শুরু হলে এই এলাকা থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিতে হবে। সিটি করপোরেশন যদি অস্থায়ীভাবে কোথাও ব্যবসায়ীদের বসার সুযোগ করে দিতো তাহলে ভালো হতো। জানতে চাইলে বঙ্গবাজার কমপ্লেক্স দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম বলেন, বঙ্গবাজারে অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে সব সময় ব্যবসায়ীদের খোঁজখবর রাখছেন ডিএসসিসি মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস। তার উদ্যোগেই এখন বঙ্গবাজারে ১০ তলা মার্কেট নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, যে তিনটি প্রতিষ্ঠান বঙ্গবাজারের বহুতল ভবনের নকশা তৈরির দায়িত্ব পেয়েছে, তারা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কয়েক দফায় বৈঠক করেছেন। মার্কেটের নকশা কেমন হবে বা মার্কেটে কী কী সুযোগ-সুবিধা থাকবে তার জন্য ব্যবসায়ীদের মতামত নিয়েছেন। আশা করি মার্কেটটি নির্মাণ হলে আগুনে বঙ্গবাজারের ব্যবসায়ীদের যে ক্ষতি হয়েছে তা তারা পোষাতে পারবেন। বাংলাপিডিসহ বিভিন্ন তথ্য ঘেঁটে জানা যায়, মূলত ঢাকার ফুলবাড়িয়ায় অবস্থিত তৈরি পোশাক বিক্রির একটি বাজার ছিল। এখানে সস্তায় মিলতো সব ধরনের পোশাক। পাইকারদের জন্যও এটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৫ সালে জায়গাটি নানা ধরনের খুচরা পণ্যের হকার ও ছোট দোকানদারদের ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। বাজার গড়ে ওঠার বছর চারেকের মধ্যেই ফুলবাড়িয়া থেকে রেলস্টেশন কমলাপুরে সরিয়ে নেওয়া হলেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের সংযোগস্থল বলে স্থানটির গুরুত্ব আগের মতোই রয়ে যায়। ফলে হকার ও অন্য দোকানদার বাজারটি না ছেড়ে বরং এখানে স্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা করে। ১৯৭৫ সালে ঢাকার পৌরসভা কর্তৃপক্ষ সব ধরনের টিনশেড ও অস্থায়ী কাঠামো ভেঙে দিয়ে এখানে একটি পাকা বাজার গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ জায়গাটির মালিকানা ছাড়তে অস্বীকার করে। এ অবস্থায় দোকান মালিকরা রেল কর্তৃপক্ষের কাছে থেকে বার্ষিক ইজারা চুক্তির ভিত্তিতে খণ্ড খণ্ড জায়গায় নিজ নিজ দোকান বসানোর অধিকার লাভ করে। ১৯৮৫ সালে সিটি করপোরেশন জায়গাটির মালিকানা পায় এবং ১৯৮৯ সালের মধ্যে পরিকল্পিত পাকা বিপণি কেন্দ্র নির্মাণের কাজ শেষ হয়। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০- এই পাঁচ বছরেই মূলত বাজারটি তৈরি পোশাকের বাজার হিসেবে রূপান্তরিত হয়। বাজারটি বঙ্গবাজার নামে পরিচিতি অর্জন করলেও বস্তুত এখানে গুলিস্তান, মহানগরী ও আদর্শ হকার্স মার্কেট নামে অন্য তিনটি সংলগ্ন বাজারের দোকান একত্রে মিশেছে। এদের সীমানা আলাদা করা কঠিন। বিদেশি ক্রেতা ও তাদের স্থানীয় প্রতিনিধিদের জোগান দেওয়া কাঁচামাল ব্যবহারের পর দেশের পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছে যত কাপড়, সুতা, বোতাম, জিপার ইত্যাদি উদ্বৃত্ত থাকে মূলত সেগুলি দিয়ে তৈরি বলে বঙ্গবাজারের পোশাক দামে সস্তা। বাংলাদেশে অবস্থিত অনেক দূতাবাস ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় কর্মরত বিদেশিরাও এ বাজারে প্রায় নিয়মিত আসেন। এভাবে বঙ্গবাজার দেশের বাইরেও পরিচিতি অর্জন করেছে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে বঙ্গবাজার এমনিতে যে পরিচিত অর্জন করেছিল তা আরও ব্যাপক হয় ১৯৯৫ সালে। বিশাল অগ্নিকাণ্ডে গোটা বাজার ভস্মীভূত হয়। ঘটনাটি পত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশনে সবিস্তার প্রচারিত হয়। ঢাকা সিটি করপোরেশন এরপর বাজারটিকে নতুন করে গড়ে তোলে। ২০২৩ সালে এসে আরেক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ফের ভস্মীভূত হলে সিটি করপোরেশন নতুন নামে বহুতল ভবনের বিপণি বিতান তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে।

কাপ্তাই হ্রদে পানি বাড়ায় ডুবে

কর্তৃপক্ষ। এতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা পর্যটকরা হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। আবার অনেকেই এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন ডুবন্ত সেতুতে। ঝুলন্ত সেতুর এমন অবস্থা দেখে হতাশ পর্যটকরা, আর এতে ক্ষতির আশঙ্কা ব্যবসায়ীদের। ঢাকা থেকে বেড়াতে আসা পর্যটক মো. নাঈম উদ্দিন বলেন, অনেক আশা নিয়ে রাঙামাটি বেড়াতে এলাম। এসে দেখি ঝুলন্ত সেতুটি অনেকাংশে ডুবে আছে। হতাশা ছাড়া আর কিছুই বলার নেই। কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে নজর দেওয়ার দাবি জানান তিনি। নোয়াখালী থেকে একদল বন্ধু বেড়াতে একই সুরে কথা বলেন। তারা বলে, গতকাল রোববার সকালে বন্ধুরা মিলে মোটরসাইকেলে করে রাঙামাটিতে সকালে আসি। এক বুক হতাশা নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। আগে জানলে আসতাম না। শীতে যখন এসেছি তখন সেতুতে উঠে খুব মজা করি। সেই মজা নিতেই এসেছিলাম। এসে দেখি সেতু ডুবে আছে। রাঙামাটি পর্যটন নৌযান ঘাটের ট্যুরিস্ট বোট মালিক সমিতির সহ-সভাপতি মো. রমজান আলী জানান, পাহাড়ি ঢল নামার কারণে কাপ্তাই লেকের পানির উচ্চতা বেড়েছে। এতে সেতুটি ডুবতে শুরু করেছে। ইতোমধ্যে ছয় ইঞ্চি পানিতে ডুবে গেছে। এ কারণে সেতু দিয়ে পারাপার বন্ধ রয়েছে। তবুও কেউ কেউ ডুবে যাওয়া পাটাতন মাড়িয়ে সেতু পার হচ্ছে। তিনি আরও জানান, এর ফলে ব্যবসায় ব্যাপক ক্ষতি হবে। ঝুলন্ত সেতু ডুবে যাওয়া সমস্যার স্থায়ী সমাধান চান এই ব্যবসায়ী নেতা। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন রাঙামাটি শাখার ব্যবস্থাপক আলক বিকাশ চাকমা বলেন, হ্রদের পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় ঝুলন্ত সেতুর পাটাতন ডুবে গেছে। যার ফলে নিরাপত্তার বিবেচনা করে সেতুতে পর্যটক চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। পানি কমে এলে আবারও চলাচলে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে।

নিরাপদে বাসে ওঠানামা

(ডিটিসিএ) সহযোগিতা করছে। ঢাকা শহরে বাস যাত্রীরা বাসে ওঠানামায় অসুবিধা ও দুর্ঘটনার সম্মুখিন হন। ঢাকা মহানগর এলাকায় সড়কে চলাচলের সমস্যা অনুসন্ধানে অনিরাপদে বাসে ওঠানামাকে প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ট্রাফিক নিরাপত্তা বিষয়ক আইন প্রয়োগের সক্ষমতা বৃদ্ধি এই প্রকল্পের একটি লক্ষ্য। এ কারণে কাকলী-বনানী এলাকায় নিরাপদে বাস ব্যবহারের পরীক্ষামূলক প্রকল্পের কাজ শুরু হচ্ছে। যাত্রীদের নিরাপদে বাসে ওঠানামার উদ্দেশ্যে শুধু কাকলী বাস স্ট্যান্ডে বাস থামানোর জন্য বাসের চালক ও হেলপারদের উৎসাহিত করা হবে। যাত্রীদেরও শুধু বাস স্ট্যান্ড থেকে বাস ব্যবহারের অনুরোধ করা হবে। এই কার্যক্রম জোরদার করার জন্য কাকলি-বনানি বাস স্ট্যান্ডে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ হচ্ছে, যাতে সড়ক ব্যবহারকারীরা ট্রাফিক আইন মেনে চলে এবং ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের কাজে সহযোগিতা করে?

বাস যাত্রীদের প্রতি নির্দেশনা হচ্ছে : ১.রাস্তায় যে কোনও স্থান থেকে থেকে বাসে উঠবেন না বা নামবেন না। ২. নিরাপদে বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে ওঠানামা করুন। বাসচালক ও হেলপারদের প্রতি নির্দেশনা হচ্ছে : ১.বাম দিকের লেন ব্যবহার করে বাসস্ট্যান্ডে আসুন। ২.শুধু বাসস্ট্যান্ড থেকে যাত্রী নিন। প্রকল্পের যেকোনও অনুসন্ধানের জন্য ডিএমপি ট্রাফিক গুলশান বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বা Dhaka.road.safety@gmail.com এই ঠিকানায় মেইল করতে বলা হয়েছে।

নিজের সন্তান আইসিইউতে

উপকমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন। তিনি বলেন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে রাজমিস্ত্রী হিরন মিয়া ও সাহানা বেগম দম্পতির ছেলে শিশু জন্ম নেয়। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া নবজাতক মায়ের দুধ পাচ্ছিল না। এই সময়ে একই ওয়ার্ডে ভর্তি থাকা নুসরাত দুধ দানে এগিয়ে আসেন। তার নবজাতক আইসিইউতে থাকায় তিনি এই সহযোগিতা করেন। শিশু চুরির বিষয়ে ডিসি আশরাফ বলেন, 'তিন দিন ধরে নুসরাত নবজাতককে দুগ্ধ দান করে আসছিলেন। এই সময়ে তার শিশুটি আইসিইউতে থাকায় তার শিশুটির বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা না থাকায় তিনি হাসপাতাল থেকে শিশুটিকে চুরি করে নিয়ে যান। এরপর শিশুটিকে নিয়ে আজিমপুর এলাকায় শিশুটিকে স্বামী তুষারের হাতে তুলে দেন। এরপর ফের হাসপাতালের বেডে এসে শুয়ে থাকেন। আর তুষার শিশুটিকে তাদের বাসায় নিয়ে যান।' ডিসি বলেন, 'এই ঘটনার তথ্য পেয়ে শাহবাগ থানা পুলিশ হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে দেখতে পায় নুসরাত নবজাতকটিকে কোলে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন। পরে তাকে জিজ্ঞাবাদে চুরির বিষয়টি স্বীকার করেন। পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর এলাকা থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে স্বামী, শ্বাশুড়ি ও ননদকে গ্রেপ্তার করা হয়। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নুসরাত অস্ত্রোপচারের রোগী। তিনি অসুস্থ থাকায় থানা পুলিশের হেফাজতে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। বাকিদের গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে। নুসরাত সুস্থ হলে তাকেও গ্রেপ্তার দেখানো হবে।

কলাবাগানে গৃহকর্মী হত্যা গৃহকর্ত্রী সাথীর দায় স্বীকার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর কলাবাগানের সেন্ট্রাল রোডের একটি বাসায় শিশু গৃহকর্মী হেনা হত্যা মামলার গ্রেপ্তার একমাত্র আসামি গৃহকর্ত্রী সাথী পারভীন ডলি দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছেন। গতাকল রোববার তাকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর সাথী স্বেচ্ছায় দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দিতে সম্মত হওয়ায় তা রেকর্ড করার আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট তরিকুল ইসলাম তার জবানবন্দি রেকর্ড করেন। এরপর তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এর আগে গত শনিবার সন্ধ্যায় তাকে গ্রেপ্তার করে কলাবাগান থানা পুলিশ। কলাবাগানের সেন্ট্রাল রোডের ৭৭ নম্বর ভবনের দ্বিতীয় তলায় ফ্ল্যাট ই-১ এর বাসিন্দা সাথী আক্তার পারভীন তার শিশু সন্তান আর ওই গৃহকর্মী হেনাকে নিয়ে বসবাস করতেন। গত তিন বছর ধরে নিহত গৃহকর্মী হেনা ওই বাসায় কাজ করছিল। কলাবাগানের সেন্ট্রাল রোডের ওই বাসায় প্রায়ই হেনাকে নির্যাতন করা হতো বলে ধারণা পুলিশের। গত শুক্রবার সকালেও হেনাকে নির্যাতন করা হয়। শিশুটি মারা যাওয়ার পর পালিয়ে যান গৃহকর্ত্রী সাথী। কলাবাগান থানা পুলিশ বলছে, শুক্রবার রাতে ফোনে গৃহকর্মী হেনার মৃত্যুর প্রাথমিক তথ্য পায় তারা। এরপর রাত দেড়টার দিকে কলাবাগান থানায় সেন্ট্রাল রোডের ৭৭ নম্বর ভবনে গিয়ে বেশ কটি বাসায় খোঁজও নেয় পুলিশ। ওই ভবনটিতে ৪৪টি ফ্ল্যাট। মধ্যরাতে সব ফ্ল্যাটে খোঁজ নেওয়া বেগতিক বুঝে ফিরে আসে পুলিশ। পরদিন সকাল সাড়ে ৮টার দিকে বাড়ি মালিক সোসাইটির লোকজন নিয়ে ভবনটির দ্বিতীয় তলা ই-১ ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে ভেতর থেকে অজ্ঞাত পরিচয়ে গৃহকর্মী হেনার মরদেহ উদ্ধার করে তারা। প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর গত শনিবার সকালে মরদেহ উদ্ধারের পর সুরতহালে পুলিশ দেখতে পায়, শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। মুখে ফেনা এবং শরীর ফুলে গেছে হেনার। মৃত্যুর কারণ নিশ্চিতে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়। লাশ উদ্ধারের ৩৬ ঘণ্টা পর নির্যাতনে শিশু গৃহকর্মী হত্যার অভিযোগে মামলা দায়ের করে পুলিশ। মামলাটির বাদী এসআই বাবুল হোসেন।

সিরাজগঞ্জে একদিনে আরও ২৫ জনের ডেঙ্গু শনাক্ত

স্টাফ রিপোর্টার : সিরাজগঞ্জে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ২৫ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। এসব নতুন শনাক্ত ডেঙ্গুরোগীরা জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। গতাকল রোববার দুপুরে সিরাজগঞ্জ সিভিল সার্জন কার্যালয়ের ডেঙ্গু বিষয়ক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, জেলায় গত ২৪ ঘণ্টায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে নতুন করে ভর্তি হয়েছেন ২৫ জন। এর মধ্যে শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজে আটজন, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জেনারেল হাসপাতালে দুজন, কাজীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তিনজন, রায়গঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একজন, উল্লাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দুজন, চৌহালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ছয়জন, বেলকুচি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একজন ও কামারখন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একজন ভর্তি রয়েছেন। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, চলতি বছর এ পর্যন্ত জেলায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৮৫৩ জন। তাদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৭৭৩ জন। হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ৭৮ জন। মারা গেছেন দুজন।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে জাপানের সহায়তা চায় বাংলাদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া বিপুল রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে নিজ দেশ মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে জাপান সরকারের সহযোগিতা চেয়েছে বাংলাদেশ। গতাকল রোববার রাজধানীর শেরে বাংলা নগরস্থ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে নিজ কার্যালয়ে জাপানের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক শেষে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান সাংবাদিকদের এ কথা জানান। পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, জাপান আমাদের ভালো বন্ধু। মিয়ানমারের সঙ্গেও তাদের ভালো সম্পর্ক রয়েছে। তাই বাংলাদেশে অবস্থানরত ১২ লাখ রোহিঙ্গা সদস্যদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনে তাদের সহায়তা চেয়েছি। তিনি আরও বলেন, জাপান আমাদের মেট্রোরেল, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণে সহযোগিতা করছে। ভবিষ্যতে রেলসহ অন্য খাতগুলোতেও সহায়তা থাকবে বলে জানিয়েছেন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিনিধিদলের সদস্য বলেন, আগামীকাল (আজ) আমরা রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করবো। সেখানকার মানবিক সহায়তার বিষয়টি পর্যালোচনা করে জাপানের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবো। এ ছাড়া দেশে অবস্থানরত জাপানি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের সঙ্গেও আলোচনায় বসবে প্রতিনিধিদল। ডিজিটালাইজেশন সামাজিক নিরাপত্তাসহ দুদেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে আরও নিবিড় সম্পর্ক চেয়েছেন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা।

বিমার দাপটে ৬০০ কোটি টাকা ছাড়ালো লেনদেন

স্টাফ রিপোর্টার : পতন কাটিয়ে ঊর্ধ্বমুখী ধারায় ফিরেছে দেশের শেয়ারবাজার। গত কয়েক কার্যদিবস ধরে শেয়ারবাজারে মূল্যসূচক বাড়ার পাশাপাশি লেনদেনের গতিও বেড়েছে। সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস গতাকল রোববার প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও অন্য শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সবকটি মূল্যসূচক বেড়েছে। সেই সঙ্গে ডিএসইতে লেনদেন বেড়ে ৬০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। গত কয়েক কার্যদিবসে শেয়ারবাজার ঊর্ধ্বমুখী রাখতে বিমা খাত তেমন ভূমিকা রাখতে না পারলেও গতকাল সূচক ও লেনদেন বাড়াতে মূখ্য ভূমিকায় ছিল খাতটি। বিমা খাতের প্রায় সবকটি কোম্পানির শেয়ার দাম বাড়ায় একদিকে মূল্যসূচক যেমন বেড়েছে, তেমনি বড় হয়েছে দাম বাড়ার তালিকা। সেই সঙ্গে এক মাস পর ডিএসইতে ৬০০ কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়েছে। সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস ঊর্ধ্বমুখিতার দেখা মেলার মাধ্যমে শেষ সাত কার্যদিবসের মধ্যে ছয় কার্যদিবস ঊর্ধ্বমুখী থাকলো শেয়ারবাজার। অবশ্য এর আগে নানা গুজবে শেয়ার বাজারে টানা দরপতন দেখা দেয়। সেই সঙ্গে দেখা দেয় লেনদেন খরা। ডিএসইতে লেনদেন কমে দুইশ কোটি টাকার ঘরে নেমে যায়। এতে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। এখন সূচক ঊর্ধ্বমুখী থাকায় এবং ধীরে ধীরে লেনদেনের গতি বাড়ায় বিনিয়োগকারীদের আতঙ্ক কিছুটা হলেও কমে এসেছে। সেই সঙ্গে বাজারে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়া কিছু বড় বিনিয়োগকারী আবার নতুন করে সক্রিয় হয়েছে বলে বাজারে গুঞ্জন রয়েছে। এ বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘদিন ধরেই বিমা শেয়ারে আটকে রয়েছে। এখন তারা বিমার শেয়ার থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করছেন। এ বিষয়ে ডিএসইর এক সদস্য বলেন, শেয়ারবাজারের আলোচিত এক বিনিয়োগকারী যিনি সরকারি চাকরিতে আছেন, তিনি শেয়ারবাজার থেকে বড় অঙ্কের মুনাফা তুলে নিয়ে বাজারে নিষ্ক্রেয় হয়ে পড়েন। তবে সাম্প্রতি সময়ে ওই বিনিয়োগকারী আবার সক্রিয় হয়েছেন বলে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে তার অনুসারীদের বাজারে সক্রিয় থাকার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বলেন, কয়েক কার্যদিবস ধরে শেয়ারবাজার ঊর্ধ্বমুখী ধারায় রয়েছে। তার মানে এ নয় বাজার সংকট থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে এসেছে। শেয়ারবাজার বরাবরই চ্যালেঞ্জিং। বর্তমান পরিস্থিতিতেও বুঝে শুনে বিনিয়োগ করা উচিত। ভালো শেয়ার বাছাই করে বিনিয়োগ করতে পারলে লাভ হবে। কিন্তু গুজবে শেয়ার কিনলে লোকসানের সম্ভাবনাও আছে। তিনি আরও বলেন, কয়েক বছর ধরেই শেয়ারবাজারে বিমার শেয়ার নিয়ে একটি চক্র বেশ সক্রিয়। তারা বিভিন্ন সময় বিমার শেয়ার দাম বাড়াতে ভূমিকা রেখেছে এবং বিমার শেয়ার থেকে মোটা অঙ্কের মুনাফা করেছে। তবে বিমা কোম্পানির শেয়ার থেকেই সেই চক্র বিনিয়োগ পুরোপুরি তুলে নিতে পারেনি। এ কারণে মাঝে মধ্যেই এই চক্রটি বিমার শেয়ার টেনে ওপরে তোলার চেষ্টা করে। এখন সেই চেষ্টায় হয় তো চলছে। বাজার পর্যালোচনায় দেখা যায়, গতাকল রোববার শেয়ারবাজারে লেনদেন শুরু হয় বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দাম বাড়ার মাধ্যমে। সেই সঙ্গে লেনদেনেও ভালো গতি দেখা যায়। এতে প্রথম আধাঘণ্টাতেই ডিএসইতে প্রায় এক'শ কোটি টাকা লেনদেন হয়ে যায়। সেই সঙ্গে এক'শ এর বেশি প্রতিষ্ঠান দাম বাড়ার তালিকায় নাম লেখায়। মূল্যসূচকেরও বড় উত্থান হয়। লেনদেনের শুরু থেকেই দাম বাড়ার ক্ষেত্রে দাপট দেখাতে থাকা বিমা খাত। যা লেনদেনের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তবে শেষদিকে কিছু বিমা কোম্পানির দাম বাড়ার প্রবণতা কিছুটা কমে। এরপরও দিনের লেনদেন শেষে ৪৫টি বিমা কোম্পানি দাম বাড়ার তালিকায় স্থান করে নেয়। বিপরীতে দাম কমেছে মাত্র একটির। বিমার এমন দাপটের দিনে লেনদেন শেষে ডিএসইতে সব খাত মিলে ১২২ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট দাম বাড়ার তালিকায় নাম লেখাতে পেরেছে। বিপরীতে দাম কমেছে ৩৫টির। আর ১৭৫টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। এতে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স ১২ পয়েন্ট বেড়ে ৬ হাজার ৩১১ পয়েন্টে অবস্থান করছে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে ডিএসই শরিয়াহ্ আগের দিনের তুলনায় ১ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ৩৭৩ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। আর বাছাই করা ভালো ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক আগের দিনের তুলনায় ৫ পয়েন্ট বেড়ে ২ হাজার ১৪৬ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সবকটি মূল্যসূচক বাড়ার পাশাপাশি ডিএসইতে লেনদেনের গতিও বেড়েছে। দিনভর বাজারটিতে লেনদেন হয়েছে ৬১০ কোটি ৬৫ লাখ টাকা। আগের দিন লেনদেন হয় ৪৫৬ কোটি ১৮ লাখ টাকা। সে হিসেবে লেনদেন বেড়েছে ১৫৪ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। এর মাধ্যমে চলতি বছরের ২ আগস্টের পর ডিএসইতে আবারও ছয়'শ কোটি টাকার বেশি লেনদেন হলো। গত কয়েক কার্যদিবসের মতো লেনদেনের শীর্ষ স্থানটি ধরে রেখেছে ফু-ওয়াং ফুডের শেয়ার। কোম্পানিটির ৫৬ কোটি ৪১ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ইস্টার্ণ হাউজিংয়ের ৩০ কোটি ৩২ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। ২৯ কোটি ৬৪ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ক্রিস্টাল ইনস্যুরেন্স। এছাড়া ডিএসইতে লেনদেনের দিক থেকে শীর্ষ দশ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে-খান ব্রদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ, সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ, জেমিনি সি ফুড, রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স, এমারেল্ড অয়েল, নাভানা ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ড্যাফোডিল কম্পিউটার্স।

মানুষের দুর্বল মুহূর্তে সুযোগ

ব্যক্তিরা বলছেন, অ্যাম্বুলেন্স ভাড়ার ২০ শতাংশ কমিশন দিতে হয় হাসপাতালের কর্মচারী অথবা ওয়ার্ডবয়দের। এ ছাড়া অ্যাম্বুলেন্সের সংখ্যা বেশি হয়ে যাওয়ায় ট্রিপ কমে গেছে। এ কারণে খরচ পোষাতে মালিকেরা রোগীদের কাছ থেকে বাড়তি ভাড়া আদায় করেন। এ ক্ষেত্রে অ্যাম্বুলেন্সমালিক ও চালকদের ঐক্য রয়েছে। এরকম অ্যাম্বুলেন্স ও লাশবাহী ফ্রিজিং গাড়ি নিয়ে রাজধানীর সরকারি- বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে চলছে সিন্ডিকেট বানিজ্য। আবার হাসপাতালগুলোতে অ্যাম্বুলেন্স পার্কিং নিয়ে রয়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক সিন্ডিকেট। মোট ভাড়ার ওপর ৫শ থেকে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত কমিশন যায় ওই রাজনৈতিক সিন্ডিকেটের পকেটে। রাজধানীকেন্দ্রিক অ্যাম্বুলেন্সচালকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বেসরকারি একেকটি অ্যাম্বুলেন্স ঢাকার ভেতর রোগী বহন করতে দেড় থেকে চার হাজার টাকা পর্যন্ত ভাড়া আদায় করে। ঢাকার হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে আশপাশের জেলায় যেতে হলে একজন রোগীকে চার হাজার থেকে ছয় হাজার টাকা গুনতে হয়। একটু দূরের জেলার ক্ষেত্রে ভাড়া দিতে হয় দূরত্ব ভেদে ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা। শাহীন নামে এক ভুক্তভুগী জানান, ঢাকা থেকে তার স্বজনের লাশ গ্রামের বাড়ি কুষ্টিয়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এ্যাম্বুলেন্স ঠিক করা হয়। ওই এ্যাম্বুলেন্সের ভাড়া চুক্তি হয় ১৫ হাজার টাকায়। কিন্তু তাদের গ্রামে লাশ পৌছানোর পর এ্যাম্বুলেন্সের চালক নানা সমস্যা দেখিয়ে ভাড়া দাবি করে ২০ হাজার টাকা। লাশ নিয়ে এমন মুহূর্তে তাদের আর ভাড়া নিয়ে দর কষাকষির অবস্থা নেই। তারা পরে নির্ধারিত ভাড়ার সাথে অতিরিক্ত আরও পাঁচ হাজার টাকা দেন চালককে। বেসরকারি এ্যাম্বুলেন্স মালিকরা বলছেন, আমরা এত মানবিক কিভাবে হব এটা আমাদের ব্যবসা। আমরাতো ব্যবসা করি। এগুলা চিন্তা করলেতো আমরা ব্যবসা করতে পারবোনা। এ্যাম্বুলেন্স মালিক সমিতি বলছে, কোন দুরত্বে কত ভাড়া তার তেমন কোন নিয়ম নেই। এ বিষয়ে আমাদের জানা নেই। দেশের বিভিন্ন স্থানে এ্যাম্বুলেন্স যাতায়াতের সময় লাগে অনেক। তাছাড়া সেতু ও ফেরির টোল দিতে হয়। অথচ অ্যাম্বুলেন্সের কাছ থেকে টোল নেওয়ার কোন বিধান নেই। আমাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। রাস্তায় আমাদের হয়রানি করে ট্রাফিক পুলিশ। কোনো রোগীকে হাসপাতালে নামানোর পরপরই রং-পার্কিংয়ের মামলা নিয়ে হাজির হয়ে যায়। হাসপাতালগুলো পার্কিংয়ের জায়গা দেয় না। তাহলে আমরা রোগী নামাবো কোথায়?' বাংলাদেশ অ্যাম্বুলেন্স মালিক কল্যাণ সমিতির সভাপতি মো. গোলাম মোস্তফা বলেন, আমরা অনেক আগে থেকেই এসব বিষয়ে একটি নিতীমালা চেয়ে আসছি। একটি নিতীমালা থাকলে হয়তো ভাড়া নির্ধারণ করা সম্ভব হতো আর সেবার মানও আরও উন্নত হতো। তিনি আরও বলেন, আমরা চাই রোগীরেদ এই সময় তাদের সাথে আরও মানবিক হতে। আমাদের সেবার মান আরও উন্নত করতে। এ ক্ষেত্রে একটা ভাড়া নির্ধারণ করে দিলে আর কেউ হয়রানির শিকার হবে না। বিআরটিএ ও স্বাস্থ্য বিভাগ যদি আমাদের গাড়ির কাগজে 'ভাড়ায় চালানো যাবে না লিখে না দেয়- তাহলে পুলিশের হয়রানিও বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে সমস্যা অনেকটাই কমে আসবে।

এক সাঁকোতে ২০ হাজার

নদীর ওপর একটি ব্রিজ নির্মাণের দাবি জানান। বোতলাগাড়ী ইউনিয়নের বসুনিয়াপাড়ার বাসিন্দা বাদশা মিয়া বলেন, জেলা ও উপজেলা শহরে যাওয়ার একমাত্র ভরসা খরখড়িয়া নদীর ওপরে বাঁশের সাঁকোটি। এলাকাবাসী নিজস্ব খরচে প্রত্যেক বছরে বর্ষার সময় কাঠ ও বাঁশ দিয়ে সাঁকোটি তৈরি করি। এতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করেন হাজার হাজার মানুষ। অনেক সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনাও ঘটেছে। তিনি বলেন, বর্ষার মৌসুমে নদীর স্রোতে সাঁকোটি ভেঙে গেলে তখন আমরা কলার গাছের ভেলা তৈরি করে পারাপার হই। বিশেষ করে স্কুলগামী শিশুরা কঠিন বিড়ম্বনায় পড়ে যায়। বর্ষার তিন মাসে স্কুলে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। উপজেলার প্রামানিক পাড়ার বাসিন্দা আশরাফ আলী জানান, ৫০ ফুট দীর্ঘ সাঁকোর ওপর দিয়ে শিশুরা প্রতিদিন স্কুলে যায়। এলাকাবাসীর প্রাণের দাবি খরখড়িয়া নদীতে একটি ব্রিজ নির্মাণ করে শিক্ষক, স্কুল ও কলেজগামী ছেলে মেয়েদের লেখাপড়াসহ কৃষকের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে সুবিধা করে দেওয়া জন্য। এতে কৃষি ও কৃষি পণ্যের মানোন্নয়ন হবে, কৃষকরা তাদের পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবে। উপজেলার বালাপাড়ার বাসিন্দা আজমল হক বলেন, প্রতিদিন বাঁশের সাঁকো দিয়ে শত শত শিক্ষার্থীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করে। কিছু দিন আগে এই সাঁকো দিয়ে পার হতে গিয়ে এক ভ্যান চালক ও এক স্কুলছাত্র নদীতে পড়ে গিয়েছিল। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। বিভিন্ন নেতা ও জনপ্রতিনিধিরা ব্রিজ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিলেও কোনও ফলাফল পাইনি। ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো. মনিরুজ্জামান বলেন, ব্রিজের জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরে যোগাযোগ করা হয়েছে। শুনেছি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তারা আশ্বাস দিয়েছেন, ব্রিজ নির্মাণে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নীলফামারী এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মো. ফিরোজ হাসান বলেন, বোতলাগাড়ী ইউনিয়ন একটি জনবহুল এলাকা। আমরা অনেক আগেই ব্রিজের প্রস্তাবনা পাঠিয়েছি। আশা করি, বর্ষা শেষে দ্রুত ব্রিজ তৈরি করে মানুষের যাতায়াতের দুর্ভোগ নিরসন করা হবে।

নৌবাহিনী প্রধানের এডমিরাল

গোলাম মো. হাশিবুল আলম উপস্থিত ছিলেন। গত ২৪ জুলাই ভাইস অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান ১৭তম নৌবাহিনী প্রধান হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কমান্ড গ্রহণ করেন। সূত্র: বাসস।

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নিয়ে

হচ্ছে। এক কোটি ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হয়েছে। আরও ৫০ লাখ মানুষকে খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে ২০ টাকা দামে। এভাবে এবং বিনামূল্যেও চাল দেওয়া হচ্ছে।' মন্ত্রী আরও বলেন, 'কিছু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আছেন বাংলাদেশেও তারা একটা অজুহাত পেলেই দাম বাড়ানোর চেষ্টা করেন। এদের বিরুদ্ধে আসলে আমাদের একটা সামাজিক প্রতিরোধ দরকার।' এখন ওয়ান-ইলেভেনের কুশীলবরা আবার সক্রিয় হয়েছে মন্তব্য করে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, 'যারা ষড়যন্ত্র করে তারা বসে থাকতে পারে না। এখন ওয়ান-ইলেভেনের কুশীলবরা আবার সক্রিয় হয়েছে। সুতরাং তারা আবার ষড়যন্ত্র করে কিছু করতে পারে কি না চেষ্টা করছে। তারা তো বারবার ব্যর্থ হয়েছে, এখনও ব্যর্থ হবে। আপনাদের সরকারের নীতি হচ্ছে সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়। সংসদ নির্বাচন নিয়ে এখন যে অবস্থা তাতে এই বন্ধুত্বের সম্পর্ক ধরে রাখা সম্ভব কি? সাংবাদিকদের এমন এক প্রশ্নের উত্তরে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'নির্বাচনের সঙ্গে পররাষ্ট্রনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। নির্বাচন হয় দেশে, ভোট দেয় দেশের জনগণ। এর সঙ্গে পররাষ্ট্রনীতি বা কার কোন দেশের সঙ্গে কী সম্পর্ক আছে বা সম্পর্ক নেই সেটার কোনো প্রভাব থাকা উচিত না, প্রভাব থাকে না।' 'তবে সব দেশের সঙ্গেই আমাদের ভালো সম্পর্ক এবং সব দেশের সঙ্গেই ভালো সম্পর্ক রেখে দেশের অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে। দেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সব দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে', বলেন তথ্যমন্ত্রী। আর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'যারা ষড়যন্ত্র করে, তারা ষড়যন্ত্র না করে থাকতে পারে না। ষড়যন্ত্র সব সময় থাকবে। এ ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করেই তো আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। সাড়ে চোদ্দ বছরে ষড়যন্ত্র কি কম হয়েছে? বিডিআর বিদ্রোহ থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত ষড়যন্ত্র বন্ধ হয়নি।' 'সব ষড়যন্ত্রকে পদদলিত করে, ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে দেশ এগিয়ে গেছে। শেখ হাসিনা পরপর তিনবার দেশ পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে। ভবিষ্যতে ষড়যন্ত্র থাকবে, সেগুলো ছিন্ন করে আমরা এগিয়ে যাবো।' তথ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'ফেসবুকে আমি দেখলাম যে ড. ইউনূস তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হচ্ছেন, আবার ফেসবুকে এটাও দেখেছি বিএনপি হিরো আলমকে পছন্দ করেছে। আসলে এগুলো ফেসবুকের প্রচার, অপপ্রচার যাই বলেন এগুলো নিয়ে আমি মন্তব্য করতে চাই না।' তিনি বলেন, 'কেউ নোবেল পুরস্কার পেলে কিংবা রাষ্ট্রপ্রধান হলে বা প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি তো আইনের ঊর্ধ্বে নন। এ দেশে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বিচার হয়েছে এবং সাজা ভোগ করছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নোবেল বিজয়ীদের বিচার হয়েছে এবং তারা জেলও খেটেছেন। এমন উদাহরণ আছে। আমাদের বিচার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র।' তিনি আরও বলেন, 'ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা রেখে বলছি সত্যটা হচ্ছে এই, শ্রমিকদের ৫ শতাংশ হারে লভ্যাংশ দেওয়ার কথা ছিল, যেটির মূল্য হচ্ছে এক হাজার ২০০ কোটি টাকা। সেটি তিনি জালিয়াতির মাধ্যমে এবং ঘুষ প্রদান করে ৪০০ কোটি টাকায় নামিয়েছিলেন। সেটিও তিনি দেননি। সেজন্য বিচার হচ্ছে। আরও অনেক মামলা আছে।' 'কেউ তো আইনের বা বিচারের ঊর্ধ্বে নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিচার হচ্ছে। আমাদের দেশের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে বিবৃতি দেওয়া এটি তো আমাদের দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের ওপর হস্তক্ষেপের শামিল। সে জন্য বাংলাদেশের সচেতন নাগরিক সমাজ এবং সাংবাদিকরা এর বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছেন', যোগ করেন তথ্যমন্ত্রী। সংবাদমাধ্যমে দেখলাম সিঙ্গাপুরে মির্জা আব্বাস ও মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বিজেপি নেতা ও ভারতীয় মন্ত্রী বৈঠক হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, 'কোন টাবলয়েড পত্রিকায় এসব লিখেছে, তা আমি জানি না। তবে আপনি ওই পত্রিকাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। কোনো পত্রিকায় একটা নিউজ এলে তার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।' বৈঠক করতে ভারতীয় মন্ত্রীদের ওখানে যেতে হবে (কেন), যে পত্রিকা তা লিখেছে, তাদের জিজ্ঞাসা করুন।' সিঙ্গাপুরে বিএনপি মহাসচিব ও জাতীয় পার্টির মহাসচিবের মধ্যে বৈঠক হয়েছে বলে চাউর হচ্ছে। তবে বিমানবন্দরে নেমে বিএনপি মহাসচিব বলেছেন, সরকার প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে। এই প্রোপাগান্ডার সঙ্গে সরকার জড়িত কি না, জানতে চাইলে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটা সামাজিকমাধ্যমে আমি দেখেছি। বিদেশে বসেও দেখেছি। কিন্তু মির্জা ফখরুল বলেছেন এটা অসত্য। তার বক্তব্যকেই আমরা সত্য ধরে নিচ্ছি।' নির্বাচন কমিশন থেকে বলা হচ্ছে- আগামী বছরের জানুয়ারিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে। সে পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব বলেছেন যে যেদিন তফসিল ঘোষণা করা হবে। সেদিন থেকে সরকারের অভিযাত্রা শুরু [?] হবে। এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের এই যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'সংবিধান অনুসারে আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন স্বাধীন। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার এখতিয়ার তাদের। সে অনুসারে নির্বাচনের প্রস্তুতি আমাদের চলছে।' তিনি বলেন, 'বিএনপির উদ্দেশ্য হচ্ছে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা ধ্বংসাত্মক করা। এটিই তাদের উদ্দেশ্য। ২০১৪ সালেও তারা এমনটা করেছে। ২০১৮ সালে নির্বাচনে গিয়েও তারা নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। সেই ধরনের চেষ্টা তাদের পক্ষে করা আর সম্ভবপর না। যদি এমন অপচেষ্টা চালায়, তাহলে জনগণ প্রতিহত করবে। নির্বাচন বর্জন কিংবা অংশগ্রহণ করার এখতিয়ার যে কোনো রাজনৈতিক দলের আছে। আমি মনে করি, বিএনপি দায়িত্বশীল দল হলে অবশ্যই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। কারণ গণতন্ত্রকে সংহত করা কেবল সরকারি দলেরই দায়িত্ব না, সব রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব।'

যমুনার পানি বিপৎসীমার ২২

১৩ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। জেলা উপ-সহকারি কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা শাহিনূর রহমান জানান, যমুনার পানি বৃদ্ধির সঙ্গে সদর ও কাজিপুরে ৪৪৫ হেক্টর জমির ধান, মরিচ, আখ রোপা আমন বীজতলা ও সবজি জাতীয় ফসল পানিতে তলিয়ে গেছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড বড় ধরনের বন্যার আশঙ্কা না করলেও নদীতে পানি বৃদ্ধির ফলে নদী তীরবর্তী পাঁচ উপজেলার নিচু এলাকায় জলাবদ্ধতা সঙ্গে তীব্র নদী ভাঙন দেখা দিয়েছে। পানিবন্দী অনেক পরিবার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ওপর ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুর রহমান জানান, কাজিপুরে বন্যার কারণে ইতোমধ্যেই দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা মো.আক্তারুজ্জামান বলেন, এখনো উপজেলা ভিত্তিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা প্রদানের চাহিদা পাওয়া যায়নি। চাহিদা পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি জানান, ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা জন্য ৭৪০ টন জিআর চাল, ১৭ লাখ নগদ টাকা, ২ হাজার প্যাকেট শুকনো খাবার, গো-খাদ্যের জন্য পাঁচ লাখ ও শিশু খাদ্যের জন্য দুই লাখ টাকা মজুদ রয়েছে। স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মাহবুবুর রহমান জানান, যমুনা নদীর তীরবর্তী কাজিপুর, বেলকুচি, শাহজাদপুর, চৌহালী ও সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার নিম্নাঞ্চল বন্যা কবলিত হয়ে পড়েছে। এসব এলাকার নিম্নাঞ্চলের অনেক গ্রাম এখন পানিতে ভাসছে। তবে কোনো বড় ধরনের বন্যার আশঙ্কা নেই।

দুই মন্ত্রীর সংসদীয় আসনের

উপজেলা। এদিকে পিরোজপুর-২ আসনে থাকছে কাউখালী, ভান্ডারিয়া ও নেছারাবাদ উপজেলা। ইন্দুরকানী উপজেলাকে বাদ দিয়ে সেখানে নেছারাবাদকে যুক্ত করায় নাখোশ এ আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় পার্টির (জেপি) চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। পরে গত ৩০ জুলাই মৎস্য ও প্রাণীসম্পদমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমের নির্বাচনী আসন পিরোজপুর-১ ও সাবেক মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর পিরোজপুর-২ এর সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রজ্ঞাপন কেন অবৈধ হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন হাইকোর্ট। বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি মুহাম্মদ মাহবুব উল ইসলামের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রুল জারি করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ সংশ্লিষ্টদের দুই সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়।

ট্রাকের ধাক্কায় আহত শিক্ষার্থী

প্রচণ্ড আঘাত পান। এরপর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে থাকা অবস্থায় গতকাল রোববার মারা যান।

বাংলাদেশে নেপালের বিদ্যুৎ

ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ চার্জ নিচ্ছেন ট্রান্সমিশন চার্জ হবে তার সমপরিমাণ। আর এই চার্জ আরোপ করা হবে ভারতের উন্মুক্ত নিয়ম অনুযায়ী। সরকারের নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য ভারতীয় কোম্পানিগুলোকে পরিষেবা ফি পরিশোধ করতে হতে পারে বাংলাদেশি সংস্থাগুলোকে। ভারতের আন্তঃসীমান্ত বিদ্যুৎ বাণিজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা এনটিপিসি বিদ্যুৎ ব্যাপার নিগম লিমিটেড (এনভিভিএন) এই ফি আদায়ের দায়িত্ব পাবে বলে তারা জানিয়েছেন। এর আগে কাঠমান্ডু পোস্টকে কুল মান ঘিসিং বলেছিলেন, নেপালের বিদ্যুৎ রপ্তানির প্রাথমিক এই প্রচেষ্টায় শুল্কের ক্ষেত্রে নমনীয় হবে এনইএ। তিনি বলেন, আমরা সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গির নিদর্শন হিসেবে একটি ভালো শুল্ক নির্ধারণের পরিকল্পনা করছি। কারণ এই বিষয়ে সরকার থেকে সরকার পর্যায়ে চুক্তি হবে। বাংলাদেশের বর্তমান বিদ্যুতের দামকে রেফারেন্স হিসেবে ধরে এই শুল্ক নির্ধারণ করা হতে পারে। এনইএর বিদ্যুৎ বাণিজ্যবিষয়ক পরিচালক প্রবাল অধিকারী বলেছেন, ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বাণিজ্যের বিষয়ে বাংলাদেশের সাথে ঐকমত্যের ভিত্তিতে ৫ বছর মেয়াদের একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। এনইএর কর্মকর্তাদের মতে, বাংলাদেশকে ২৫ বছর মেয়াদের চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছিল নেপাল। সম্প্রতি কাঠমান্ডু পোস্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রবাল অধিকারী বলেছেন, মেয়াদ বাড়ানো সাপেক্ষে বাংলাদেশের সাথে পাঁচ বছর মেয়াদে একটি চুক্তি হয়েছে। বর্তমানে কেবল ভারতে বিদ্যুৎ রপ্তানি করে নেপাল। এনইএ কর্মকর্তাদের মতে, শুল্কসহ চুক্তির অন্যান্য বিষয় সম্পন্ন হয়ে গেলে নেপাল, ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। নেপাল ও বাংলাদেশ গত মে মাসের মাঝামাঝিতে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত জ্বালানি সচিব-পর্যায়ের যৌথ স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকে এনইএ, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং ভারতের এনভিভিএনের মাঝে এই চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে একমত হয়েছে। ত্রিশুলি প্রকল্প থেকে ২৪ মেগাওয়াট ও অপর একটি প্ল্যান্ট থেকে সম্মিলিতভাবে ৪০ থেকে ৪১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বাংলাদেশে বিক্রি করার পরিকল্পনা করছে নেপাল।

ঝিনাইদহে পৃথক জায়গা থেকে

অপরদিকে ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কের কালীগঞ্জ উপজেলার বারবাজার এলাকার একটি তেলপাম্পের পাশের মাঠের মধ্যে বৈদ্যুতিক পিলারের সঙ্গে গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় গোকুল চন্দ্র নামে এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ দেখে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

কার্টন খোলার পর মিললো

করেন। পরে পুলিশ তাকে সিএনজি ও কার্টনসহ থানায় আসতে বলে। থানায় গেলে পুলিশ সদস্যরা কার্টন খুলে নবজাতকের মরদেহ দেখতে পান। সুধারাম মডেল থানার ওসি আনোয়ারুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, মরদেহের সুরতহাল করে ময়নাতদন্তের জন্য ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

যশোরে ভৈরব নদ থেকে হকারের

যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জুয়েল ইমরান জানান, স্থানীয়দের কাছে লাশ ভাসার খবর জানতে পেরে তারা ঘটনাস্থলে যান। এরপর শুকুর আলী নামে ওই যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়। কি কারণে তার মৃত্যু হয়েছে তা জানার জন্য লাশ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

রাজধানীতে ৩৪ জনকে গ্রেপ্তার

হয়। এ সময় তাদের হেফাজত থেকে ৯৪০ পিস ইয়াবা, ১ কেজি ৭০০ গ্রাম গাঁজা, ৪ গ্রাম ২০০ পুরিয়া হেরোইন, ২৭ বোতল ফেনসিডিল ও ২৩ বোতল বিদেশি মদ উদ্ধার করে জব্দ করা হয়।

৪ ঘণ্টা পর ঢাকার সঙ্গে সারাদেশের

রেলের মহাপরিচালক ও সচিবের সঙ্গেও কথা বলেছেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। এখন তাঁরা সমস্যার সমাধানে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ চান। রেলওয়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তা বলেন, সকালে রংপুর এক্সপ্রেস ও টাঙ্গাইল কমিউটার নামের দুটি ট্রেন মালিবাগে গিয়ে আটকে পড়ে। এরপর থেকে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন শুরু হয়। শ্রমিকেরা বিভিন্ন সময় বলেছেন, বিজ্ঞাপন দিয়ে সারা দেশে প্রায় সাড়ে সাত হাজার অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হয়। তাঁরা ইতোমধ্যে ১২ থেকে ১৪ বছর ধরে রেলে চাকরি করছেন। চুক্তি ছিল তিন থেকে চার বছরের মধ্যে তাঁদের স্থায়ী করা হবে। কিন্তু আজও রেল কর্তৃপক্ষ তাঁদের স্থায়ী করেনি; বরং তাঁদের বাদ দিয়ে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান দিয়ে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নতুন করে কর্মচারী নিয়োগের ঘোষণায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন তাঁরা।

নওগাঁয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্যালাইন

পারছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক রোগী ও স্বজনের অভিযোগ, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হওয়ার পর প্রয়োজনীয় বেশির ভাগ ওষুধই হাসপাতালের চিকিৎসকদের দেওয়া স্লিপের মাধ্যমে বাইরের ফার্মেসিগুলো থেকে টাকা দিয়ে কিনে আনতে হচ্ছে। প্রয়োজনীয় ওষুধ না পেয়ে প্রান্তিক শ্রেণির রোগীরা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে বিনা চিকিৎসায় বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। যাদের সামর্থ্য আছে তারা বাইরের দোকান থেকে ওষুধ কিনে নিচ্ছেন। যাদের সামর্থ্য নেই তাদের বিনা চিকিৎসায় বাড়ি ফিরে যেতে হচ্ছে। এদিকে স্যালাইনের অভাবে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগীরা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন। স্যালাইনসহ প্রয়োজনীয় ওষুধগুলো বাইরের ফার্মেসিগুলোতেও পাওয়া যাচ্ছে না। আবার পাওয়া গেলেও দাম বেশি নিচ্ছেন তারা। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মাহবুব-উল আলম বলেন, প্রয়োজনীয় ওষুধ ও স্যালাইনের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সবসময় প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী ওষুধ ও স্যালাইন সরকারি ওষুধ সাপ্লাই কোম্পানি (ইডিসিএল) থেকে পাওয়া যায় না। তবুও সবসময় চেষ্টা থাকে জনগণের কষ্ট লাঘব করা, যাতে তারা আরও সেবা পায়। চাহিদানুযায়ী সবসময় প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় না।

ডেঙ্গু পরীক্ষায় ৯০০ টাকা বেশি নিয়ে জরিমানা দিতে হলো ৪০ হাজার

স্টাফ রিপোর্টার : ডেঙ্গু পরীক্ষায় ৩০০ টাকার ফি ১২০০ টাকা নেওয়ায় চাঁদপুর পৌরশহরের পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। গতাকল রোববার দুপুরে চাঁদপুর ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নূর হোসেন রুবেল এ অভিযান চালান। এ সময় আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এ বিষয়ে নূর হোসেন বলেন, ডেঙ্গু টেস্ট এনএস ওয়ান, আইজিজি ও আইজিএম পরীক্ষার সরকারি ফি ৩০০ টাকা। সিবিসি পরীক্ষার ফি ৪০০ টাকা কিন্তু নিউ পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের লোকজন রোগীদের কাছ থেকে টেস্টের জন্য ৭০০ থেকে ১২০০ টাকা করে নিচ্ছেন। এজন্য ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। তিনি আরও বলেন, পৌরশহরের ছায়াবাণী এলাকায় বিভিন্ন ফার্মেসি ও প্রতিষ্ঠানেও অভিযান পরিচালনা করা হয়। আমাদের এ অভিযান চলমান থাকবে।

রান্নাঘরে সাপের কামড়ে নারীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে সাপের কামড়ে ফাতেমা ওরফে পান্না (৩১) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার দিবাগত রাতে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। পান্না উপজেলার গফরগাঁও ইউনিয়নের বনগ্রামের মৃত জিল্লুর রহমান মেয়ে। গফরগাঁও ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শামসুল আলম খোকন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। নিহতের ভাই বলেন ফাহাদ জানান, গত শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে রান্না ঘরে কাজ করার সময় তাকে বিষাক্ত সাপে কামড় দেয়। পরে তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পান্নাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু যায়।

সড়কের পাশের খালে পড়ে প্রাইভেটকারের ২ যাত্রী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : বগুড়ার শেরপুরে প্রাইভেটকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের খালে পড়ে দুজন নিহত হয়েছেন। এ সময় আরও দুজন আহত হয়েছেন। গতাকল রোববার দুপুর ১টার দিকে উপজেলার খানপুর ইউনিয়নের আঞ্চলিক সড়কের ছাতিয়ানি গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- বগুড়া পৌরসভার নিশিন্দারা মণ্ডলপাড়া এলাকার হিরু মিয়ার ছেলে জাকারিয়া হোসেন জাকির (২৭) ও নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার জোনাইল ইউনিয়নের সংগ্রামপুর গ্রামের লিয়াকত আলী ফকিরের মেয়ে রাণী খাতুন (১৯)। শেরপুর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স কর্মকর্তা নাদের হোসেন জানান, চারযাত্রী নিয়ে প্রাইভেটকারটি শেরপুর শহরের দিকে যাচ্ছিল। পথে আঞ্চলিক সড়কটির ছাতিয়ানি এলাকায় পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। একপর্যায়ে কারটি সড়ক থেকে পাশের খালে পড়ে যায়। এ সময় ঘটনাস্থলে দুজন নিহত। সেই সঙ্গে চালকসহ আরও এক যাত্রী আহত হন। শেরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাবু কুমার সাহা জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বরিশালে ডেঙ্গুতে মারা গেলেন আরও ৪ জন, হাসপাতালে ভর্তি ৩৪৬

স্টাফ রিপোর্টার : বরিশাল বিভাগে গত তিন দিনে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এসময়ে ৩৪৬ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন গৌরনদী উপজেলার কালনার আবদুস সাত্তার (৮৫), মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার ব্রজেশ্বর মণ্ডল (৬৫), ঝালকাঠির কাঁঠালিয়া উপজেলার হেলাল (২৫) ও পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলার আবদুল আজিজ (৬০)। এ নিয়ে চলতি বছরে বরিশাল বিভাগে ডেঙ্গুতে মোট ৪৫ জন মারা গেলেন। গতাকল রোববার বিকেল সাড়ে ৩টায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বরিশাল বিভাগীয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ডা. শ্যামল কৃষ্ণ মণ্ডল জানান, মৃত চারজনের দুজন গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। এ ছাড়া একজন শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ও একজন পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মার গেছেন। স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ১-৩ সেপ্টেম্বর বিকেল পর্যন্ত বিভাগের ছয় জেলার বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছেন ৩৪৬ রোগী। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বরিশালে ১১৪ জন, পটুয়াখালীতে ৬২ জন, পিরোজপুরে ৪৬ জন, ভোলায় ৩২ জন, বরগুনা ৭৫ জন ও ঝালকাঠিতে সাতজন রয়েছেন। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ১৪ হাজার ৬০১ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৩ হাজার ৬৩৭ জন। এখনো বিভাগের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৯১৯ জন। ডা. শ্যামল কৃষ্ণ মণ্ডল জানান, বিভাগে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৪৫ জন। এর মধ্যে বরিশালে ৩০ জন, ভোলায় সাতজন, বরগুনায় চারজন, পিরোজপুরে তিনজন ও পটুয়াখালীত একজন রয়েছেন। তিনি বলেন, ডেঙ্গু রোধে সচেতনতাই জরুরি। মানুষ সচেতন না হলে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা কমানো যাবে না। বিভাগের সব সরকারি হাসপাতালগুলোতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে ডেঙ্গু রোগীদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে।

আজ ইন্দোনেশিয়া-সিঙ্গাপুর সফরে যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি

স্টাফ রিপোর্টার : রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ৫-৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য ৪৩তম 'আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলন' এবং ১৮তম 'পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে' যোগ দিতে আজ সোমবার সকালে জাকার্তার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করবেন। পরে তিনি স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা থেকে ৮ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুর যাবেন। প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদীন জানান, রাষ্ট্রপতি ও তার স্ত্রী অধ্যাপক ড. রেবেকা সুলতানা এবং অন্যান্য সফরসঙ্গীদের নিয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি নিয়মিত ফ্লাইটে আজ সোমবার সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (এইচএসআইএ) ত্যাগ করার কথা রয়েছে। অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিসঅর্ডার বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপারসন সায়মা ওয়াজেদ এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেনও এ সফরে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে থাকবেন। বঙ্গভবনের মুখপাত্র বলেন, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং ২০২৩ সালের আসিয়ান চেয়ার জোকো উইডোডোর (যিনি জোকোই নামে পরিচিত) আমন্ত্রণে রাষ্ট্রপতি জাকার্তা কনভেনশন সেন্টারে (জেসিসি) ৫-৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠেয় ৪৩তম আসিয়ান (দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলির সংস্থা) শীর্ষ সম্মেলনে এবং ১৮তম পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন। 'প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দু প্রেক্ষিত-আসিয়ান' থিমকে সামনে রেখে জাকার্তায় ৪৩তম আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলন তিন দিনব্যাপী ব্যস্ত কর্মসূচির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মো. সাহাবুদ্দিন জাকার্তার হোটেল লে মেরিডিয়ানে প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুটে অবস্থান করবেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনের পাশাপাশি ৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য ১৮তম 'পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে'ও যোগ দেবেন। রাষ্ট্রপতি সেখানে 'গেস্ট অব চেয়ার' হিসেবে আইওআরএ'র দৃষ্টিকোণ থেকে 'প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দুকে সমর্থন করার জন্য আঞ্চলিক স্থাপত্যকে শক্তিশালী করা'র বিষয়ে সমাপনী ভাষণ দেবেন। এছাড়া রাষ্ট্রপতি ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোডো এবং থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া এবং তিমুর-লেস্টের আরও কয়েকজন রাষ্ট্রীয় নেতার সঙ্গে পৃথক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। ৬ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি হুতান কোটা গেলোরা বুং কার্নোতে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকোই কর্তৃক আয়োজিত 'গালা নৈশভোজে' যোগ দেবেন। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইডোডো ৪৩তম আসিয়ান সম্মেলনের সময় ১২টি সভায় সভাপতিত্ব করবেন। আসিয়ান হচ্ছে-দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১১টি দেশের একটি আন্তঃসরকারি সংস্থা, যার মধ্যে ব্রুনাই দারুসসালাম, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাও পিডিআর, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম এবং তিমুর লেস্টে বা পূর্ব তিমুর দেশসমূহ রয়েছে। আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলন দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নিরাপত্তা এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত সদস্যদেও একটি দ্বিবার্ষিক সভা। এছাড়াও, এটি একটি বিশিষ্ট আঞ্চলিক (এশিয়া) এবং আন্তর্জাতিক (বিশ্বব্যাপী) সম্মেলন হিসেবে কাজ করে, যাতে বিশ্ব নেতারা বিভিন্ন সমস্যা এবং বৈশ্বিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে, সহযোগিতা জোরদার করতে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এ সম্পর্কিত শীর্ষ সম্মেলন এবং বৈঠকে যোগদান করেন। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট এ শীর্ষ সম্মেলনের সময়টাতে সম্মেলন বা সম্মেলন নয়, এমন প্রায় ১২টি বৈঠকে নেতৃত্ব দেবেন। আসিয়ান সচিবালয়ের তথ্য অনুযায়ী, পরে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ১৮তম পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনের (ইএএস) সভাপতিত্ব করবেন, যা ১০টি আসিয়ান দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ফেডারেশন, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ভারতসহ ১৮ সদস্য নিয়ে গঠিত। ওয়েবসাইটে দেওয়া সংবাদ বিজ্ঞিপ্তিতে বলা হয়, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ ফোরামের নেতৃবৃন্দ, কানাডার প্রধানমন্ত্রী, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) নির্বাহী পরিচালক এবং বিশ্বব্যাংকও জাকার্তায় ৪৩তম আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন। জাকার্তায় ৪৩তম আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনে অংশীদারদের সঙ্গে আসিয়ান সহযোগিতা উন্নয়ন এবং শক্তিশালীকরণ নিয়েও আলোচনা হবে। ৪৩তম আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনে দক্ষিণ চীন সাগর, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া পারমাণবিক অস্ত্র মুক্ত অঞ্চল (এসইএএনডব্লিউএফজেড), আসিয়ান মেরিটাইম আউটলুক, ইন্দো প্যাসিফিকের আসিয়ান আউটলুক (এওআইপি) সম্পর্কিত আচরণবিধি এবং মিয়ানমারের বিষয়সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। উপরন্তু, এটা আশা করা হচ্ছে যে জাকার্তায় ৪৩ তম আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিও প্রণয়ন করবে, যেমন-আসিয়ান অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা, সুনীল অর্থনীতি এবং সবুজ অর্থনীতি, সেই সঙ্গে ডিজিটাল অর্থনীতি এবং পেমেন্ট ইকোসিস্টেম সম্পর্কিত চুক্তির বিষয় রয়েছে। এর আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন বলেন, রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সফরে বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে জ্বালানি ও স্বাস্থ্য সহযোগিতা নিয়ে বিভিন্ন খাতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা ছাড়াও দুটি সমঝোতা স্মারক সই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে ৪৩তম আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলন এবং ১৮তম পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলন শেষে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন এবং তার স্ত্রী অধ্যাপক রেবেকা সুলতানা স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে জাকার্তা ত্যাগ করবেন। সূচি অনুযায়ী, ১৬ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি বিমানে সিঙ্গাপুর থেকে দেশে ফিরবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে পাকিস্তানের হাইকমিশনারের বিদায়ী সাক্ষাৎ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার গতাকল রোববার বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেছেন। রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদীন বলেন, সাক্ষাতের সময় হাইকমিশনার ইমরান আহমেদ সিদ্দিকী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনের কাছে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের একটি শুভেচ্ছাপত্র হস্তান্তর করেন। পাকিস্তানের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে তার মেয়াদকালে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য রাষ্ট্রপতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন বাংলাদেশে সফলভাবে দায়িত্ব সম্পন্নের জন্য পাকিস্তানের হাইকমিশনারকে ধন্যবাদ জানান। এ সময় রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এসএম সালাহ উদ্দিন ইসলাম ও সচিব (সংযুক্তি) মো. ওয়াহিদুল ইসলাম খান উপস্থিত ছিলেন।

উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সবার দায়িত্ব : ডেপুটি স্পিকার

স্টাফ রিপোর্টার : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়নের দর্শন তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাস্তবায়ন করছেন। এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আমাদের সবার দায়িত্ব বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার মো. শামসুল হক টুকু। তিনি বলেন, 'সব সংগঠনকে শেখ হাসিনার সিদ্ধান্তের ওপর আস্থা রেখে আগামী নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের পক্ষে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশ আজ সারা পৃথিবীর বিস্ময়ে পরিণত হয়েছে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার কারণে। মাঝি হিসেবে শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনা পাওয়ার ফলে।' গতাকল রোববার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির ভিআইপি হলে আয়োজিত আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তিনি। 'দেশের চলমান উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে আমাদের করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান-প্রজন্ম ঐক্যমঞ্চ। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডেপুটি স্পিকার বলেন, 'প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পৌঁছে দিতে হবে। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান-প্রজন্ম ঐক্যমঞ্চ একটি যুগোপযোগী সামাজিক সংগঠন। যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেছে তারা বাঙালি জাতির সূর্য সন্তান। একদিন তারা হয়তো কেউ বেঁচে থাকবেন না, কিন্তু প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মশাল বয়ে বেড়াবে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা।' তিনি বলেন, 'বঙ্গবন্ধু দীর্ঘ ২৩ বছর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিসত্তাকে আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি সব মানুষকে প্রশিক্ষিত করেছিলেন স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে। সেই ধারাবাহিকতায় দেশের সব নাগরিককে স্মার্ট নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।' অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাবেক ছাত্রনেতা, আইনজীবী ও আওয়ামী লীগ নেতা ব্যারিস্টার জাকির আহম্মদ। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জয়ন্ত আচার্যের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানিসম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম এমপি। এছাড়াও সংসদ সদস্য, আওয়ামী লীগের অন্যান্য জাতীয় ও কেন্দ্রীয় নেতাসহ গণ্যমান্য ব্যক্তি ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচনে জিতলে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করবে বিএনপি : ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে বিএনপি রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করবে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, 'সরকারের জনগণের শক্তি না থাকায় শক্ত হয়ে রোহিঙ্গা বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে কোনো কথা বলতে পারে না। তাই এই সরকারকে হটানো না গেলে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।' গতকাল রোববার হোটেল লেকশোরে বিএনপি আয়োজিত 'রোহিঙ্গা সংকট ও প্রত্যাবাসন কৌশল' শীর্ষক সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। মির্জা ফখরুল বলেন, 'দেশে ন্যূনতম গণতন্ত্র বলে কিছু নেই। আইন, বিচার, আদালত সবই আছে, তবে তা শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক দলের জন্য।' তিনি বলেন, 'বর্তমান সরকার পুরো দেশটাকে এক ধরনের আতঙ্কের মধ্যে রেখেছে। রোহিঙ্গা শুধুমাত্র আমাদের দেশের জন্য নয়, আন্তর্জাতিকভাবেও হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।' ইউএস, ইউএনডিপি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইউএস এইড, ইউকে এইড, জাইকা, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জার্মান, ইরান, সুইডেন, নেদারল্যান্ডসসহ ১৫টি দেশের প্রতিনিধি সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আব্দুল মঈন খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শহিদুল ইসলাম, নাগরিক ঐক্যের যুগ্ম সম্পাদক ড. জাহিদুর রহমান। সেমিনার সঞ্চালনা করেন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ।

'ইলিশ এখন বড়লোকের মাছ'

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে উপকূলীয় জেলেদের জালে খুব বেশি ধরা না পড়লেও দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এখানকার বাজারে আসছে প্রচুর ইলিশ। তবে দাম চড়া। এজন্য সাধ থাকলেও ইলিশের স্বাদ নিতে পারছেন না নিম্নসহ মধ্যআয়ের মানুষ। সরেজমিনে উপজেলার বড় বাজার বারইয়ারহাট, মিঠাছড়া, বড়দারোগাহাট ও বড়তাকিয়া বাজারে দেখা গেছে, এককেজি বা তার চেয়ে একটু বেশি ওজনের ইলিশের দাম হাঁকানো হচ্ছে ১৫০০ থেকে ১৮০০ টাকা। ৫০০ থেকে ৭০০ গ্রাম ওজনের ইলিশের দাম ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা। ছোট ইলিশ (জাটকার চেয়ে সামান্য বড়) ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা। বারইয়ারহাট বাজারে মাছ কিনতে এসেছেন দিদারুল আলম। তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। দিদারুল ইসলাম বলেন, 'বাজারে প্রচুর ইলিশ দেখছি। তবে দাম অনেক বেশি। ভরা মৌসুমেও যদি এতো বেশি দাম হয়, তাহলে বেশিরভাগ মানুষের পক্ষে ইলিশ কেনা সম্ভব হবে না।' কর্মকর্তা জিয়াউল জিল্লু বলেন, 'বাসায় কিছু আত্মীয় বেড়াতে এসেছিল। মাছের মধ্যে ইলিশ তাদের বেশি পছন্দ। তাই বাজার থেকে ১ কেজি ৩০০ গ্রাম ওজনের দুটি ইলিশ কিনেছি। দাম হয়েছে ৪৪০০ টাকা।' বড়তাকিয়া বাজারে মাছ বিক্রেতা অজয় জলদাশ বলেন, মিরসরাইয়ের উপকূলীয় জেলেরা সাগরে গিয়ে আগের মতো ইলিশ পাচ্ছেন না। আমরা চট্টগ্রাম ফিশারিঘাট, সীতাকুণ্ড, কুমিরাসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে ইলিশ কিনে আনি। আমাদেরও বেশি দামে পাইকারিভাবে কিনতে হচ্ছে। তাই বেশি দামে বিক্রি করছি। মিঠাছরা বাজারে মাছ কাটায় ব্যস্ত অজিত চন্দ্র নাথ। তিনি বলেন, 'বাজারে ইলিশ থাকলেও সবাই কিনতে পারছে না। বড় লোকেরা কিনলেও মধ্যবিত্তদের কিনতে দেখা যাচ্ছে না। আজ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এখনো ইলিশ কাটিনি।' মিরসরাই পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা কামরুল হাসান বলেন, 'ইলিশ এখন বড়লোকের মাছ। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তের মানুষের নাগালের বাইরে। একেতো নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছুর দাম বাড়তি। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ে মিলছে না। পরিবার নিয়ে চলতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।' দক্ষিণ মঘাদিয়ার বাসিন্দা আবু ছালেক বলেন, জেলেরা তেমন মাছ পাচ্ছেন না। অনেক বোট খালি এসেছে। ঘাটে মাছের তুলনায় ক্রেতা বেশি। ইলিশের দাম বেশি হওয়া প্রসঙ্গে মিরসরাই উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা নাসিম আল মাহমুদ বলেন, ইলিশের চাহিদা অন্য মাছের তুলনায় অনেক বেশি থাকে। তাছাড়া নদীতে ও সাগরে মাছ ধরার খরচ অন্য বছরের তুলনায় বেড়ে গেছে। জেলেদের নিত্যপণ্য, বোট, জালানিসহ সবকিছুর দাম বাড়তি। তাই পুষিয়ে নিতে হয়তো বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। তিনি বলেন, 'মৌসুম হলেও সবসময় ইলিশ পর্যাপ্ত ধরা পড়ে না। বেশি বৃষ্টি ও জো (উপযুক্ত সময়) হলে বেশি ধরা পড়ে। তখন দাম কিছুটা স্বাভাবিক থাকে।'

জামালপুরে ৪২ হাজার মানুষ পানিবন্দি

জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরে কমতে শুরু করেছে যমুনা নদীর পানি। গতকাল রোববার বিকেল ৩টার দিকে জেলার দেওয়ানগঞ্জের বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে ২১ সেন্টিমিটার পানি কমে বিপৎসীমার ১৯ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তবে এখনো জেলার ৪২ হাজার মানুষ পানিবন্দি রয়েছে। জামালপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের পানি পরিমাপক আবদুল মান্নান বলেন, গতকাল রাত থেকে ২১ সেন্টিমিটার পানি কমেছে। এখন বিপৎসীমার ১৯ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় পানি আরও কমার সম্ভাবনা রয়েছে। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, জেলায় ১৬টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার আংশিক বন্যাকবলিত হয়েছে। ৪২ হাজার ৪২০ জন পানিবন্দি আছেন। প্রায় ১ হাজার ৮২১ হেক্টর ফসলি জমি পানিতে তলিয়ে গেছে। ২৫টি বিদ্যালয় প্লাবিত হয়েছে। পানিতে তলিয়ে গেছে ২৫ কিলোমিটার রাস্তা। ইসলামপুর উপজেলার চিনাডুলী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মো. আছাদ সরকার বলেন, আজ সকাল থেকে পানি কমতে শুরু করেছে। এখনো লোকজনের বাড়িতে পানি রয়েছে।

বাড়ি থেকে পানি সরে যেতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে। ইসলামপুর উপজেলার পাথশী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. ইফতেখার আলম বলেন, পানি কমতে শুরু করেছে। এখনো আমার ইউনিয়নে প্রায় ১৩ হাজার মানুষ পানিবন্দি রয়েছে। এই ইউনিয়নে ৩০০ লোকের জন্য ১০ কেজি করে চাল এসেছিল। আমারা ৩০০ লোককে ত্রাণ সহায়তা করতে পেরেছি। এদিকে সবচেয়ে দুর্ভোগে পড়েছেন ইসলামপুর ও দেওয়ানগঞ্জের যমুনা নদীর দুর্গম চরাঞ্চলের মানুষ। দুর্গত এলাকায় দেখা দিয়েছে খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির সংকট। তবে বেশ কিছু এলাকায় পৌঁছায়নি সরকারি ত্রাণ সহায়তা?। জামালপুর জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা মো. আলমগীর হোসেন বলেন, যমুনার পানি কমতে শুরু করেছে। ইতোমধ্যে বন্যাকবলিত এলাকায় ৩৯ মেট্রিক টন চাল ও ৫৪৯ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে। বন্যা মোকাবিলায় ১০০ মেট্রিক টন চাল ও ৭ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। শিশু খাদ্য ও গোখাদ্য ক্রয়ের জন্য আরও ৭ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। বরাদ্দ দেওয়া ত্রাণসামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

সম্পাদকীয়

সাইবার নিরাপত্তা আইন
সংশ্লিষ্টদের মতামতকে গুরুত্ব দিন

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানা সমালোচনা ও বিতর্কের পর সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পরিবর্তনের উদ্যোগ নিলেও কার্যত উদ্বেগ কাটেনি। মানবাধিকারকর্মী ও সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠন বলছে, আগের আইনের মতো প্রস্তাবিত সাইবার নিরাপত্তা আইনও ক্ষমতাসীনদের স্বার্থে ব্যবহারের আশঙ্কা আছে। অভিযোগ উঠেছে, লোক দেখাতে এ আইনটিতে শুধু কয়েকটি ধারায় সাজার পরিমাণ কমানো এবং জামিনযোগ্য ধারা বাড়ানো হয়েছে। মৌলিক অধিকার, মতপ্রকাশ ও বাকস্বাধীনতার ক্ষেত্রে আশঙ্কাগুলো এখনো রয়েই গেছে। অর্থাৎ, সাইবার নিরাপত্তা আইনের শুধু মোড়ক পরিবর্তন হয়েছে। ক্ষমতাসীনরা যেভাবে আগের আইনটি তাদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে, নতুন আইন একই উদ্দেশ্যে করা হয়েছে বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা। উপরন্তু অভিযোগ উঠেছে, আইনটি অনুমোদনের আগে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মতামত নেওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। ইতোমধ্যে ‘সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩’-এর খসড়ায় চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। নতুন আইনে বিভিন্ন ধরনের অপরাধকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, তার সঙ্গে পূর্ববর্তী আইনের কোনো ফারাক নেই। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে অজামিনযোগ্য ধারা ছিল ১৪টি। নতুন আইনে ৪টি ধারাকে জামিন অযোগ্য করা হয়েছে। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতা, জাতীয় সংগীত বা জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার প্রোপাগান্ডা বা প্রচারণার জন্য দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। তবে দণ্ডের মেয়াদ কমিয়ে ৭ বছর করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় বিষয়, এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন তথা সাংবাদিক, আইনজীবী, মানবাধিকারকর্মীসহ নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের আইনটি তৈরির ক্ষেত্রে কোনো মতামত নেওয়া হয়নি। প্রস্তাবিত সাইবার নিরাপত্তা আইন নিয়ে জনগণের মতামত গ্রহণের জন্য সরকার ১৪ দিন সময় দিয়েছিল। তবে এই সময়ে ঠিক কতটি মতামত এসেছে, কী ধরনের মতামত এসেছে এবং মতামত এসে থাকলে আইনের সর্বশেষ খসড়ায় তার প্রতিফলন ঘটেছে কিনা তাও জানা যায়নি, যা জনগণকে অবশ্যই জানানো উচিত। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে সমালোচিত ‘তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন’ বদলে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংসদে পাস করা হয়েছিল। এবারও জাতীয় নির্বাচনের আগে একই উদ্যোগ দেখা গেল। স্বভাবতই আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সাইবার নিরাপত্তা আইন সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশে হুমকি হয়ে দেখা দেবে কিনা সে বিষয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের উদ্বেগ থাকাটা তাই স্বাভাবিক। এ অবস্থায় সরকারকে এটা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের পরিবর্তে যে সাইবার নিরাপত্তা আইন করা হয়েছে, তাতে ওই আইনের দমনমূলক বৈশিষ্ট্যগুলো ফিরিয়ে আনা হবে না। বিরোধী মত দমনে ও মুক্ত মতপ্রকাশকে বাধাগ্রস্ত করতে আগের ডিজিটাল আইন যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, প্রয়োজনীয় সংস্কার না করলে এ আইনও যে নামেই আসুক, হয়রানি কমবে না। অবশ্য মন্ত্রিসভা প্রস্তাবিত আইনের খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দিলেও অংশীজনদের সঙ্গে সংশোধনীগুলো নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ এখনো ফুরিয়ে যায়নি। আমরা আশা করব, দেশি-বিদেশি মহলের দাবি ও পরামর্শের প্রতি সম্মান জানিয়ে এ ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ নেবে সরকার।

বিরোধী মত দমনে ও মুক্ত মতপ্রকাশকে বাধাগ্রস্ত করতে আগের ডিজিটাল আইন যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, প্রয়োজনীয় সংস্কার না করলে এ আইনও যে নামেই আসুক, হয়রানি কমবে না। অবশ্য মন্ত্রিসভা প্রস্তাবিত আইনের খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দিলেও অংশীজনদের সঙ্গে সংশোধনীগুলো নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ এখনো ফুরিয়ে যায়নি। আমরা আশা করব, দেশি-বিদেশি মহলের দাবি ও পরামর্শের প্রতি সম্মান জানিয়ে এ ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ নেবে সরকার

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে

‘দুর্নীতি’ শব্দটি নেতিবাচক শব্দ। এটি ইতিবাচক শব্দ ‘নীতি’ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। আভিধানিক অর্থে ‘দুর্নীতি’ হলো নীতিবিরুদ্ধ ও অসদাচরণ। দুর্নীতি বলতে সাধারণত ঘুষ, বল প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন, প্রভাব বা ব্যক্তি বিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অফিস-আদালতকে ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভের জন্য অপব্যবহার করাকে বুঝায়। বর্তমানে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে দুর্নীতি। সর্বগ্রাসী এই সামাজিক ব্যাধির মরণ ছোবলে বর্তমান সমাজ জর্জরিত। দুর্নীতি আজ রাজনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতি, সামাজিক, ধর্মীয় ও ব্যক্তি জীবনের সব ক্ষেত্রে বিরাজ করছে। এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও তা থেকে বাদ যায়নি। দুর্নীতির কারণে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র ও ক্ষমতাবলয়ের বাইরের জনগোষ্ঠী। দুর্নীতি উন্নয়নকে ব্যাহত করে এবং মানুষের মৌলিক অধিকারকে হরণ করে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হলো দুর্নীতি। দুর্নীতি সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি করে; গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিকে দুর্বল করে দুর্নীতি। উন্নত দেশগুলোর তুলনায় আর্থিক অবস্থা কিছুটা নগণ্য হলেও ধীরে ধীরে দেশ আর্থিক সচ্ছলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার মান বেড়েছে। দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা লেখা পড়া করছে। কিন্তু দুর্নীতির ক্রমশ বেড়েই চলছে। সমাজ, রাষ্ট্র তথা জাতিকে সমৃদ্ধশালী করতে প্রথমেই দেশ থেকে দুর্নীতিকে নির্মূল করতে হবে। দেশ ও জাতির উন্নতির জন্য সরকারকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি প্রয়োগ করতে হবে। আইনের কার্যকর প্রয়োগ বাড়াতে হবে। দুর্নীতিবাজদের রাজনৈতিক পরিচয় বাদ দিয়ে শুধু দুর্নীতিবাজ হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে। দুর্নীতি দমন কমিশনের ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে প্রতিষ্ঠানটির কার্যকারিতা আরও বাড়ানো হবে। ঘুষ, অনুপার্জিত আয়, কালো টাকা, চাঁদাবাজি, ঋণখেলাপি, টেন্ডারবাজি ও পেশিশক্তি প্রতিরোধ এবং দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন নির্মূলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নিজেদের সম্পদ, আয়-রোজগার সম্পর্কে সর্বস্তরের নাগরিকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। শুধু দুর্নীতিবাজদের শাস্তি দিয়ে সম্ভব নয়, এজন্য প্রয়োজন গণসচেতনতা ও দেশপ্রেম। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে আন্দোলনের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে হবে। দুর্নীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান বরাবরই এগিয়ে। যা কিনা দেশের জন্য বড় হুমকি। দুর্নীতি কোনো নতুন কিংবা দরিদ্র দেশের সমস্যা নয়। সমগ্র মানবজাতির জন্যই এটি একটি কঠিন সমস্যা। সমূলে দুর্নীতি উচ্ছেদ করা সম্ভব নয় তাই দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। দুর্নীতি দমনে রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও আইনের প্রয়োগ মুখ্য হলেও তা শুধু সরকারের দায় নয়, জনগণেরও দায় রয়েছে। জনগণ দুর্নীতি সম্পর্কে যত সচেতন হবে ততই অসাধু ব্যক্তিরা দুর্নীতি করতে ভয় পাবে। পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে আন্তরিকভাবে দুনীতি দমনে এগিয়ে আসতে হবে। তাই দুর্নীতি দমনে প্রয়োজন সরকার ও জনগণের সমন্বিত পদক্ষেপ। আর তাহলেই দুর্নীতিমুক্ত একটি দেশ গঠন করা সম্ভব হবে।

থামছেনা আত্মহত্যা, শিক্ষার্থীদের তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে

মোঃ হায়দার আলী

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, কথায় আছে, মানুষ নাকি বাঁচার জন্য ভাসমান খড়কুটোও আঁকড়ে ধরে। তাহলে কেন আত্মহত্যার মতো একটি কাণ্ড অবলীলায় ঘটিয়ে ফেলে সেই মানুষ? মানুষ কেন আত্মহত্যা করে, এর কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তর নেই। জীবন শেষ করে দেওয়াকে অনেকে সাহসী, আবার অনেকে কাপুরুষোচিত কাজ বলে আখ্যা দেন। আত্মহত্যা ভাবনা একবার হলেও ?উঁকি দিয়ে যায় অধিকাংশ মানুষের জীবনে। আত্মহত্যা কখনো সমস্যার সমাধান নয়। আত্মহত্যা একটি ভয়ংকর অপরাধ ও মানসিক ব্যাধি। ইসলামে আত্মহত্যা মহাপাপ। পারিবারিক ও সামাজিক অবক্ষয়জনিত কারণে স্বাভাবিক মৃত্যুকে না মেনে অনেকেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেই। মানুষের মধ্যে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা ও মানসিক বেদনা ও অর্থনৈতিক দৈন্যতা বেড়ে গেলে চরম হতাশা কাজ করে। হতাশাই নিজের মধ্যে নেতিবাচক ধারণাগুলো তৈরি করে। একপর্যায়ে মানুষ আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। তখনই মানুষ আত্মহত্যা করে। একাজ যারা করেন তাদেরকে আত্মঘাতক বা আত্মহনকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তাই এ বিষয়টি নিয়ে জানতে হবে, বুঝতে হবে, জানাতে হবে, সচেতন হতে হবে। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, ‘তোমরা আত্মহত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর করুণাময়।’ -সুরা নিসা, আয়াত : ২৯। যে ব্যক্তি যা দ্বারা আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামে তাকে সেই জিনিস দ্বারাই শাস্তি দেয়া হবে। -সহীহ বুখারী আত্মহত্যা জীবনে সবচেয়ে বড় কাপুরুষতার পরিচয়। নেপোলিয়ন বেনাপোর্ট। সভ্যতাগুলো আত্মহত্যার মাধ্যমেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, হত্যার কারণে নয়। আরনোল্ড টয়েনবি। আত্মহত্যার চেয়েও বড় কাপুরুষতা হলো আত্মহত্যাকারীকে আত্মহত্যা এর মুখে ঠেলে দেয়া। অ্যাশলেই পার্ডি। আত্মহত্যা একটি সাময়িক সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধান। ফিল ডোনাহিউ। আত্ম সমালোচনার সবচেয়ে বাজে উপায় হলো আত্মহত্যা। রবার্ট হেইনলেন আত্মহত্যা খারাপ এর সম্মুখীন হওয়ার হারকে কমিয়ে দেয় না, বরং আপনার জীবন থেকে ভালো কথাটি মুছে দেয়। ভিক টুয়েনটিস। আত্মহত্যা কোনো উত্তর নয় বরং জীবন নামক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানোর অজুহাত মাত্র। আল গ্রিন আত্মহত্যা কখনোই কোনো সমাধান হতে পারে না বরং সমস্যার সমাধান এর জন্য চেষ্টা চালিয়ে যান। হেইলেই উইলিয়ামস। সৃষ্টিকর্তা আত্মহত্যাকে নিষেধ করেছেন বলে এটি জঘন্য নয়, বরং এটি জঘন্য জন্যই সৃষ্টিকর্তা এটিকে নিষেধ করেছেন। ইমানুয়েল ক্যান্ট। আশার আলো একবার ডুবে গেলেই যে আত্মহত্যা করতে হবে এমন কিছু নেই, মনে রাখবেন সূর্য কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর ঠিকই আলো দেয়। জাকারিয়া মাসুদ। আত্মহত্যা কখনো ব্যাথার অবসান ঘটায় না বরং এটি তা অন্য কারোর উপর চাপিয়ে দেয়। অস্কার ওয়াইল্ড কবিগুরুর অমর বাণী ‘মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে’। তবে নিরপেক্ষ স্থান থেকে ভেবে দেখার সময় এসেছে-কেন ঘটছে আত্মহত্যা। মোটা দাগে একে সামাজিক অবক্ষয় বলে চালিয়ে দেওয়া হলেও এই একটিই কি আত্মহত্যার কারণ? যেহেতু মানুষের জন্ম ও মৃত্যুর দায়িত্ব মহান আল্লাহতায়ালার হাতে তাই মানুষ কোনো অবস্থাতেই এটিকে নিজের হাতে তুলে নিতে পারেনা। আল্লাহতায়ালা ও তাঁর প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং পরকালে এর কঠিন শাস্তির খবরও দিয়েছেন। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো বস্তু দিয়ে নিজেকে হত্যা করবে কিয়ামতের দিন তাকে সে বস্তু দিয়েই শাস্তি প্রদান করা হবে।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস নং-৫৭০০, মুসলিম, হাদিস নং-১১০), আজকাল আত্মহত্যার ঘটনা প্রায়ই সংঘটিত হচ্ছে। বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তরুণ-তরুণীরা এই প্রবণতায় জড়িত হন বেশি। সাথে সাথে উচ্চপদের কর্তা, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, কর্মজীবী, দিনমজুর, ব্যবসায়ীগণ মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে আত্মহত্যা করে থাকেন। পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় দশ লাখ লোক আত্মহত্যা করে থাকেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে, দেশে প্রতি বছর দশ হাজার একশত সাতষট্টি জন মানুষ এই পথে পা বাড়ায়। ওই সংস্থাটির মতে সারা বিশ্বে অত্মহত্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান তেরোতম। আর আত্মহত্যার চিন্তায় মনঃস্তাত্ত্বিক রোগে ভোগে বিশ্বে প্রায় দশ কোটি মানুষ। ২০২২ সালে সারাদেশে ৫৩২ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। তাদের মধ্যে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ৪৪৬ জন। এর মধ্যে মেয়ে ২৮৫ জন এবং ছেলে ১৬১ জন। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৬ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। গত ২৭ জানুয়ারি সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও অনলাইনে প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে তৈরি এই পরিসংখ্যান তুলে ধরেছে আঁচল ফাউন্ডেশন। আঁচল ফাউন্ডেশনের রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস ইউনিটের টিম লিডার ফারজানা আক্তার লাবনী বলেন, স্কুল ও সমমান পর্যায়ের ৩৪০ জন এবং কলেজ ও সমমান পর্যায়ের ১০৬ জন শিক্ষার্থী আত্মহনন করেছে। তাদের মধ্যে মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ৫৪ জন। শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার বিভাগ ভিত্তিক পরিসংখ্যান তুলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, স্কুল-কলেজ ও সমমান পর্যায়ের আত্মহত্যা করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ২০ দশমিক ৭৭ শতাংশ ঢাকা বিভাগের, ১৭ দশমিক ২৭ শতাংশ চট্টগ্রাম বিভাগের, ১৬ দশমিক ৮১ শতাংশ রাজশাহী বিভাগের, ১৪ দশমিক ১৩ শতাংশ খুলনা বিভাগের, ৮ দশমিক ৭৪ শতাংশ রংপুর বিভাগের, ৮ দশমিক ৫৩ শতাংশ বরিশাল বিভাগের, ৬ দশমিক ২৭ শতাংশ ময়মনসিংহ বিভাগের এবং ৪ দশমিক ৪৮ শতাংশ সিলেট বিভাগের। এ ছাড়া স্কুল-কলেজ ও সমমান পর্যায়ের আত্মহত্যাকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেয়ে ৬০ দশমিক ৯০ শতাংশ এবং ছেলে ৩৬ দশমিক ১ শতাংশ বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার কারণ তুলে ফারজানা আক্তার লাবনী বলেন, অভিমানের কারণে সবচেয়ে বেশি ২৭ দশমিক ০৬ শতাংশ স্কুল-কলেজ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। তাদের মধ্যে বেশির ভাগেরই অভিমান ছিল পরিবারের ওপর। এ ছাড়া প্রেমঘটিত বিষয়সহ বিভিন্ন কারণেও আত্মহত্যা করেছে শিক্ষার্থীরা। ১০ সেপ্টেম্বর প্রথম সারির জতীয় পত্রিকা দৈনিক ইনকিলাবে বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস আজ ৮ মাসে ৩৬৪ শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে, ২০২২ সালের ৮ মাসে ৩৬৪ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন, তাদের মধ্যে ১৯৪ জন স্কুলের শিক্ষার্থী। এছাড়াও, ৭৬ জন কলেজপড়ুয়া, ৫০ জন বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া এবং ৪৪ জন মাদ্রাসার শিক্ষার্থী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আঁচল ফাউন্ডেশনের জরিপে এমন তথ্য উঠে এসেছে। গত (৯ সেপ্টেম্বর) এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরে সংগঠনটি। শিক্ষাস্তর বিবেচনায় দেখা গেছে প্রাথমিক-মাধ্যমিকের ৫৩ দশমিক ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। একই সময়ে ২০ দশমিক ৮৮ শতাংশ কলেজপড়ুয়া শিক্ষার্থী, ১৩ দশমিক ৭৪ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া এবং ১২ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ মাদ্রাসার শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৬০ শতাংশ পুরুষ এবং ৪০ শতাংশ নারী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা আত্মহত্যা করেছেন তার ৪৬ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ পুরুষ এবং ৫৩ দশমিক ৯৫ শতাংশ নারী। স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছেলে ৩২ দশমিক ৯৯ শতাংশ এবং মেয়ে ৬৭ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ। মাদ্রাসার ৩৯ দশমিক ২৯ শতাংশ পুরুষ এবং ৬০ দশমিক ৭১ শতাংশ নারী শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন- বলে জানিয়েছে আঁচল ফাউন্ডেশন। এদিকে, আত্মহত্যাকারীদের অবস্থান বিবেচনায় শীর্ষে রয়েছে রাজধানী ঢাকা। ঢাকায় গত ৮ মাসে শতকরা ২৫ দশমিক ২৭ শতাংশ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। চট্টগ্রাম বিভাগে ১৬ দশমিক ৪৮ শতাংশ, খুলনা বিভাগে ১৪ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ, রংপুর বিভাগে ৮ দশমিক ৭৮ শতাংশ, বরিশাল বিভাগে ৯ দশমিক ৬২ শতাংশ, ময়মনসিংহ বিভাগে ৭ দশমিক ৪২ শতাংশ, রাজশাহী বিভাগে ১৪ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ এবং সিলেট বিভাগে ৪ শতাংশ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। আঁচল ফাউন্ডেশনের তথ্যমতে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৬০ দশমিক ৭১ শতাংশ নারী এবং ৩৯ দশমিক ২৯ শতাংশ পুরুষ আত্মহত্যা করেছেন। এদের মধ্যে প্রেমঘটিত কারণে সবচেয়ে বেশি ২৫ দশমিক ২৭ শতাংশ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। অভিমান করে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন ২৪ দশমিক ৭৩ শতাংশ শিক্ষার্থী। পরিবারের সঙ্গে চাওয়া পাওয়ার অমিল হওয়ায় ৭ দশমিক ৪২ শতাংশ এবং

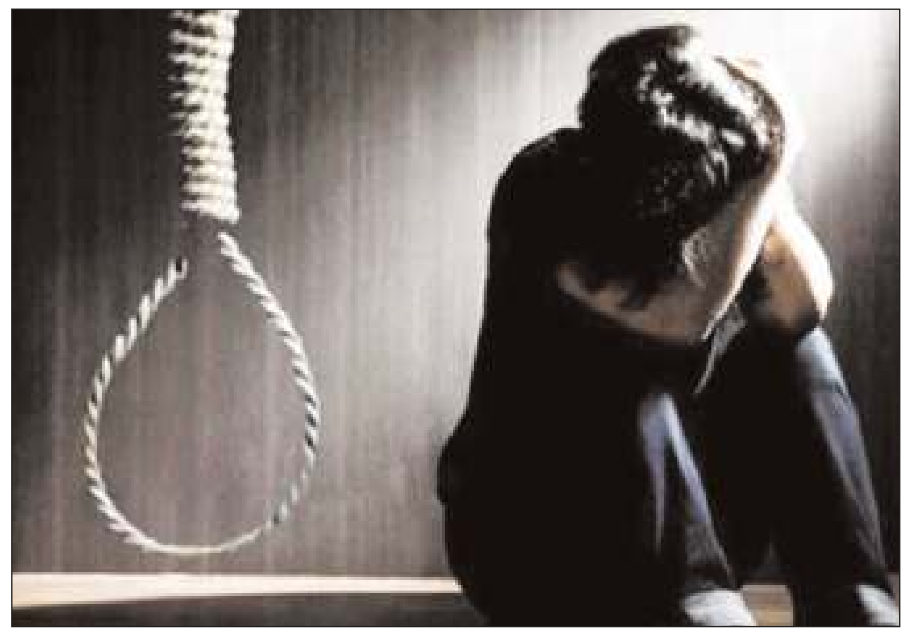

আত্মহত্যা প্রতিরোধে একটি সার্বক্ষণিক হটলাইন এখন সময়ের দাবি। আত্মহত্যা একটি প্রতিরোধযোগ্য বিষয়। সঠিক সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে অবশ্যই আত্মহত্যা ঠেকানো যায়। এজন্য সবাইকে যার যার ক্ষেত্র থেকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে। সূত্রমতে, বাংলাদেশের ১ লাখ ২৪ হাজারের বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে একজন করে মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ থাকা দরকার, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই যা নেই। তিনি বলেন,"তাই শিক্ষকদের সতর্ক থাকতে হবে। তাদের আনন্দের মধ্যে শিক্ষা দিতে হবে। তাদের আচরণ হতে হবে শিক্ষার্থী বান্ধব। তাদের ওপর পড়া লেখা চাপিয়ে দেয়া যাবেনা। তাদের মনের যত্ন বেশি নিতে হবে।

পারিবারিক কলহের কারণে ৬ দশমিক ৫৯ শতাংশ আত্মহত্যা করেছেন। ধর্ষণ কিংবা যৌন হয়রানির কারণে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন ৪ দশমিক ৬৭ শতাংশ শিক্ষার্থী। মানসিক সমস্যার কারণে ৬ দশমিক ৫৯ শতাংশ, পড়াশোনার চাপে শূন্য দশমিক ৮২ শতাংশ, সেশনজটের কারণে হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে শূন্য দশমিক ৮২ শতাংশ এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় ১ দশমিক ৯২ শতাংশ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। চুরির মিথ্যা অপবাদে ১ দশমিক ৬৫ শতাংশ, আর্থিক সমস্যায় ১ দশমিক ৯২ শতাংশ, বিষাদগ্রস্ত হয়ে শূন্য দশমিক ৫৫ শতাংশ আত্মহত্যা করেছেন। বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় এবং স্বামী পছন্দ না হওয়ায় ১ দশমিক ১০ শতাংশ আত্মহত্যা করেছেন। তবে ১৫ দশমিক ৯৩ শতাংশের আত্মহত্যার কারণ জানা যায়নি। আঁচল ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তানসেন রোজ আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারাকে আত্মহত্যার অন্যতম বড় কারণ হিসেবে দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, 'আমরা দেখেছি শিক্ষার্থীরা পরিবার থেকে কোনো কিছু না পেয়ে অভিমান করেও আত্মহত্যা করেছেন। মোটরবাইক, মোবাইল চেয়ে না পাওয়ার কারণে অনেকেই আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন। প্রত্যাশা পূরণ না হলে কিভাবে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, সে বিষয়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের অনেক বড় ধরণের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।' এছাড়াও পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যাও বেড়েছে আগের চেয়ে। আমাদের শিক্ষার্থীরা সবকিছু একসঙ্গে সামাল দিতে পারছেনা বলেই তুলনামূলক আত্মহত্যার হার বেড়েছে। যেখানে আমরা আশা করেছিলাম করোনার পর আত্মহত্যা প্রবণতা কমে যাবে।' আত্মহত্যা প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে তিনি বলেন, '৩৬৪ জনের আত্মহত্যা অনেক বড় একটি সংখ্যা। তাই এটিকে সংকট হিসেবে আখ্যা দিয়ে সরকার, সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তিসহ প্রতিটা স্টেকহোল্ডারের অংশগ্রহণ জরুরি। সবাই যার যার জায়গা থেকে সচেতন হলে এ সমস্যা সহজেই মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।' বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) গত ১৮/০২/২০২১ তারিখে একটি উদ্বেগজনক তথ্য উপস্থাপন করেছে। সেখানে দেখা যায়, পুরো ২০২০ সালটি ছিল কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের বছর। বিশ্বব্যাপী এত মৃত্যুর মিছিল আর কোনো মহামারীতে দেখেনি কখনো। বি.বি.এস. বলেছে, ২০২০ সালে জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৫ হাজার ২ জন। কিন্তু বিস্ময়করভাবে ওই নয় মাসে আত্মহত্যায় মারা গেছেন ১১ হাজার মানুষ। অর্থ্যাৎ করোনার চাইতে আত্মহত্যায় মৃত্যুর হার দ্বিগুণ। বাংলাদেশ পুলিশের তথ্য মতে পূর্বের বছর গুলোতেও এই প্রবণতার রূপ ছিল ভয়াবহ। ২০১৮ সালে ১১ হাজারের বেশি মানুষ, ২০১৭ সালে বাংলাদেশে ১১ হাজার ৯৫ জন, ২০১৬ সালে ১০ হাজার ৬০০ জন, ২০১৫ সালে ১০ হাজার ৫০০ জন মানুষ আত্মহত্যা করেছিল। ওই হিসাবকে দৈনিক ভাগ করলে গড়ে প্রতিদিন ৩০ জন মানুষ আত্মহত্যা করছে। বর্তমান যুগ হলো বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির যুগ। তাই আত্মহত্যার প্রবণতাতেও যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন কারণ। বিশেষত ব্যক্তি বিশেষের মানসিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতাও আত্মহত্যার কারণ হতে পারে। দৈনন্দিন জীবনের নানা জটিলতা ও প্রযুক্তির প্রতি মানুষের অত্যধিক আসক্তি বাড়লেও আত্মহত্যার প্রবণতার মধ্যে খুব পরিবর্তন হয়নি। মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের জায়গাগুলো দুর্বল হয়ে গেলে মানুষ অসহায় বোধ করে এবং একপর্যায়ে আত্মহত্যা করে ফেলে। পৃথিবীজুড়ে ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সীদের মৃত্যুর অন্যতম কারণ আত্মহত্যা। যারা মনের দিক থেকে দুর্বল, ধৈর্য ও সহ্য ক্ষমতা যাদের কম অবসাদ ও হেনস্থার শিকার হয়ে এবং হঠাৎ কোনো পরিবর্তনের সাথে সহনশীল হতে না পেরে বিপদগামী হয়। অনেক ক্ষেত্রে আত্মহত্যার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায় মানসিক চাপ। এই চাপ সহ্য করতে না পারলে মানুষটি জীবন থেকে পালিয়ে যেতে এই পথ বেছে নেন। মাদকাসক্ত, শিক্ষার অভাব, দাম্পত্য কলহ, যৌন নির্যাতন, প্রেমে ব্যর্থতা, খারাপ ফলাফল, দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির কারণে চাকুরীচ্যুতি, আয় কমে যাওয়ায় সংসারের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে হিমসিম খেয়ে হতাশাগ্রস্থ, কারো প্রতারণা বা ছলনার শিকার হয়েও মানুষ আত্মহত্যা করে থাকেন। মানুষের জীবন অত্যন্ত মূল্যবান এবং এটি আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ। যে মহান প্রতিপালক আসমান-জমিন, মানব-দানব, পানি-বায়ুসহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তিনিই আবার এই পৃথিবীকে বানিয়েছেন পরীক্ষাগার রূপে। পৃথিবীতে ভালো-মন্দ, আশা-নিরাশা, দুঃখ-কষ্ট, পাওয়া-নাপাওয়া ইত্যাদি চিরাচরিতভাবে থাকবেই। আল্লাহতায়ালা বলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কিছু ভয় ও ক্ষুধা, জান ও মাল এবং ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করবো। আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন। (সূরা বাকারা-১৫৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বলেন, 'আত্মহত্যা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনে কোনো কারণগুলো আছে তা খুঁজে বের করে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া এখন সময়ের দাবী। অন্যথায় শিক্ষার্থীরা এখন যে অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তাতে আত্মহত্যা না করলেও তাদের অন্যান্য মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। পেশাজীবীদেরও এ বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা উচিত এবং কী উদ্যোগ নেওয়া যায় সে বিষয়ে সমন্বিত কাজ করা প্রয়োজন। এছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে দৃশ্যমান উদ্যোগ নিতে হবে। দুই ধরনের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। এক. আগে থেকে পরিকল্পনা করে, আয়োজন করে, সুইসাইড নোট লিখে আত্মহত্যা করেন অনেকে। যেটাকে বলা হয় ডিসিসিভ সুইসাইড। দুই. হুট করে আবেগের রাশ টানতে না পেরে আত্মহত্যা করে ফেলেন অনেকে, যেটাকে বলা হয় ইমপালসিভ সুইসাইড। ডিসিসিভ সুইসাইড যাঁরা করেন, তাঁরা আগে থেকেই কিন্তু আত্মহত্যার ইঙ্গিত দিয়ে থাকেন। এ ধরনের মানুষ আত্মহননের আগে যেভাবে সেটা প্রকাশ করেন, তার মধ্যে আছে-তাঁরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মৃত্যু আর আত্মহত্যা নিয়ে নিজের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেন। আত্মহত্যা বা মৃত্যুবিষয়ক কবিতা-গান লিখতে, শুনতে বা পড়তে থাকেন। নিজের ক্ষতি করেন। প্রায়ই এঁরা নিজের হাত-পা কাটেন, বেশি বেশি ঘুমের ওষুধ খান। মনমরা হয়ে থাকা, সব কাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলা, নিজেকে দোষী ভাবা-এগুলো বিষণ্নতার লক্ষণ; যা থেকে আত্মহত্যা ঘটে। মাদকাসক্তি বা ইন্টারনেটে মাত্রারিক্ত আসক্তি আত্মহত্যায় সহায়তা করে। সারা রাত জেগে থাকা আর সারা দিন ঘুমানো। নিজেকে গুটিয়ে রাখা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ না নেওয়া। পড়ালেখা, খেলাধুলা, শখের বিষয় থেকে নিজে দূরে থাকা। সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে হবে। বাংলাদেশের প্রচলিত আইনেও আত্মহত্যার প্ররোচনাকারী ও চেষ্টাকারীর জন্য সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান রয়েছে। পরিবারের সবাইকে দায়িত্বশীল হতে হবে। সকলের সাথে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। একে অপরকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। বিশেষ করে সন্তানদেরকে শারীরিক, মানসিক চাপ মোকাবিলা করার জন্য ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা দিতে হবে। স্কুল-কলেজ, মাদ্রসা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার্থীর আবেগ অনুভূতিগুলো নিজের মধ্যে জমিয়ে না রেখে অন্যের সাথে শেয়ার করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যিনি আত্মহননের পথ বেছে নেন তিনি হয়তো অসহ্য যন্ত্রণা ও মনের গভীরে লুকিয়ে রাখা কষ্টের মোকাবিলা করেছেন কিন্তু অপরদিকে তার শূন্যতা কখনো পূরণ হবার নয়। কখনো মেনে নেওয়া যায়না এই আত্মহত্যা। বরং তিনি যদি সেই পথ না ধরে সহনশীলতার পথে চলতেন তাহলে হয়ত পরবর্তীতে সফলতার চাবি নিয়ে হাজির হতো তার জন্য অনাগত ভবিষ্যৎ। মানব জীবনের প্রতিদিন নতুন সূর্যোদয়ের মাধ্যমে নতুন নতুন আশার আলো তৈরি হয়। এ বিশ্বাস আমাদের সকলকেই পোষণ করতে হবে। আমাদের উচিত জীবনের শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত জীবন গঠনে আত্মনিয়োগ করা। একটি আত্মহত্যা মানে একটি জীবনের অপচয়। আর জীবনতো একটাই যা ফিরবেনা কখনো। দেশে দেশে আত্মহত্যার কারণ বিশ্লেষণ করে জানা যায়, মানসিক দুশ্চিন্তাই আত্মহত্যার একমাত্র কারণ নয়। এর পেছনে কাজ করে অর্থনৈতিক অবস্থা এবং জীবন ধারণের অবনতির আশঙ্কা। তবে কারণ যাই হোক না কেন, আত্মহত্যা কোনো সমস্যার সমাধান নয়। কাছের মানুষ কোনো ধরনের সমস্যায় ভুগছে এটা বুঝতে পারলে তাকে অবশ্যই মানসিকভাবে সাপোর্ট দেওয়া উচিত। সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেছেন, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে শিক্ষার্থীরা শঙ্কিত। এসব রোধে পারিবারিক বন্ধন আরও দৃঢ় করার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, দেশে তরুণদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি। শিক্ষাজীবন শেষ করার পর চাকরি না পাওয়া, জীবনের প্রতি হতাশা, প্রেমে ব্যর্থতা, নারীদের ক্ষেত্রে ধর্ষণের শিকার হওয়ায় সামাজিক লজ্জা, বিয়ের পর যৌতুকের টাকার জোগান দিতে না পারা, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, চরম দারিদ্র্য-এরকম নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে। ডিপ্রেশন বা মানসিক চাপের কারণেই কি আত্মহত্যা বাড়ছে? কেন ডিপ্রেশনে ভোগে মানুষ? ডিপ্রেশন হচ্ছে সেই রোগ যেটি মূলত চাওয়া-পাওয়ার পার্থক্যের কারণে সৃষ্টি হয়। এটি অনেকটা সামাজিক আর পারিবারিকভাবে সৃষ্ট। ‘অমুকের ছেলের এই রেজাল্ট, তোর এরকম কেন?’ ‘অমুকের দুটো গাড়ি, আমাদের নেই কেন?’ ‘আমার কী নেই যে সে আমাকে ছেড়ে চলে গেল?’ হীনম্মন্যতা সৃষ্টি হয় এভাবে। সেখান থেকেও ঘটে আত্মহত্যা। দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাবা-মায়েরাও সন্তানদের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে তেমন সচেতন থাকেন না। তারা আসলে সন্তানদের একটা ‘প্রেশার কুকারে’র মধ্যে রাখেন। তাদের পছন্দের জীবন কাটাতে বাধ্য করেন। সন্তানদের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি আমাদের দেশে আসলে কখনোই গুরুত্ব দেয়া হয় না। এটা একটা বড় সমস্যা। আত্মহত্যা থেকে মানুষকে দূরে রাখার জন্য স্কুল-কলেজসহ শিক্ষার প্রতিটি স্তরে পর্যাপ্ত কাউন্সেলিং ও প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। সচেতন হওয়া দরকার সবার। অসুস্থ প্রতিযোগিতা থেকে বের হতে হবে। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবতে হবে। ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে। আসুন, আত্মহত্যাকে না বলি। জীবনকে ভালোবাসতে শিখি। যারা মারা গেছে তাদের তো আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। কিন্তু নতুন করে কেউ যাতে আত্মহত্যা না করে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। পড়া লিখার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা করবে। বন্ধুদের সাথে দেখা হবে। শিক্ষাকে আনন্দময় করতে হবে। আনন্দ মানে শুধু খেলাধুলা নয়। শিক্ষক ঠিক মতো পড়াতে পারলে তাও আনন্দময় হয়। তাই শিক্ষককে এখন হতে হবে অনেক বেশি দক্ষ। অভিভাবকদেরও তা জানতে হবে।” এই সময়ে শিক্ষার্থীদের ওপর পড়াশুনা বা পরীক্ষার চাপের চেয়ে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে বেশি নজর দিতে হবে। তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে হবে। এটা শিক্ষকদের যেমন দায়িত্ব তেমনি পরিবারের সদস্যদেরও দায়িত্ব।" আত্মহত্যা প্রতিরোধ করতে হলে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। শিশুদের বিকাশের সময় তাদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা সফলতার মতো ব্যর্থতাকে মেনে নিতে পারে। আত্মহত্যার উপকরণ, যেমন ঘুমের ওষুধ, কীটনাশকের সহজলভ্যতা কমাতে হবে। প্রেসক্রিপশন ছাড়া ঘুমের ওষুধ বিক্রি বন্ধ করতে হবে। যেকোনো ধরনের মানসিক সমস্যা বা আত্মহত্যার ইঙ্গিত পেলে দ্রুত মনোরোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে। বিষণ্নতা, মাদকাসক্তি, ব্যক্তিত্বের বিকার, সিজোফ্রেনিয়াসহ সব মানসিক রোগের দ্রুত শনাক্ত করা ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। পারিবারিক বন্ধনগুলো দৃঢ় করতে হবে আর পরিবারে প্রত্যেকের সঙ্গে গুণগত সময় কাটাতে হবে। আত্মহত্যার সংবাদ পরিবেশনের সময় গণমাধ্যমগুলোকে সব সময় অনুমোদিত নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে। প্রথাগত প্রচারমাধ্যমের পাশাপাশি বিকল্পধারার ইন্টারনেটভিত্তিক প্রচারমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগের সাইটগুলোর ব্যবহারকারীদেরও সতর্কতার সঙ্গে আত্মহত্যার বিষয় নিয়ে মন্তব্য ও ছবি পোস্ট করতে হবে। এখানেও কোনো আত্মহত্যার ঘটনাকে খুব মহৎ করে দেখানোর চেষ্টা করা যাবে না। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগের সাইটগুলোর কর্তৃপক্ষেরও নিজস্ব নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। আত্মহত্যা প্রতিরোধে একটি সার্বক্ষণিক হটলাইন এখন সময়ের দাবি। আত্মহত্যা একটি প্রতিরোধযোগ্য বিষয়। সঠিক সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে অবশ্যই আত্মহত্যা ঠেকানো যায়। এজন্য সবাইকে যার যার ক্ষেত্র থেকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে। সূত্রমতে, বাংলাদেশের ১ লাখ ২৪ হাজারের বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে একজন করে মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ থাকা দরকার, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই যা নেই। তিনি বলেন,"তাই শিক্ষকদের সতর্ক থাকতে হবে। তাদের আনন্দের মধ্যে শিক্ষা দিতে হবে। তাদের আচরণ হতে হবে শিক্ষার্থী বান্ধব। তাদের ওপর পড়া লেখা চাপিয়ে দেয়া যাবেনা। তাদের মনের যত্ন বেশি নিতে হবে।”

লেখক : সভাপতি, জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা গোদাগাড়ী উপজেলা শাখা, প্রধান শিক্ষক
মহিশালবাড়ী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়
গোদাগাড়ী, রাজশাহী

আসছে টাইফুন সাওলা, হংকংয়ে বিমান চলাচল বন্ধ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : চীনের দক্ষিণ উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে সুপার টাইফুন সাওলা। এর জেরে হংকংয়ে বিমান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি শেয়ার বাজার ও স্কুলের কার্যক্রমও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গতকাল শুক্রবার এ তথ্য জানিয়েছে আল-জাজিরা। কাতারভিত্তিক গণমাধ্যমটি জানিয়েছে, চীনের অর্থনৈতিক হাব হংকংয়ের স্থানীয় সময় গতকাল শুক্রবার রাত ২টা ৪০ মিনিটে (গ্রিনিচ মান সময় গত বৃহস্পতিবার ১৮:৪০) টি৮ সতর্কতা জারি করা হয়েছে, যা দেশটির ইতিহাসের তৃতীয় সর্বোচ্চ সতর্কতা। হংকংয়ের পর্যবেক্ষণাগার থকে বলা হয়, ঘণ্টায় ২০৫ কিলোমিটার বাতাসের গতি নিয়ে সুপার টাইফুন সাওলা হংকংয়ে আঘাত হানবে। দ্রুতই আবহাওয়া অবনতি ঘটবে। উপকূলের নিচু এলাকাগুলোতে মারাত্মক বন্যার সম্ভাবনার ঝুঁকি রয়েছে। জনসাধারণকে উপকূল থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। এদিকে, চীনের মূল ভূখণ্ডে সাওলার জন্য সর্বোচ্চ টাইফুন সতর্কতা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ। দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম বলেছে, হুইলাই থেকে হংকং উপকূলে আঘাত হানবে সুপার টাইফুনটি। গুয়াংডং প্রদেশে ঝড়ের জরুরি স্তর এক নম্বর সতর্কতা ঘোষণা করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম গ্লোবাল টাইমস জানিয়েছে, চীনের জাতীয় আবহাওয়া কেন্দ্র রেড অ্যালার্ট সতর্কতা জারি করেছে। দেশটির চার স্তরের সতর্কতার মধ্যে রেড অ্যালার্ট সবচেয়ে মারাত্মক পরিস্থিতিতেই জারি করা হয়। টাইফুনের জেরে পশ্চিমাঞ্চলীয় ফুজিয়ামা প্রদেশের এক লাখ বাসিন্দাকে নিরাপদে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। চীনের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যম সিসিটিভি জানিয়েছে, সাওলার পূর্ব সতর্কতা হিসেবে চীনের বেশ কয়েকটি শহরের স্কুলে শিক্ষাবর্ষ শুরুতে দেরি হচ্ছে।

ইকুয়েডরের নিরাপত্তা বাহিনীর ৫৭ সদস্য কারাবন্দিদের হাতে জিম্মি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইকুয়েডরে কারাগারের ভেতর আটক গ্যাং সদস্যদের কাছে থাকা অস্ত্র ও অন্যান্য অবৈধ জিনিসপত্র উদ্ধারে কয়েক দিন ধরে অভিযান চালাচ্ছেন আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। এ অবস্থায় কারারক্ষীদের জিম্মি করার ঘটনা ঘটেছে দেশটিতে। কারাগারের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ৫৭ গার্ড ও পুলিশ সদস্য ইকুয়েডরে কারাগারে থাকা বন্দিদের হাতে জিম্মি হয়েছেন। স্থানীয় সময় গত বৃহস্পতিবার দেশটির কারা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এসব কারাবন্দি মূলত সংগঠিত গ্যাংয়ের সদস্য। কুয়েনকা কারাগারের ভেতর জিম্মি কারারক্ষী ও পুলিশ সদস্যরা তাদের জীবন বাঁচাতে সরকারের প্রতি আবেদন করেছেন। গত বুধবার থেকে কুয়েনকা কারাগারের বাইরের সেনাবাহিনীর ৪০০ ও পুলিশের ২০০ সদস্য অবস্থান নিয়ে আছেন। কিন্তু তারা ভেতরে প্রবেশ করতে পারছেন না। ইকুয়েডরের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জুয়ান জাপাতা রাজধানী কোয়েতোতে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'আমরা আমাদের কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'কুয়েনকা শহরের একটি কারাগারেই নিরাপত্তা বাহিনীর ওই ৫৭ সদস্যকে জিম্মি করা হয়েছিল।' কারাগারের ভেতর গ্যাংদের নিয়ন্ত্রণে নিতে গত ২৪ এপ্রিল ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট লাসসো কারা ব্যবস্থায় ৬০ দিনের জরুরি অবস্থা জারি করেন। এর মাধ্যমে কারাগারের ভেতর ক্লিনআপ অভিযান চালাতে সেনাবাহিনী ও পুলিশের কয়েক শ সদস্য মোতায়েন করা হয়। অভিযানে অবৈধ অস্ত্র, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট, বিস্ফোরক, মদ ও নগদ অর্থ উদ্ধার করেন তারা। এ অভিযান চালানো শুরু হলে গ্যাং সদস্যরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তবে কারা কর্তৃপক্ষ পরবর্তী সময়ে জানায়, কুয়েনকার বন্দিদের অন্যত্র স্থানান্তরের পরিকল্পনা করায় তারা এমন বিদ্রোহ শুরু করেছে। কারাগারে এমন অভিযান চলার সময় কুইতো শহরে দুটি গাড়িবোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। অভিযানের বদলা নিতে গ্যাংয়ের সদস্যরা এ বোমা হামলা চালিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় প্রেসিডেন্ট গুইলারমো লাসসো বলেছেন, 'বিভিন্ন হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড চলছে। গত রাতে কুইতোতে দুটি গাড়ি পোড়ানো হয়েছে। পরিষ্কারভাবে এটি আমাদের অভিযানের বদলা নিতে করা হয়েছে। কারাগারে আইন প্রতিষ্ঠার চেষ্টার কারণে ভয় দেখানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে।' ইকুয়েডরের মাদক চোরাকারবারি গ্যাংগুলো দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতার দখল নিয়ে লড়াই চালাচ্ছে। ক্ষমতা দেখানোর জন্য গ্যাংগুলো কারাগারে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছে। দেশটিতে অপরাধী গ্যাং লস লাবোস ও অন্য গ্যাংগুলোর মধ্যে সংঘর্ষে ২০২১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ইকুয়েডরে কারাগারের ভেতর ৪৩০ জন নিহত হয়েছেন। সূত্র : ডয়চে ভেলে

পাকিস্তানে জ্বালানি তেলের দাম ৩০০ রুপি ছাড়াল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী আনোয়ারুল হক কাকারের সরকার নতুন করে জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়েছে। এতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত দেশটির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জ্বালানির দাম ৩০০ রুপি ছাড়াল। গতকাল শুক্রবার ডনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বৃহস্পতিবার রাতে নতুন মূল্য ঘোষিত হয়। এতে পেট্রোল ও ডিজেলের লিটার প্রতি দাম বেড়েছে যথাক্রমে ১৪ দশমিক ৯১ রুপি ও ১৮ দশমিক ৪৪ রুপি। এ ছাড়া পেট্রোলিয়াম শুল্ক প্রতি লিটারে ৫ রুপি বেড়েছে। আগের ৫৫ রুপির বদলে এখন দিতে হবে ৬০ রুপি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রুপির অবমূল্যায়ন ও বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের ক্রমবর্ধমান দামের কারণে ১৫ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় দফা দাম বাড়িয়েছে। এ হিসেবে দুই সপ্তাহে পেট্রোল ও ডিজেলে সম্মিলিত বৃদ্ধি যথাক্রমে ৩১ দশমিক ৪১ রুপি ও ৩৮ দশমিক ৪৪ রুপি।

সিয়েরা লিওনে ভিসা নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করলো যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সিয়েরা লিওনের নির্বাচনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া দুর্বল ও কারচুপিসহ নানা অভিযোগে দেশটিতে নতু ভিসানীতি ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। গত বৃহস্পতিবার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন এই নতুন ভিসানীতি ঘোষণা করেন। মার্কিন স্টেট দিপার্টমেন্টে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, অ্যান্টনি ব্লিংকেন বলেছেন, সিয়েরা লিওন এবং সারা বিশ্বে গণতন্ত্রকে সমর্থন ও এগিয়ে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র। আমি ২০২৩ সালের জুনে সিয়েরা লিওনের নির্বাচনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষুন্ন করার জন্য অভিবাসন ও জাতীয়তা আইনের অধীনে একটি নতুন ভিসা নিষেধাজ্ঞা নীতি ঘোষণা করছি। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, এই নীতির অধীনে সিয়েরা লিওনে গণতন্ত্রকে দুর্বল করার জন্য দায়ী বা জড়িত বলে মনে করা হয়- এমন ব্যক্তিদের জন্য ভিসা বিধিনিষেধ অনুসরণ করবে যুক্তরাষ্ট্র। যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে- নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কারচুপি; হুমকি বা শারীরিক সহিংসতার মাধ্যমে ভোটার, নির্বাচন পর্যবেক্ষক বা সুশীল সমাজ সংগঠনকে ভয় দেখানো; মানবাধিকারের অপব্যবহার বা লঙ্ঘন। তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরাও এই বিধিনিষেধের অধীন হতে পারে। সিয়েরা লিওনের ২০২৩ সালের নির্বাচনের আগে, নির্বাচনের সময় ও পরে যারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে দিয়েছে, তারা এই নীতির অধীনে মার্কিন ভিসার জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

পাকিস্তানে আত্মঘাতী বোমা হামলা, ৯ সেনা নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানে আত্মঘাতী বোমা হামলায় কমপক্ষে ৯ সেনা নিহত হয়েছে এবং আরো ২০ জন আহত হয়েছে। দেশটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়িবহর লক্ষ্য করে এই আত্মঘাতী বোমা হামলা চালানো হয়।

দেশটির প্রাদেশিক মন্ত্রী ফিরোজ জামাল শাহ বার্তাসংস্থা এএফপিকে বলেছেন, 'আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী মোটরসাইকেল আরোহী ছিল এবং সে মোটরসাইকেল নিয়ে সামরিক কনভয়ের মধ্যে থাকা ট্রাককে ধাক্কা দেয়।' আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের বান্নুতে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। এই হামলার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কোনো গোষ্ঠী দায় স্বীকার করেনি। তবে সন্দেহের তীর গিয়ে পড়ছে পাকিস্তানি তালেবানদের ওপর। কারণ তারা ২০২২ সাল থেকে নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলা বাড়িয়েছে। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকেও তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। পাকিস্তানের বান্নু এলাকা উত্তর ওয়াজিরিস্তানের প্রাক্তন জঙ্গি ঘাঁটির কাছে অবস্থিত, যেটি বিদ্রোহীরা ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করত। সেনাবাহিনী কয়েক বছর আগে স্থানীয় এবং বিদেশী জঙ্গিদের অঞ্চলটি থেকে প্রতিহত করে। তবে মাঝে মাঝেই হামলার ঘটনা ঘটে।

শ্রীলঙ্কায় মূল্যস্ফীতি কমে চার শতাংশে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : অর্থনৈতিক সংকটে দেউলিয়া হওয়া শ্রীলঙ্কার মূল্যস্ফীতি গত আগস্টে চার শতাংশে নেমে এসেছে। দেশটির এই মূল্যস্ফীতি গত বছরের অর্থনৈতিক সংকটের পর সর্বনিম্ন। শ্রীলঙ্কার জরিপ এবং পরিসংখ্যান দপ্তরের বরাতে গতকাল শুক্রবার এ তথ্য জানিয়েছে এএফপি। প্রতিবেদনে ফরাসি সংবাদ সংস্থাটি জানিয়েছে, তীব্র বৈদেশিক মুদ্রার সংকটে থাকা শ্রীলঙ্কা আমদানিতে ব্যাপক কাটছাঁট করেছে। জ্বালানি তেল, ওষুধ ও খাদ্যদ্রব্য আমদানি করা থেকেও বিরত থাকে দেশটি।

এর ফলে দেশটিতে সমস্ত পণ্যের দাম বেড়ে যায়। মূল্যস্ফীতির জেরে বিক্ষোভে ক্ষমতাচ্যুত হয় দেশটির তৎকালীন প্রেসিডেন্ট। তবে, চলতি বছরের শুরু থেকে শ্রীলঙ্কার মূল্যস্ফীতি কমতে থাকে। গত জুলাইয়ে মূল্যস্ফীতি কমে ছয় দশমিক তিন শতাংশে গিয়ে দাঁড়ায়। গত বছরের সেপ্টেম্বরেও মূল্যস্ফীতি ছিল ৬৯ দশমিক ৮ শতাংশ, যা দেশটির ইতিহাসের সর্বোচ্চ। শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, মূল্যস্ফীতির এই নিম্নগামী প্রবণতা অব্যাহত থাকবে। গত বছরের এপ্রিলে শ্রীলঙ্কা তাদের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় দেশটির সরকার নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করে। ওই সময় দেশটির বৈদেশিক ঋণ ছিল চার হাজার ৬০০ কোটি মার্কিন ডলার। এতে দেশটিতে গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। জনতার রোষের মুখে দেশ ছেড়ে পালান সাবেক প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে। পরে, বিদেশে থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। ওই সময় অর্থমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহে প্রেসিডেন্ট হন। অর্থনীতি পুনরুদ্ধার ও সংকট কাটাতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কাছে জরুরি ভিত্তিতে ২৯০ কোটি ডলার ঋণ চায় শ্রীলঙ্কা। আইএমএফ সেটি দিতেও সম্মত হয়। চলতি মাসে কলোম্বোতে যাবে আইএমএফের একটি প্রতিনিধি দল। এই সফরে দেশটির ধ্বংস-প্রাপ্ত অর্থনীতি পর্যালোচনা করবে দলটি। এরপরেই দেশটির জন্য ঋণের আরও ৩৩ কোটি ডলার ছাড় করবে বৈশ্বিক সংস্থাটি।

বিনোদন

জায়েদকে কলকাতার ইন্ডাস্ট্রিতে দেখতে চান সায়ন্তিকা

বিনোদন ডেস্ক : প্রথমবার বাংলাদেশের সিনেমায় চিত্রনায়ক জায়েদ খানের সঙ্গে অভিনয় করতে এসেছেন টালিউড নায়িকা সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতোমধ্যে 'ছায়াবাজ' সিনেমার শুটিং শুরু হয়েছে কক্সবাজারে। তার আগে কলকাতা থেকে বুধবার সকালে ঢাকায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান সায়ন্তিকা। আর সেখানে জায়েদ খানের সঙ্গে তাঁর দেখা মিলে। 'ছায়াবাজ' সিনেমায় সায়ন্তিকার চরিত্রের নাম ডায়না। বাংলাদেশের সিনেমাতে শুটিংয়ে যোগ দিয়ে এখানকার আতিথেয়তায় উচ্ছ্বাস ও আনন্দের কথা ব্যক্ত করেন সায়ন্তিকা। কক্সবাজার শুটিং লোকেশন থেকে এক গণমাধ্যমকে অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বলেন, 'প্রথমবার বাংলাদেশে এসে শুটিংও শুরু করেছি। তাও আবার পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমুদ্র সৈকতে। কী সুন্দর জায়গা। মনেই হচ্ছে না যে শুটিং করছি। খুবই ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে, ছুটিতে ঘুরতে এসেছি এখানে। এত আরামদায়কভাবে, সুন্দরভাবে শুটিং চলছে।' সায়ন্তিকা বলেন, 'নায়ক জায়েদ খানসহ সিনেমার পুরো টিম যেভাবে আমাকে সম্মান দেখাচ্ছেন, ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। আগেও শুনেছি, এসে প্রমাণও পেলাম বাংলাদেশের মানুষের আন্তরিকতা, আতিথেয়তা, আপ্যায়নের বিষয়ে কোনো কথা হবে না। এককথায় দারুণ।' সায়ন্তিকা বলেন, 'বিমানবন্দরে আমাকে নিতে গিয়েছিলেন জায়েদ খান। কী সুন্দর ব্যবহার তার! প্রথম দেখায়ই কথা বলে মনে হয়েছে, অসাধারণ মানুষ। যে কোনো শিল্পীর এটি অনেক বড় গুণ। আমার কাছে মনে হয়েছে, তার মধ্যে সেই গুণ আছে। হতে পারে একসময় কলকাতার ইন্ডাস্ট্রিতেও জায়েদ খান কাজ করবেন। আমি এখানে কাজ করতে এসেছি, জায়েদও ওখানে কাজ করতে যাবেন। আমিও চাই এটি।' আগে থেকে জায়েদ খানের সঙ্গে জানাশোনা ছিল না সায়ন্তিকার। বাংলাদেশে এসেই তার সঙ্গে প্রথম দেখা, প্রথম পরিচয়। তবে প্রথম পরিচয়েই জায়েদ খানের ব্যবহারে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন তিনি।

৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ৩০ বছরের পুরোনো গান

বিনোদন ডেস্ক : দেশের ঐতিহ্যবাহী ব্যান্ড সোলস ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে তাদের ৩০ বছরের পুরোনো একটি গান নতুন আবহে প্রকাশ করেছে। বুধবার রাতে দলটির ইউটিউব চ্যানেলে 'সাগরের প্রান্তরে' নামের সেই গানটি উন্মুক্ত হয়েছে। গানটি প্রকাশ হয়েছিল ১৯৯৩ সালে সোলস-এর সুপারহিট 'এ এমন পরিচয়' অ্যালবামে। তখনও গেয়েছিলেন নাসিম আলী খান। এখনও তার কণ্ঠেই এটি প্রকাশ হলো। জানা গেছে, সোলস এটিকে বাংলায় রূপান্তর করেছে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত ইংরেজি ভাষার 'জ্যামাইকা ফেয়ারওয়েল' গান থেকে। এটির কথা, সুর ও কণ্ঠ আমেরিকান শিল্পী হ্যারি বেলাফন্ট-এর। যিনি চলতি বছরের ২৫ এপ্রিল ম্যানহাটন শহরে নিজ বাসায় মারা যান। বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। গানটি সোলসের নিজস্ব না হলেও, এটি প্রকাশের পর দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

তিন দশক পর গানটির নতুন সংগীতায়োজন প্রসঙ্গে দলনেতা পার্থ বড়ুয়া বলেন, ''সাগরের প্রান্তরে' গানটি সবারই পরিচিত। পুরোনো কালজয়ী এই গানটি নতুন করে সংগীতায়োজন করেছি।

জেমসকে এমন লুকে আগে কেউ দেখেনি!

বিনোদন ডেস্ক : সাধারণত রক স্টাইলে শ্রোতাদের সামনে হাজির হন জেমস। তবে এবার তাকে দেখা গেল ভিন্ন রূপে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাউল বেশে রীতিমতো চমকে দিয়েছেন ভক্তদের। এ যেন ভিন্ন এক জেমস। নেটমাধ্যমে গায়কের একটি ছবি ভেসে বেড়াচ্ছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, গিটার হাতে বাউল বেশে বসে আছেন জেমস। বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) ব্যবহার করে বিভিন্ন তারকা অভিনয়শিল্পী, সংগীতশিল্পী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের ছবি তৈরি করা হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবিগুলো প্রকাশ করা মাত্রই ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে। নেটমাধ্যমে দুদিন আগেই ভাইরাল হয় প্রয়াত চিত্রনায়ক সালমানশাহর একটি ছবি। খ্যাতিমান এই নায়কের ছবিটি তৈরি করেন রাজিব জাহান ফেরদৌস নামের একজন এআই প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ার। প্রিয় তারকার এমন প্রত্যাবর্তনে রীতিমতো হুমড়ি খেয়ে পড়েন সালমানশাহর ভক্তরা। এবার ভার্চুয়াল জগতে ভাইরাল হলো জেমসের এআই লুক। আর গায়কের এআই ছবিটি তৈরি করেছেন সংগীতশিল্পী ও ফটোগ্রাফার অভিষেক ভট্টাচার্য্য। মঙ্গলবার (২৯ আগস্ট) রাতে এআই ব্যবহারের মাধ্যমে জেমস, অর্ণবসহ ১২টি ছবি তৈরি করে ফেসবুকে পোস্ট করেন তিনি। এ প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, ব্যক্তিগতভাবে যেসব শিল্পীদের গান শুনতে পছন্দ করি, মূলত সেখান থেকে প্রিয় কয়েকজন শিল্পীর ছবি এআই'র মাধ্যমে তৈরি করেছি। যেখানে দেখা যাচ্ছে জেমস বৃদ্ধ হয়েছেন, বাউল বেশে বসে আছেন।

মুক্তি পাচ্ছে মান্নার সিনেমা 'জীবন যন্ত্রণা'

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকাই সিনেমায় নব্বই দশকের জনপ্রিয় নায়ক প্রয়াত মান্না। এ অভিনেতার শেষ সিনেমা 'জীবন যন্ত্রণা' মুক্তি পায়নি। তবে এবার মান্না ভক্তদের জন্য সুখবর হলো, মৃত্যুর ১৫ বছর পর প্রযোজক সিনেমাটি নতুন করে মুক্তির কথা ভাবছেন। এর আগে, একাধিকবার পরিকল্পনা করা হলেওছিবিটির মুক্তি পিছিয়ে গেছে। এবার আগামী ১৫ ডিসেম্বর এটি মুক্তি দেয়ার পরিকল্পনা করেছে প্রযোজনা সংস্থা। গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিনেমার প্রযোজক খোরশেদ আলম খসরু। তিনি বলেন, 'এটি মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা। তাই মুক্তিযুদ্ধের বিশেষ দিনকে সামনে রেখেই মুক্তি দিতে চাই। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ১৫ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে সিনেমাটি।' এছাড়া সিনেমাটি এতোদিন মুক্তি না পাওয়ার বিষয়ে খসরু বলেন, 'লীলামন্থন নাম দিয়ে সিনেমাটির কাজ শুরু করেছিলাম। ওই নামে ২০১১ সালে সেন্সরে জমা দিই। নাম নিয়ে সেন্সর বোর্ডের আপত্তির কারণে ছাড়পত্র পেতে দেরি হয়। এরপর নানা জটিলতায় সিনেমাটি আর মুক্তি দেয়া সম্ভব হয়নি।'

মেয়ের সঙ্গে ভাইরাল নাবিলা

বিনোদন ডেস্ক : দেশের জনপ্রিয় উপস্থাপিকা, মডেল ও অভিনেত্রী মাসুমা রহমান নাবিলা। ক্যারিয়ারে অনেকটা বেছে বেছেই কাজ করেন তিনি। ২০১৮ সালে শৈশবের বন্ধু জোবায়দুল হক রিমের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসারে মনযোগী হয়েছেন এই তারকা। ২০২১ সালের ২১ জুলাই সেই সংসারে এই দম্পতির কোল আলো করে জন্ম নেয় কন্যাসন্তান মালহা মাসুমা হক স্মিহা। বর্তমানে স্বামী-সন্তানকে নিয়ে বেশ সুখেই দিন পার করছেন নাবিলা। সম্প্রতি নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে মেয়ের সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করেছেন নাবিলা। ক্যাপশনে জুড়ে দিয়েছেন দুটি লাভ ইমোজি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে গেছে সেই ছবিটি। ওই ছবিতে দেখা যায়, অভিনেত্রীর পরনে রয়েছে নীল রঙের একটি শাড়ি। অন্যদিকে নাবিলার মেয়ে স্মিহা পরেছে ধুসর রঙের একটি ফ্রক। পরম আদরে মেয়েকে জড়িয়ে রয়েছেন নাবিলা। বেশ আদর মাখা হাতে যেন মেয়েকে আগলে রেখেছেন এই অভিনেত্রী। ছবিটি পোস্ট করার সঙ্গে সঙ্গে ১৫ হাজারেরও বেশি প্রতিক্রিয়া পড়েছে নেটিজেনদের। রিতিমতো মন্তব্যের ঝড় উঠেছে নাবিলার কমেন্টবক্সে। একজন লিখেছেন, মাশাআল্লাহ, পরী একটা। নাবিলার এক ভক্ত লেখেন, মাশআল্লাহ বিউটিফুল। আরেক নেটিজেন লিখেছেন, প্রিন্সেস।

জওয়ান'র টিকেট পেতে মরিয়া দর্শক

বিনোদন ডেস্ক : বৃহস্পতিবার সামনে এসেছে শাহরুখ খানের 'জওয়ান' সিনেমার ট্রেলার। যা প্রকাশ্যে আসতেই রীতিমত 'জওয়ান' ঝড়ে কাবু হয়ে পড়েছেন শাহরুখ ভক্তরা। তারই মাঝে শুক্রবার থেকে ভারতে শুরু হয়ে গেল জওয়ানের অগ্রিম টিকিট বুকিং। জানা গেছে, সারা ভারত জুড়ে হুড়মুড়িয়ে চলছে সেই বুকিং। ছবির প্রযোজনা সংস্থা রেড চিলিসের টুইট হ্যান্ডেল থেকে প্রকাশ করা হয়েছে জওয়ানের অগ্রিম টিকেট বুকিংয়ের লিঙ্ক। যেখানে দেখা গেছে, বুক মাই শো, পেটিএম এবং অ্যামাজনের মাধ্যমে অগ্রিম টিকিট বুকিং করা যাচ্ছে 'জওয়ান' এর। শুধু তাই নয়, অগ্রিম টিকেট বিক্রি শুরুর ঘণ্টা খানেকের ভেতরই ২০ হাজারেরও বেশি টিকেট বিক্রি হয়ে গেছে! কিন্তু ভারতে কেমন দামে বিক্রি হচ্ছে শাহরুখের 'জওয়ান'র টিকেট জানেন কি? জানা গেছে, টুডি এবং আইম্যাক্স ফরম্যাটে প্রেক্ষাগৃহে দেখা যাবে শাহরুখের 'জওয়ান'। মুম্বাইয়ের শাহরুখ ভক্তদের যার জন্য গুনতে হবে ২৩০০ টাকা, যা মুম্বাইয়ের সবচেয়ে দামি টিকিটের দাম এবং দিল্লিতে সবচেয়ে দামি টিকিটের দাম ২৪০০ টাকা। যদিও দামের জন্য মোটেও টিকেট বিক্রি আটকে থাকছে না! কলকাতায় কেমন দামে বিক্রি হচ্ছে জওয়ানের অগ্রিম টিকিট? মানি স্কয়ারে টিকিটের দাম শুক্রবার সর্বাধিক ৭৫০ টাকা। সেই তুলনায় সিটি সেন্টার ২-তে টিকিট মিলবে ৩৫০ টাকার মধ্যে। সাউথ সিটিতে রাতের শো-র টিকিটের দাম ১৭০০ টাকার কাছাকাছি এবং কোয়েস্টে ১১৭০ টাকা। তবে মফস্বল অঞ্চলের দিকে দাম কিছুটা কম। দমদমের ডায়মন্ড প্লাজায় শুক্রবারের রাতের শো-র টিকিটের দাম সর্বাধিক ৫৫০ টাকা। মধ্যমগ্রাম, বারাসতের স্টার মল বা সিটি মলে ৩০০ টাকার মধ্যে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। হাওড়ার অবনীতেও টিকিটের দাম ৪৫০-এর মধ্যে।

বাঘায় নকল রাজস্ব স্ট্যাম্পসহ আটক ১

রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর বাঘায় নকল রাজস্ব স্ট্যাম্পসহ শহিদুল ইসলাম (৪০) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত্র সাড়ে ১২ টার দিকে র‌্যাব-৫ এর একটি অপারেশন দল তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করে। শহিদুল ইসলাম উপজেলার বলিহার বেতীপাড়া গ্রামের নুর মোহাম্মদের ছেলে। এ বিষয়ে রাজশাহী র‌্যাব-৫ এর অধিনায়ক রিয়াজ শাহরিয়ার সাংবাদিকদের বলেন, শহিদুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন এলাকায় নকল রাজস্ব স্ট্যাম্প পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় কর আসছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১ লক্ষ ৩১ হাজার পিচ বিভিন্ন ধরনের নকল রাজস্ব স্ট্যাম্প জব্দ করা হয়। এ বিষয়ে বাঘা থানার দায়িত্বরত ডিউটি অফিসার উপপুলিশ পরিদর্শক নাসরিন খাতুন বলেন, রাজশাহী র‌্যাব-৫ বাদি হয়ে প্রতারনার মামলা দায়ের করেছেন। আসামি শহিদুল ইসলাকে শনিবার আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

জিআর ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি আটক

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : দেবহাটা থানা পুলিশের অভিযানে একাধিক জিআর ওয়ারেন্টভূক্ত ১ আসামি গ্রেপ্তার হয়েছে। আটককৃতকে শুক্রবার সকালে বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরন করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, পুলিশ সুপার কাজী মনিরুজ্জামান (পিপিএম) এর দিক নির্দেশনায় ও সহকারী পুলিশ সুপার (দেবহাটা সার্কেল) এসএম জামিল আহমেদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং দেবহাটা থানার অফিসার ইনচার্জ বাবুল আক্তারের নেতৃত্বে দেবহাটা থানা এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, নিয়মিত মামলার আসামি গ্রেপ্তার, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তামিল, মাদকদ্রব্য উদ্ধার ও বিশেষ অভিযান পরিচালনাকালে ইং ০১/০৯/২০২৩ ইং তারিখ, এএসআই (নিঃ) জাহিদুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ দেবহটা থানার ০২ নং পারুলিয়া ইউনিয়নের সেকেন্দ্রা গ্রাম থেকে জিআর ৩৬৮/১৩ খুলনা থানার মামলা নং-০৪, তাং-১১/১২/২০১৩ ইং, ধারা-১৪৩/১৪৭/১৪৮ /১৪৯/১৫২/১৫৩/ ১৮৬/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৩০৭/৪২৭/৪৩৬/১০৯ পিসি এবং জিআর-৩৬৯/১৩ খুলনা থানার মামলা নং- ০৫, তাং-১৪/১২/২০১৩ ইং, ধারা-১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৫২/১৫৩/১৮৬/ ৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৩০৭/৪২৭/১০৯/৩০২ পিসি আসামি দেবহাটা উপজেলার সেকেন্দারা গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে মনজুরুল আলম (২৩) কে গ্রেপ্তার করেন। আসামীকে ইং- ০১/০৯/২৩ তারিখ বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

ধর্ষণ মামলার পালাতক আসামি গ্রেপ্তার

খুলনা প্রতিনিধি : খুলনার পাইকগাছায় ধর্ষণ মামলার পালাতক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার ঢাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পাইকগাছা থানার উপ-পুলিশ পরিদর্শক সুজিৎ ঘোষ। বৃহস্পতিবার সকালে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। গত ১২ আগস্ট ধর্ষিতা(৪০) নিজেই বাদী হয়ে পাইকগাছা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রট আদালতে মামলা করে। বিজ্ঞ বিচারক মামলাটি আমলে নেয়ার জন্য পাইকগাছা থানাকে নির্দেশ দেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা উপ-পুলিশ পরিদর্শক সুজিৎ ঘোষ জানান, উপজেলার চাঁদখালী ইউনিয়নের দেবদুয়ার গ্রামের আবদুল মজিদের ছেলে জিয়াররল গাজী(৪০) ৩ বছর ধরে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে একটি মেয়েকে জিয়ারুল বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে ধর্ষণ করে আসছে। মেয়েটি বারবার বিয়ের কথা বলে আসছে। কিন্তু সে বিভিন্ন তালবাহানা করে। গত ১১ অক্টোবর বিয়ের কথা বললে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। সে কারণে ১২ অক্টোবর আদালতে জিয়ারুলের নামে ধর্ষণ মামলা করে মেয়েটি। মামলাটি আমলে নেয়ার জন্য পাইকগাছা থানাকে নির্দেশ দেন। এ ঘটনায় থানায় ধর্ষণ মামলা হয়। ওই মামলায় পুলিশের উপপরিদর্শক সুজিৎ ঘোষ ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠিয়েছে।

বাবুগঞ্জে বসতঘর ভাংচুর, আহত ২

বরিশাল প্রতিনিধি : বরিশালের বাবুগঞ্জে বসতঘর ভাংচুর প্রতিপক্ষের হামলায় দুই নারী আহত হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে উপজেলার কেদারপুর ইউনিয়নের দক্ষিন চরজাহাপুর গ্রামে হাবিব রাঢ়ীর বাড়িতে। স্থানীয় ও অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে মোঃ হাবিব রাঢ়ী তার রেকর্ডীয় জমিতে ঘর উত্তোলন করতে গেলে প্রতিপক্ষরা বাধা প্রদান করে। এ সময় প্রতিপক্ষের হামলায় হাবিব রাঢ়ীর উত্তোলনকৃত বসত ঘর ভাংচুর করে ক্ষতিসাধন করে। এতে ভাংচুরে বাধা প্রদান করলে প্রতিপক্ষ জাকির মোল্লা ওতার ভাই দেলোয়ার মোল্লাগংরা হাবিব রাঢ়ীর স্ত্রী আকলিমা বেগম ও তার ভাইয়ের স্ত্রী নুরজাহান বেগম এর উপর হামলা চালিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। আহতদর প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের আশাংকা করছে স্থানীয়রা।

পাথরঘাটায় আগ্নেয়াস্ত্র গুলি ও মদসহ আটক ১

বরগুনা প্রতিনিধি : বরগুনার পাথরঘাটায় আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি ও বিদশেী মদসহ ১ জনকে আটক করেছে পাথরঘাটা কোষ্টগার্ড। শুক্রবার সকাল ১০টা ৪৫মিঃ উপজেলার মুন্সিরহাট এলাকায় বিআটিসি বাস থেকে আটক করা হয়। আটক ব্যাক্তি সাতক্ষীরার তালা উপজেলার আনসারউল্লাহ আজাদের ছেলে শেখ মোমিনুর ইসলাম (৩২)। কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোন পাথরঘাটা স্টেশনের স্টাফ অফিসার (অপারেশন্স) লেফটেন্যান্ট হাসান মেহেদী এর নেতৃত্বে উপজেলার মুন্সীরহাট খাল সংলগ্ন বেইলী ব্রীজ এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে ওই এলাকায় খুলনা থেকে ছেড়ে আসা পাথরঘাটাগামী একটি যাত্রীবাহী বাস (বিআরটিসি) তল্লাশী কালে ৫ টি অবৈধ এয়ারগান, ১ টি বিদেশী পিস্তল, ৫ রাউন্ড তাজা গোলা, ১ বোতল বিদেশী মদসহ অস্ত্র এবং মাদক ব্যবসায়ী শেখ মোমিনুর ইসলাম (৩১) কে আটক করা হয়। কোস্ট গার্ডের আভিযানিক দল আটককৃত অস্ত্র ও মাদক ব্যবসায়ীকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানান, পাথরঘাটা উপজেলা হতে নদীপথে লঞ্চযোগে অস্ত্র ও মাদকসহ রাজধানী ঢাকায় গমন করার উদ্দেশ্যে পাথরঘাটায় আগমন করছিলো। জব্দকৃত অস্ত্র, গুলি ও বিদেশী মদসহ আটক মোমিনুর কে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য পাথরঘাটা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

লঞ্চঘাটে গাঁজাসহ আটক ১

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুর লঞ্চঘাটে ৫ কেজি গাঁজাসহ সোলাইমান ইকবাল ইসান(২২) নামে একজন মাদক কারবারিকে আটক করেছে কোস্টগার্ড। শুক্রবার বিকেলে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার আবদুর রহমান এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এইদিন আনুমানিক দুপুর দুইটার সময় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড স্টেশন চাঁদপুর কর্তৃক স্টেশন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট মাশহাদ উদ্দিন নাহিয়ানের নেতৃত্বে, চাঁদপুর লঞ্চঘাট এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান চলাকালীন চাঁদপুর লঞ্চ ঘাট থেকে ঢাকা গামী আবে জম জম-৭ লঞ্চের দ্বিতীয় তালায় ব্যাগ হাতে একজন ব্যক্তির গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে কোস্ট গার্ড সদস্যগণ ওই ব্যক্তির ব্যাগ তল্লাশি করে এবং ব্যাগ থেকে ২ টি প্যাকেটে মোট ৫ কেজি গাঁজা জব্দ করা হয় ও মাদক কারবারি মোঃ সোলাইমান ইকবাল ইসান-২২ (গ্রামঃ হাড়লা ডাকঃ পুর্ব জোয়ারা থানাঃ চন্দনাইশ জেলাঃ চট্রগ্রাম) কে আটক করা হয়। জানা যায়, ওই তরুন জব্দকৃত মাদক (গাঁজা) কুমিল্লা হতে বিক্রির উদ্দেশ্যে চাঁদপুর হয়ে লঞ্চ যোগে ঢাকা নিয়ে যাচ্ছিল।

জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার যমুনা নদীর বড়খাল,মাঝিপাড়া ও বওলাতলী খানপাড়ায় ব্যাপক ভাবে ভাঙন শুরু হয়েছে। এক দিনে যমুনার গর্ভে বিলীন হয়েছে অন্তত দশটি পরিবারের বসতভিটা।

যমুনার ভাঙনে বিলিন বড়খাল এলাকা

জামালপুর প্রতিনিধি : উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ীঢলে বন্যার পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে শুরু হয়েছে রাক্ষুসী যমুনার ব্যাপক ভাঙন। গত বৃহস্পতিবার স্বরেজমিনে খোঁজ নিয়ে দেখাগেছে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার যমুনা নদীর বড়খাল, মাঝিপাড়া ও বওলাতলী খানপাড়ায় ব্যাপক ভাবে ভাঙন শুরু হয়েছে। এক দিনে যমুনার গর্ভে বিলীন হয়েছে অন্তত দশটি পরিবারের বসতভিটা। ভাঙন কবলীত এলাকায় জামালপুরের পানি উন্নয়ন বোর্ডের ডাম্পিং করা বালিভর্তি জিও ব্যাগ পানির তীব্র স্রোতে বিলিন হতে চলেছে। এতে করে ভিটামাটি হারানোর শঙ্কা আবারও নতুন করে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে বড়খাল এলাকাবাসীর। জামালপুরের পানি উন্নয়ন বোর্ড সুত্রে জানাযায়,যমুনার বামতীর দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার বড়খাল গ্রামে গত ২০২১ সালে ১০০ মিটার এলাকাজুড়ে ভাঙন শুরু হলে পাউবো বালিভর্তি জিওব্যাগ নদীতে ডাম্পিং করে। এ এ সময় পাউবো ১৫০ মিটারবালিভর্তি জিওব্যাগ ডাম্পিংকরে ভাঙ্গন রোধ করেন। চলতি মৌসুমে বৃহস্পতিবার সেই ডাম্পিং খরস্রোতা যমুনার স্রোতের আবারও ডাম্পিং নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ফলে বড়খাল, মাঝিপাড়া ও বওলাতলী খানপাড়ায় অব্যাহত ভাঙ্গন দেখা দেয়। ভাঙঙ্গনের তীব্রতা এতই বেশী যে একইদিনে অন্তত ১০টি পরিবারের বসত ভিটা যমুনার ভাঙনে বিলীন হয়ে যায়। বর্তমানে হুমকির মুখে পড়েছে কোটি টাকা ব্যয়ে নব নির্মিত তিন তলা বিশিষ্ট ঐতিহ্যবাহী বড়খাল উচ্চ বিদ্যালয়, হলকারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বেশক'টি মসজিদ/মাদ্রসা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,শতশত পরিবারের বসত ভিটা, আবাদি জমি। এলাকাবাসীর দাবী দ্রুত সময়ের মধ্যে ভাঙন রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অল্প সময়ের মধ্যে যমুনার গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন ভুক্তভোগিরা। বশত ভিটা ভাঙনের শিকার হোসেন আলী খটটু বলেন, একসময় আবাদি জমি বসতভিটা সবই ছিল আমার। সর্বনাশা যমুনা নদী সব কিছুই গ্রাস করে সর্বশান্ত করে ফেলেছে। যতকুটু সর্বশেষ ছিল মাথাগুজার ঠাঁই,তাও রাক্ষসী যমুনা বিলীন হয়ে গেল। এখন আমি পরিবার পরিজন নিয়ে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিব। বড়খাল গ্রামের তোতা মিয়া জানান, দীর্ঘ দিন থেকে এ এলাকা যমুনার ভাঙনে জর্জরিত। পানি উন্নয়ন বোর্ড তড়িঘড়ি করে জিও ব্যাগ ফেলে সাময়িক ভাবে ভাঙন রোধের ব্যবস্থা নিয়ে ছিল,কিন্তু তাদেও সে চেষ্টাও বিফলে গেল। মাঝিপাড়া গ্রামের বাদল চন্দ্র দাস বলেন, বিগত দিনে যমুনার গর্ভে শতশত মানুষের বসত ভিটা বিলীন হয়েছে। যতটুকু ছিল তা' এ বৎসর আবারও ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। এভাবে অব্যাহত ভাঙ্গন চলতে থাকলে অফল্প দিনের মধ্যে বড়খাল, মাঝিপাড়া ও বওলাতলীখানপাড়াসহ চরডাকাতিয়া ও খোলাবাড়ী এলাকা যমুনার গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। তাই এলাকাবাসীর দিন কাটছে ভাঙন আতঙ্কে। এ বিষয়ে চিকাজানী ইউপি চেয়ারম্যান মো. আশরাফুল ইসলাম আক্কাস বলেন, অতিদ্রুত সময়ের মধ্যে ভাঙ্গন রোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে বিশাল এলাকা যমুনার গর্ভে বিলিন হবে।তাই দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহনের দাবী জানান। এ বিষয়ে জামালপুর পানি উন্নয়ন বোর্ড(পাউবো) এর নির্বাহী প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম বলেন, যমুনার ভাঙন রোধের স্থায়ীব্যবস্থার গ্রহণের জন্যে সমীক্ষা চলমান রয়েছে। সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী ভাঙন রোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান।

গৃহহীন মুক্ত'র দ্বারপ্রান্তে কিশোরগঞ্জ জেলা

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশের ন্যায় কিশোরগঞ্জে ২৪৮৩টি আশ্রয়ণের ঘর প্রদান করা হয়েছে। জেলার তেরটি উপজেলার মধ্যে ১১টি উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন ঘোষণা করা হয়েছে। ২টি উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। শুক্রবার সকালে কিশোরগঞ্জ জেলার আশ্রয়ণ প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন,আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব) আবু ছালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান। প্রথমে তিনি জেলা সদরের যশোদল ইউনিয়নের দামপাটুলী আশ্রয়ণ প্রকল্পের বিভিন্ন ঘর ও আশ্রিতা মানুষের জীবন মানের খোঁজ খবর নেন এবং তাদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেন। প্রকল্পের গুনগত মান দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরে একটি গাছের চারা রোপন করেন। এ সময় তাঁর সাথে ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, এডিএম কাজী মহুয়া মমতাজ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এ টি এম ফরহাদ চৌধুরী, কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, সহকারী কমিশনার সুশান্ত সিংহ,সদরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো: রফিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা প্রকৌশলী মোজাম্মেল হক,যশোদল ইউপি চেয়ারম্যান ইমতিয়াজ সুলতান রাজনসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ ও জেলায় কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ জানান, কিশোরগঞ্জে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ঘর পেয়েছেন ২৪৮৩টি অসহায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার। সেইসাথে কিশোরগঞ্জ জেলার ১১টি উপজেলা (হোসেনপুর, করিমগঞ্জ, বাজিতপুর, কুলিয়ারচর, নিকলী, মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ সদর, কটিয়াদী, পাকুন্দিয়া, ভৈরব, অষ্টগ্রাম) উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২টি(ইটনা ও তাড়াইল) উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

রাঙ্গামাটি : বিএফডিসির অবতরণ ঘাটে মৎস্য ব্যাসায়ীদের কর্ম তৎপরতা শুরু হওয়ায় শহরের মাছের বাজারগুলোতেও প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে।

প্রথম দিনেই ৩০ মেট্রিক টন মাছ আহরণ

রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি : দেশের সর্ববৃহৎ কৃত্রিম জলরাশি রাঙ্গামাটির কাপ্তাই হ্রদে ৪ মাস ১২ দিন বন্ধ থাকার পর আবারো মাছ শিকার শুরু হয়েছে। আর মধ্যরাত থেকে চিরচেনা রূপে ফিরছে কাপ্তাই হ্রদ। শুরুর প্রথম দিনই রাঙ্গামাটির কাপ্তাই হ্রদ থেকে দুপুর পর্যন্ত ৩০ মেট্রিক টনের অধিক মাছ আহরণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিএফডিসি। বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে জেলেরা মাছ শিকার শুরু করায় সকাল থেকে রাঙ্গামাটির বিএফডিসির অবতরণ ঘাটে মৎস্য ব্যসায়ীদের কর্ম তৎপরতা শুরু হওয়ায় প্রাণ চাঞ্চল্য ফিরেছে ব্যবসায়ী ও কর্মচারীদের মাঝে। খুলে দেয়া হয়েছে শহরের সকল বরফ কল। জেলে ও মাছ ব্যসায়ীদের তৎপরতা শুরু হওয়ায় রাঙ্গামাটি শহরের মাছের বাজারগুলোতেও প্রাণচাঞ্চল্যে ফিরে এসেছে। রাঙ্গামাটির কাপ্তাই হ্রদে কার্প জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন, পোনা মাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণসহ কাপ্তাই হ্রদের প্রাকৃতিক পরিবেশকে মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসনের এক আদেশে গত ২০ এপ্রিল মধ্যরাত থেকে তিন মাসের জন্য কাপ্তাই হ্রদের সকল প্রকার মাছ শিকার নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু এর মধ্যেও কাপ্তাই হ্রদে কাঙ্খিত পরিমাণ পানি না থাকায় দুই দফায় নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়িয়ে ৩১ আগস্ট নির্ধারণ করা হয়। বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে প্রশাসন মাছ শিকারের নিষিদ্ধের আশে তুলে নেয়ায় জেলেরা আবারো মাছ শিকার শুরু করে। রাঙ্গামাটি জেলা মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক উদয়ন বড়ুয়া জানান, কাপ্তাই হ্রদে ৪ মাস ১২ দিন মাছ শিকার বন্ধের পর মাছ আহরণ শুরু হওয়ায় রাঙ্গামাটির বিএফডিসির অবতরণ ঘাটে প্রথম দিনে প্রচুর পরিমাণ মাছ এসেছে এবং এবার সাইজেও বড়।

তানোরে শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর তানোরে হেরোইন ও ইয়াবাসহ ঠাকুরপুকুর মহল্লার সেই আলোচিত শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী আকরাম আলীকে (৪৬) গ্রেপ্তার করেছে তানোর থানা পুলিশ। তবে, তার স্ত্রী মাদকের কয়েকটি প্যাকেট নিয়ে কৌশলে পালিয়েছে। বৃহস্প্রতিবার সন্ধ্যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আকরামের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সাড়ে ১৬ গ্রাম হেরোইন ও ৬৫ পিচ ইয়াবাসহ তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এছাড়াও পৃথক অভিযানে দুইজন সেবনকারীকেও রাতে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃত ওই দু'জনকে থানা পুলিশ তানোর সহকারী কমিশনার (ভূমি) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আবিদা সিফাতের ভ্রাম্যমান বিজ্ঞ আদালতে হাজির করেন। বিজ্ঞ আদালত গ্রেপ্তারকৃত ওই দু'জনকে ৬ মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদন্ডের আদেশ দেন। ভ্রাম্যমান আদালতে দন্ডপ্রাপ্তরা হলেন, তানোর পৌর এলাকার গুবিরপাড়া মহল্লার আবদুর রহমানের পুত্র আবদুর রহমত আলী (৪২) ও আমশো মহল্লার মৃত সৈয়দ আলীর পুত্র ফজলু (৪০)। এব্যাপারে তানোর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবদুর রহিম বলেন, গ্রেপ্তারকৃত আকরাম আলী তানোর থানার তালিকাভুক্ত শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী। এরআগেও তাকে কয়েক বার গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারপরও গোপনে এলাকায় হেরোইন ও ইয়াবার ব্যবসা করে আসছিলো আকরাম। এমন খবর পেয়ে তাকে হাতে নাতে গ্রেপ্তারের চেষ্টায় ছিল পুলিশ। এঅবস্থায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ঘটনায় তানোর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে পুলিশ স্কটের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়।

চিরিরবন্দরে বিনামুল্যে মেডিকেল ক্যাম্প

দিনাজপুর প্রতিনিধি : চিরিরবন্দরে উপজেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বিনামুল্যে মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ১০ টায় চিরিরবন্দর সরকারি মডেল পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সপরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা জানাতে উপজেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে বিনামুল্যে মেডিকেল ক্যাম্প ও চক্ষু শিবির কার্যক্রম করা হয়েছে। ওই কর্মসূচিতে ভার্চুয়ালী প্রধান অতিথি হিসেবে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী এমপি। উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সুনীল কুমার সাহার সভাপতিত্বে এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ব বিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান ডাঃ প্রফেসর সালাউদ্দীন শাহ, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবদুল আলিম সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আজিম উদ্দীন সরকার গোলাপ, ইউপি চেয়ারম্যান নুর এ কামাল প্রমূখ বক্তব্য রাখেন। মেডিকেল ক্যাম্পে সকল রক্তরোগ, মেডিসিন, সার্জারী, কার্ডিওলজি,শিশু, শিশু সার্জারী, গাইনী এণ্ড অবস, অর্থোপেডিক্স, ফিজিক্যাল মেডিসিন, ইএনটি ও গাওসুল আযম বিএনএসবি আই হাসপাতালের সহযোগিতায় চক্ষু পরিক্ষাসহ অপারেশন করা হয়।

শ্রীমঙ্গলে বিটিইএসএ'র সংবাদ সম্মেলন

মৌলভী বাজার প্রতিনিধি : শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মজুরী বোর্ড শাখা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত গেজেট সংশোধন করে প্রকাশের দাবীতে সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ টি এষ্টেট স্টাফ এসোসিয়েশন। শুক্রবার দুপুরে অ্যাসোসিয়েশনের শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত কেন্দ্রিয় কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ জাকারিয়া আহমদ। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মজুরী বোর্ড শাখা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট ১০ আগস্ট ২০২৩ মোতাবেক চা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক ও কর্মচারীদের মজুরী সংক্রান্ত চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশিত হয়। এই চূড়ান্ত গেজেটে শ্রমিক ও কর্মচারীদের স্বার্থের সহিত সাংঘর্ষিক এবং মজুরীসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পূর্বাবস্থা থেকে খর্ব করা হয়েছে, যাহা প্রচলিত শ্রম আইন ও বাংলাদেশীয় চা সংসদের (বিসিএস) সহিত অত্র সংগঠনের দ্বিপাক্ষিক চুক্তিনামার সাথে সাংঘর্ষিক।

চিলমারীতে ধসে যাওয়া বাঁধের অংশ মেরামত

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামের চিলমারীতে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় স্রোত্রের তোড়ে বৃহস্পতিবার রানীগঞ্জ মাগুরা বিল ২ গেটের রেগুলেটরের ভাটিতে ব্রক্ষপুত্র নদের বন্যা প্রতিরক্ষা বাঁধের অংশে ৫০মিটার জায়গা জুড়ে ধস দেখা দেওয়ায় গোটা উপজেলাবাসী বন্যা আশংকায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। পানি উন্নয়ন বোর্ড চিলমারী তাৎক্ষণিক ভাবে বালি ভর্তি জিও ব্যাগ দিয়ে বাঁধের ধসে যাওয়া অংশে মেরামতের কাজ শুরু করে। শুক্রবার দুপুরে পানি উন্নয়ন বোর্ড রংপুরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ আহসান হাবিব বাঁধের ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করে জানান, বাঁধের ধসে যাওয়া অংশ বালি ভর্তি জিও ব্যাগ দিয়ে মেরামতের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। গোটা উপজেলা বন্যা কবলিত হওয়ার সম্ভবনা নেই। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন পানি উন্নয়ন বোর্ড কুড়িগ্রামের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন, বিভাগীয় প্রকৌশলী মোঃ আবদুল কাদের।

মৎস্য শিকার প্রতিযোগীতার উদ্বোধন

সেনবাগ প্রতিনিধি : নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার ঐতিহ্যবাহী কেশারপাড় দিঘীতে মৎস্য শিকার প্রতিযোগীতার উদ্বোধন করা হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে নোয়াখালী-২ (সেনবাগ সোনাইমুড়ী আংশিক) আসনের এমপি ও সেনবাগ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব মোরশেদ আলম মৎস্য শিকার প্রতিযোগীতার উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন-সেনবাগ উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ডমুরুয়া ইউপি চেয়ারম্যান শওকত হোসেন কানন, কেশারপাড় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি সাবেক চেয়ারমম্যান বেলাল ভূঁইয়া প্রমুখ। দিঘীর ইজাদার মোঃ জুয়েল জানায়, শতবর্ষী কেশারপাড় দিঘীতে ৭০জন মৎস্য শিকারী ২৩ হাজার টাকা মূল্যে টিকিট ক্রয় করে প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করে।

দুর্গাপুরে কবরস্থান পরিচ্ছন্ন অভিযান

নেত্রকোনা প্রতিনিধি : সেবাই হোক ব্রত-পথ চলাই অঙ্গীকার এই প্রতিপাদ্যে দুর্গাপুর পৌর শহরের তেরী বাজার এলাকার স্বেচ্ছাসেবক দল ও সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহনে কবরস্থান পরিচ্ছন অভিযান শুরু হয়েছে। শুক্রবার সর্বশেষ পরিচ্ছন্ন অভিযানের মধ্যদিয়ে এ কর্মসূচি সম্পন্ন হয়।

সপ্তাহব্যাপি এ অভিযানে দুর্গাপুর পৌর শহরের কেন্দ্রীয় কবরস্থান সম্পুর্ন পরিস্কার করেছেন বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। তারা বলেন, দীর্ঘ দিন ধরে পরিস্কার না করায় আগাছা ও ঝোপ-ঝাড়ে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে পৌর শহরের কেন্দ্রীয় কবরস্থানটি। এতে করে মৃতদের কবর দিতে তাদের স্বজনদের কষ্ট হত।

নবনির্মিত মসজিদ ভবনের উদ্বোধন

রাণীনগর (নওগাঁ) প্রতিনিধি : নওগাঁর রাণীনগরে নবনির্মিত মসজিদ ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে। শুক্রবার জুমার নামাজের আগে উপজেলার কামিশপুর দরগাপাড়া গ্রামে দ্বিতল ভিত বিশিষ্ট একতলা নূরারী জামে মসজিদ ভবনের উদ্বোধন করেন স্থানীয় এমপি আলহাজ্ব মো. আনোয়ার হোসেন হেলাল। সম্পন্ন নিজস্ব অর্থায়নে ভবন নির্মান করে দেন এমপি আনোয়ার হোসেন হেলাল। এমপি আনোয়ার হোসেন হেলাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ফলক উন্মোচন করেন। পরে এক দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ফিতা কেটে নামাজের জন্য মসজিদটি সকল মুসল্লীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এ সময় উপজেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ইব্রাহিম আলী মন্ডল, প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক আবদুল খালেক, সদস্য রাহিদ সরদার, উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান জার্জিস হাসান মিঠু, জেলা পরিষদ সদস্য জাকির হোসেন জয় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ইউএস ওপেনের কোর্টে ইতিহাস গড়লো চীনা

স্পোর্টস ডেস্ক : গত বছর ইউএস ওপেনের ফাইনালে উঠেছিল ক্যাসপার রুদ। নরওয়েজিয়ান তারকা এবার তাই শিরোপা জয়ের স্বপ্ন এঁকেই শুরু করেছিলেন ইউএস ওপেনের মিশন। কিন্তু রুদের সেই স্বপ্ন চুরমার হলো দ্বিতীয় রাউন্ডেই। টুর্নামেন্টের পঞ্চম বাছাই ক্যাসপারকে রুদের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিয়ে ইতিহাস গড়েছেন চীনের ঝ্যাং ঝিঝেন। পুরুষদের র‍্যাংকিংয়ের ৫ নম্বর তারকা রুদকে হারিয়ে তৃতীয় রাউন্ডে পা রেখেছেন র‍্যাংকিংয়ের ৬৭ নম্বর খেলোয়াড় ঝ্যাং ঝিঝেন। চীনের প্রথম পুরুষ টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে র?্যাংকিংয়ের শীর্ষ ৫-এর কোনো খেলোয়াড়কে হারানোর কীর্তি গড়েছেন ঝ্যাং ঝিঝেন। ২৪ বছর বয়সী রুদের বিপক্ষে জয় পেতে ২৬ বছর বয়সী ঝ্যাং ঝিঝেনকে অবশ্য ঘাম ঝরাতে হয়েছে। নিউ ইয়র্কের ফ্ল্যাশিং মিডোর আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে করতে হয়েছে ৩ ঘণ্টা ১৯ মিনিটের ম্যারাথন লড়াই। শেষ পর্যন্ত ঝিঝেন জয়ী হয়েছেন ৬-৪, ৫-৭, ৬-২, ০-৬, ৬-২ গেমে। প্রথম রাউন্ডে জে জে উলফকে হারানো ঝ্যাং ঝিঝেন তৃতীয় রাউন্ডে মুখোমুখি হবেন অস্ট্রেলিয়ার রিনকি হিজিকাতার। এ নিয়ে দ্বিতীয় বারের মতো গ্র্যান্ড স্লাম এককের তৃতীয় রাউন্ডে উঠলেন ঝ্যাং ঝিঝেন। এর আগে এ বছরই ফ্রেঞ্চ ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছিলেন তিনি। মজার ব্যাপার হলো, ফ্রেঞ্চ ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে এই ক্যাসপার রুদের কাছে হেরেই বিদায়ঘণ্টা বেজেছিল ঝ্যাং ঝিঝেনের। সেটাই ছিল তাদের প্রথম সাক্ষাৎ। দ্বিতীয় সাক্ষাতেই সেই হারের প্রতিশোধ নিলেন চীনা তারকা। পাশাপাশি ইউএস ওপেনে গত বছরের দুঃস্মৃতিও মুছে ফেলেছেন। ২০২২ সালে এই ইউএস ওপেনের প্রথম রাউন্ডে ডাচ খেলোয়াড় টিম ফন রিথোভেনের কাছে হতাশাজনক হারটা এখনো ভুলতে পারেননি। সেবারও রিথোভেনের সঙ্গে লড়াইটা পঞ্চম সেটে নিয়ে গিয়েছিলেন ঝ্যাং ঝিঝেন। কিন্তু পঞ্চম সেটে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। সাত সাত বার ম্যাচ পয়েন্ট হারান তিনি! গত বৃহস্পতিবারের ইতিহাস গড়া জয়ের পর সেই হতাশার স্মৃতির কথা স্মরণ করে ঝ্যাং ঝিঝেন বলেছেন, 'আমি বলতে চাই, গত বছরের ইউএস ওপেনের স্মৃতিটা খুবই বাজে ছিল। তবে এ বছরের চিত্রটা একটু ভিন্ন।' একটা ইতিহাস গড়ার পর আরেকটা ইতিহাস ডাকছে ঝিঝেনকে। যদি তৃতীয় রাউন্ডে রিনকি হিজিকাতাকে হারিয়ে চতুর্থ রাউন্ডে উঠতে পারেন, তাহলে চীনের প্রথম পুরুষ খেলোয়াড় হিসেবে র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষ ৫০-এ পা রাখতে পারবেন তিনি। ঝিঝেনের দৃষ্টি নিশ্চয় সেদিকেই।

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচের সূচি পরিবর্তন

স্পোর্টস ডেস্ক : বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্রস্তুতি হিসেবে দেশের মাটিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে দুটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। এই দুটি ম্যাচ দিয়েই আন্তর্জাতিক ভেন্যু হিসেবে অভিষেক হতে যাচ্ছে বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনার। আগামী ৪ ও ৭ সেপ্টেম্বর ম্যাচ দুটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও সময়সূচির কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশ বনাম আফগানিস্তানের প্রথম ম্যাচটি একদিন এগিয়ে আনা হয়েছে। অর্থাৎ ৪ সেপ্টেম্বরের বদলে প্রথম ম্যাচটি হবে ৩ সেপ্টেম্বর। তবে দ্বিতীয় ম্যাচের সূচি অপরিবর্তিত থাকছে। পরিবর্তিত সূচিতে অনুমোদন দিয়েছে ফিফা। ম্যাচ দুটি উপলক্ষে বাংলাদেশ দলের অনুশীলন শুরু হয়েছে গত ২০ আগস্ট। ক্যাম্পের জন্য ৩২ জন ফুটবলার ডেকেছিলেন কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। আগামী অক্টোবরে মালদ্বীপের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ।

আর্জেন্টিনা ম্যাচের টিকিট এক ঘণ্টায় উধাও

স্পোর্টস ডেস্ক : চলতি মাসে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাই পর্ব শুরু করবে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। ইকুয়েডর ও বলিভিয়ার বিপক্ষে দুটি ম্যাচ খেলবে আলবিসেলেস্তারা। এই ম্যাচকে সামনে রেখে মেসিকে অধিনায়ক করে ৩২ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে আর্জেন্টিনা। মেসি খেলবেন শোনার পর মাত্র ১ ঘণ্টায় শেষ হয়ে গেছে আর্জেন্টিনা ম্যাচের টিকিট। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টসের খবর অনুযায়ী, আর্জেন্টিনা-ইকুয়েডর ম্যাচের সব টিকিট মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই বিক্রি হয়ে গেছে। দল ঘোষণা করার পরপরই স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টায় টিকিট ছাড়া হয় অনলাইনে। ঘণ্টাখানেক পরেই সব আসন বরাদ্দ হয়ে যায়। আগামী শুক্রবার ভোর সাড়ে ৬টায় বুয়েন্স আয়ার্সের স্তাদিও মনুমেন্তালে ইকুয়েডরের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। এরপর নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ১৩ সেপ্টেম্বর বলিভিয়ার বিপক্ষে নামবে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ওই ম্যাচের ভেন্যু বলিভিয়ার লা পাজের হার্নান্দো সাইলস স্টেডিয়াম। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আর্জেন্টিনার ৩২ সদস্যের দল: গোলরক্ষক: এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, জুয়ান মুসো, ওয়াল্টার বেনিতেজ ও ফ্রাঙ্কো আরমানি। ডিফেন্ডার: নাহুয়েল মোলিনা, জার্মান পেজেলা, গঞ্জালো মন্টিয়েল, হুয়ান ফয়েথ, মার্কোস সেনেসি, লিসান্দ্রো মার্টিনেজ, ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো, নিকোলাস ট্যাগলিয়াফিকো, নিকোলাস ওটামেন্ডি, লুকাস এস্কুইভেল। মিডফিল্ডার: লিয়ান্দ্রো পেরেদেস, রদ্রিগো ডি পল, গুইডো রদ্রিগেজ, ফ্যাকুন্দো বুওনানোতে, এনজো ফার্নান্দেজ, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, এক্সিকুয়েল প্যালাসিওস, ব্রুনো জাপেলি ও থিয়াগো আলমাদা। ফরোয়ার্ড: নিকোলাস গঞ্জালেজ, লাউতারো মার্টিনেজ, অ্যাঞ্জেল কোরেরা, জুলিয়ান আলভারেজ, আলেজান্দ্রো গার্নাচো, অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া, লিওনেল মেসি, অ্যালান ভেলাস্কো ও লুকাস বেলট্রান।

উয়েফা বর্ষসেরা খেলোয়াড় মনোনীত হালান্ড

স্পোর্টস ডেস্ক : উয়েফা বর্ষসেরা খেলোয়াড় মনোনীত হয়েছেন ম্যানচেস্টার সিটির নরওয়েজিয়ান তরুন আর্লিং হালান্ড। নারী বিভাগে সেরার পুরস্কার অর্জন করেছেন স্পেনের বিশ্বকাপ জয়ী দলের তারকা এইতানা বোনমাতি। গত বৃহস্পতিবার মোনাকোতে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ষসেরাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া ইউরোপিয়ান ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা উয়েফা। হালান্ড গত মৌসুমে ট্রেবল জয়ী ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে সব ধরনের প্রতিযোগিতায় ৫৩ ম্যাচে ৫২ গোল করেছেন। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, প্রিমিয়ার লিগ ও এফএ কাপ জয়ে তিনি সিটিকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। অন্যদিকে এ মাসের শুরুতে স্পেনের বিশ্বকাপ জয়ের মিশনে মূল খেলোয়াড় ছিলেন বোনমাতি। বরুসিয়া ডর্টমুন্ড থেকে সিটিতে যোগ দিয়ে প্রথম মৌসুমেই হালান্ড এই কৃতিত্ব অর্জণ করলেন। এই অর্জনে তিনি পিছনে ফেলেছেন ক্লাব সতীর্থ কেভিন ডি ব্রুইনা ও লিয়নেল মেসিকে। গত মৌসুম আর্জেন্টাইন সুপারস্টার পিএসজিতে খেললেও এবারের ট্রান্সফার উইন্ডোতে ফ্রান্স ছেড়ে মেজর লিগ সকার ক্লাব ইন্টার মিয়ামিতে যোগ দিয়েছেন। ২৩ বছর বয়সী হালান্ড বর্ষসেরার পুরস্কার গ্রহন শেষে বলেছেন, 'আমি অনেকটাই স্বপ্নের মধ্যে বাস করছি। ছোটবেলা থেকেই এই স্বপ্ন দেখতাম। সতীর্থদের সহযোগিতায় এই পুরস্কার জয় করতে পারার অনুভূতি বিশেষ কিছু।' ২৫ বছর বয়সী বোনমাতি বার্সেলোনার জার্সি গায়ে গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শিরোপা জয় করেছেন। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে সদ্য সমাপ্ত নারী বিশ্বকাপে তিনি টুর্নামেন্ট সেরার পুরস্কারও পেয়েছেন। এই পুরস্কার জয়ে তিনি পিছনে ফেলেছেন স্প্যানিশ সতীর্থ ওলগা কারমোনা ও চেলসি এবং অস্ট্রেলিয়ান স্ট্রাইকার স্যাম কারকে।

পিএসজি, বায়ার্ন খেলবে ইউনাইটেডের বিপক্ষে

স্পোর্টস ডেস্ক : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের একটি শিরোপার জন্য বারবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হতে হয়েছে ফরাসি চ্যাম্পিয়ন পিএসজিকে। রেকর্ড পরিমান অর্থ দিয়ে নেইমারের পর লিওনেল মেসিকে দলে নিয়ে সফল হতে পারেনি ফরাসি জায়ান্টরা। মোনাকো থেকে কিলিয়ান এমবাপ্পেকেও শুধুমাত্র চ্যাম্পিয়ন্স লিগকে লক্ষ্য করেই দলে ভিড়িয়েছিল। কিন্তু ক্লাব ফুটবলের সর্বোচ্চ শিরোপাটা অধরাই থেকে গেছে। সেই পিএসজির জন্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এবারের মৌসুমও খুব একটা সুখবর দিতে পারবে কিনা তা সময়ই বলে দিবে। গত বৃহস্পতিবার মোনকোতে অনুষ্ঠিত নতুন মৌসুমের গ্রুপ পর্বের ড্র অনুযায়ী সবচেয়ে কঠিন গ্রুপ হিসেবে বিবেচিত, হওয়া এফ'গ্রুপে খেলবে পিএসজি। গ্রুপে পিএসজির প্রতিপক্ষ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, এসি মিলান ও নিউক্যাসল। অন্যদিকে হ্যারি কেনের বায়ার্ন মিউনিখ লড়বে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে। গ্রুপ-এ থেকে অবশ্য ফেবারিট হিসেবে এই দুটি দলকেই ধরে নেয়া হয়েছে। গ্রুপের অপর দুই দল এফসি কোপেনহেগেন ও টার্কিশ চ্যাম্পিয়ন গ্যালাতাসারে। বুন্দেসলিগা চ্যাম্পিয়ন ও ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ক্লাবটির দ্বৈরথ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্যতম জনপ্রিয় একটি ফাইনালের স্মৃতি ফিরিয়ে আনবে। ১৯৯৯ সালের ফাইনালে শেষ মুহূর্তে গোলে ম্যাচে ফিরে এসে ২-১ গোলের জয় নিশ্চিত করেছিল ইউনাইটেড। সম্প্রতি টটেনহ্যাম হটস্পার থেকে জার্মানীতে খেলতে যাওয়া ইংলিশ অধিনায়ক কেন গত বৃহস্পতিবার ড্রয়ের পর টুইটারে গ্রুপের ছবি দিয়ে লিখেছেন, 'অপেক্ষা শেষ হচ্ছেনা।' গ্রুপ-এফ'এ তিন লিগের অন্যতম শীর্ষ তিন জায়ান্টের সাথে ২০ বছর পর প্রথমবারের মত খেলতে আসা নিউক্যাসলও যে সমান তালে লড়াই চালিয়ে যাবে তা তারা গত মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগেই প্রমান দিয়েছে।

তৃতীয় রাউন্ডে আলকারেজ

স্পোর্টস ডেস্ক : ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারেজ ইউএস ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে উঠে গেলেন। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ আফ্রিকার লয়েড হ্যারিসকে ৬-৩, ৬-১, ৭-৬ (৭/৪) গেমে হারান তিনি। ম্যাচ শেষে আলকারেজ বলেছেন, 'আমি দুর্দান্ত একটা ম্যাচ খেললাম মনে হয়।' প্রথম দুটি সেট দাপটে জিতলেও শেষটিতে হয়েছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। টুর্নামেন্ট শেষে নোভাক জোকোভিচের কাছে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান হারাতে যাওয়া আলকারেজ শেষ ৩২ এ খেলবেন ব্রিটেনের ২৬তম বাছাই ড্যান ইভান্সের সঙ্গে। ২০০৮ সালের পর প্রথম পুরুষ হিসেবে ইউএস ওপেনে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য আলকারেজের।

থ্রেডসের প্রয়োজনীয় ৫ ফিচার

আইটি ডেস্ক : ইনস্টাগ্রাম টিমের তৈরি নতুন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'থ্রেডস'। টেক্সট শেয়ারের জন্য তৈরি এই অ্যাপটি গত ৬ জুলাই উন্মোচন করেন মেটার সিইও মার্ক জাকারবার্গ। ইতোমধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে 'থ্রেডস'। অ্যাপের পাশাপাশি চলতি সপ্তাহে ওয়েব-এর জন্যও উন্মুক্ত করা হয়েছে থ্রেডস। অর্থাৎ অ্যাপের পাশাপাশি এবার ওয়েব ভার্সনেও ব্যবহার করা যাচ্ছে নতুন এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমটি। মার্ক জাকারবার্গ জানিয়েছেন, ব্যবহার কারীদের ফিডব্যাকগুলো কাজ করছে মেটা; আর থ্রেডসে ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করতে আরও উদ্ভাবনী সব ফিচার যুক্ত করার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। চলুন জেনে নেয়া যাক, ইনস্টাগ্রাম টিমের তৈরি নতুন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'থ্রেডস'-এর প্রয়োজনীয় কিছু ফিচার সম্পর্কে। থ্রেডসে পোস্ট করার আগে, ওই নির্দিষ্ট থ্রেডে কে রিপ্লাই করতে পারবে (ডিসাইড হু ক্যান রিপ্লাই টু) তা ঠিক করে নিতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। পোস্ট করার সময় নিচের দিকের বাম কোণায় খেয়াল করে দেখুন, সেখানে 'এনিওয়ান ক্যান রিপ্লাই' টেক্সট উল্লেখ করা আছে। এখানে ক্লিক করে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী- 'এনিওয়ান', 'প্রোফাইল ইউ ফলো' বা 'মেনশনড অনলি' অপশন বেছে নিতে পারেন। আর এভাবেই আপনি আপনার কনভার্সেশনে, কে যোগ দিতে পারবে বা কে পারবে না, তা ঠিক করে নিতে পারবেন। আপনি থ্রেডস, কোটস বা রিপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে জিআইএফ ব্যবহার করতে পারবেন। আর এটি আপনি দু'ভাবে ব্যবহার করতে পারেন। প্রথমত, আপনার জিআইএফ কিবোর্ড ইনস্টল করা থাকলে সেখান থেকে টাইপ করে দিতে পারেন, অথবা থ্রেডের পোস্টে জিআইএফ কপি ও পেস্ট করে নিয়ে আসতে পারেন। নোটিফিকেশন কাস্টমাইজ করা : আপনি যদি সারাদিন আসতে থাকা নোটিফিকেশনগুলো পরিবর্তন করে নিতে চান তাহলে আপনার থ্রেডস প্রোফাইলের একদম ওপরে ডানদিকের কোণায় দেখুন। কোণায় থাকা দু'টি লাইনের ওপর ক্লিক করে নোটিফিকেশন আইকনে ট্যাপ করুন। এরপর আপনি আপনার থ্রেডস, রিপ্লাই, ফলোয়িং ও ফলোয়ারদের ক্ষেত্রে নোটিফিকেশন কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন। এমনকি আপনি নোটিফিকেশনগুলো অস্থায়ীভাবে বন্ধও করে দিতে পারবেন। হিডেন ওয়ার্ডস : 'হিডেন ওয়ার্ডস' ফিচারের মাধ্যমে থ্রেডসে নির্দিষ্ট শব্দ, ফ্রেইজ ও রিপ্লাই 'হাইড' করে রাখতে পারবেন ব্যবহারকারী। প্রাইভেসি পেজে গিয়ে এই সেবা চালু করা যাবে। সেখান থেকে প্রথমে হিডেন ওয়ার্ডস অপশন বের করে পরে প্রয়োজন অনুযায়ী তালিকা কাস্টমাইজ করে নেয়া লাগবে। নির্দিষ্ট কোনো ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রেও আপনি এটি করতে পারবেন। যদি আপনি অন্য কারও থ্রেডস দেখা থেকে বিরত থাকতে চান তাহলে তার প্রোফাইলে গিয়ে ওপরের দিকে ডানে থাকা তিনটি ডটে ক্লিক করতে হবে। সেখান থেকে 'মিউট' অপশনটি ক্লিক করতে হবে। আর এ বিষয়ে দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই, যাকে মিউট করা হলো তিনি জানতে পারবেন না।

পছন্দের মানুষকে ফলো করা : আপনার পছন্দের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টগুলো খুব সহজেই থ্রেডসে ফলো করা যাবে। ইনস্টাগ্রামের অ্যাকাউন্টগুলো ফলো করতে হলে আপনার থ্রেডস প্রোফাইলের 'ফলোয়ারস' অপশনে ক্লিক করুন। এরপর সেখানে 'ফলোয়িং'-এ ক্লিক করার পর 'সি অল' ও 'ফলো অল' অপশন চালু করতে হবে। ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী কেউ যদি থ্রেডস এখনও চালু না করে থাকেন, সেক্ষেত্রে ওই অ্যাকাউন্টটি 'পেন্ডিং' দেখাবে। পাশাপাশি, 'কুইক ফলো' ফিচারের মাধ্যমে তাদের হ্যান্ডেলের পাশে থাকা প্লাস (+) আইকনে ট্যাপ করে তাদের ফলো করতে পারেন।

১২ সেপ্টেম্বর আসতে পারে নতুন আইফোন

আইটি ডেস্ক : আগামী ১২ সেপ্টেম্বর নতুন আইফোনের ঘোষণা আসতে পারে। এদিন আইফোন ১৫ সিরিজ উন্মুক্ত হতে পারে বলে জানিয়েছে অ্যাপল কর্তৃপক্ষ। খবর ডেইলি মেইল। বলা হয়েছে, চলতি বছর ১২ সেপ্টেম্বর ক্যালিফোর্নিয়ার কুপারটিনোতে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তরে স্টিভ জবস থিয়েটারে ইভেন্টটি অনুষ্ঠিত হবে। এর ধারণক্ষমতা হতে পারে দুই টেরাবাইট। তবে বাজারে ২৫৬ গিগাবাইট, ৫১২ গিগাবাইট ও ১ টেরাবাইটেও নতুন আইফোন আসতে পারে। এতে উন্নত ও হালনাগাদকৃত চিপসেটযুক্ত নতুন আইফোনে ১০ গুণ অপটিক্যাল জুমের ক্যামেরাও যুক্ত করা হতে পারে। ধারণা করা হচ্ছে, নতুন আইফোন সিরিজে ইউএস-সি ক্যাবল যুক্ত করা হতে পারে। নির্ধারিত আইফোন-১৫ ছাড়াও ওয়াচ সিরিজ-৯, ওয়াচ আল্ট্রা-২, অপারেটিং সিস্টেম আইওএস-১৭, ওয়াচওস-১০ ও টিভিওস-১৭ চালুর ঘোষণাও আসতে পারে। নতুন আইফোন-১৫ প্রো ম্যাক্স মডেলের দাম দুই হাজার ১০০ ডলার হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

'সহায় প্রেগন্যান্সি' অ্যাপ গর্ভবতী মায়েদের জন্য

আইটি ডেস্ক : গর্ভবতী মায়েদের জন্য 'সহায় প্রেগন্যান্সি' নামে নতুন একটি প্রেগন্যান্সি ট্র্যাকার অ্যাপ চালু করা হয়েছে। ডিজিটাল হেলথ স্টার্টআপ সহায় হেলথ অ্যাপটি তৈরি করেছে। ডিজিটাল হেলথ স্টার্টআপ সহায় হেলথের প্রতিষ্ঠাতা আলোচিত অনলাইন ইনফ্লুয়েন্সার ও চিকিৎসক ডা. তাসনিম জারা। নারীর গর্ভাবস্থার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যখন যা জানা ও করা প্রয়োজন, তা সহজ বাংলায় তুলে ধরছে এই অ্যাপটি। অ্যাপটিতে রয়েছে প্রতি সপ্তাহের করণীয় নিয়ে ভিডিও গাইড, গর্ভকালীন বিভিন্ন শারীরিক অসুবিধার ঘরোয়া সমাধান, প্রতিদিনের স্বাস্থ্য টিপস ও গর্ভে শিশুর বেড়ে ওঠা নিয়ে প্রাণবন্ত বিবরণ। ডা. তাসনিম জারা বলেন, 'আমরা এক বছরেরও বেশি সময় ধরে অ্যাপটি তৈরিতে কাজ করেছি। দেশের নানা প্রান্তের গর্ভবতী নারী ও তাদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে বোঝার চেষ্টা করেছি কোন বিষয়গুলো নিয়ে তারা দ্বিধায় ভোগেন এবং অ্যাপটিতে সেসব সমস্যার কার্যকর সমাধানগুলো তুলে ধরেছি।' অ্যাপটি তৈরি করতে ডা. জারার সঙ্গে কাজ করেছেন বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের একদল চিকিৎসক। সহায় হেলথের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খালেদ সাইফুল্লাহ বলেন, 'সহায় প্রেগন্যান্সি অ্যাপের মাধ্যমে গর্ভকালীন স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্যে সহজেই বাংলা ভাষায় সবাই জানতে পারবে। বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন তথ্যাদি অ্যাপে প্রকাশ করা হয়েছে। এই অ্যাপ শুধু নির্ভরযোগ্য তথ্য-পরামর্শই প্রদান করবে না, পরামর্শগুলো যাতে সহজে পাওয়া যায় তাও নিশ্চিত করবে। অ্যাপের ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস থেকে শুরু করে প্রাঞ্জল বাংলা ভাষার ব্যবহার-নির্ভরযোগ্য স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সব ধরনের বাধা দূর করবে বলে আমরা মনে করি।' অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপটিতে আছে নানান ধরনের কার্যকর ফিচার। যেমন: গর্ভকালীন সাপ্তাহিক পরামর্শ, গর্ভের সন্তানের বেড়ে ওঠার থ্রিডি অ্যানিমেশন, গর্ভকালীন বিভিন্ন উপসর্গের ঘরোয়া টোটকা, শিশুর বাবার জন্য সাপ্তাহিক পরামর্শ, প্রতিদিনের স্বাস্থ্য টিপস ইত্যাদি। এ ছাড়া প্রিমিয়াম কনটেন্টও থাকছে এই প্ল্যাটফর্মে। তথ্যপ্রাপ্তির বিষয়টি যেন মানুষের আয়ের ওপর নির্ভর না করে, তাই সহায় প্রেগন্যান্সি অ্যাপটি 'ফ্রিমিয়াম' মডেল অনুসরণ করছে, যেখানে স্বাস্থ্যসেবা-বিষয়ক অতিপ্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সবার জন্য বিনামূল্যে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। গুগল প্লে স্টোর থেকে সরাসরি 'সহায় প্রেগন্যান্সি' অ্যাপটি ডাউনলোড করা যাবে। ডাউনলোড লিংক: https://play.google.com/store/apps/details?id=health.shohay.pregnancy|

নতুন লুকে ফিরলো হিরোর জনপ্রিয় বাইক

আইটি ডেস্ক : ৪ বছর পর নতুন লুকে ফিরলো হিরোর জনপ্রিয় বাইক কারিজমা। ২০০৩ সালে কারিজমা বাইকটিকে প্রথমবার বাজারে নিয়ে এসেছিল হিরো। সে সময় জাপানের হোন্ডার সঙ্গে জুটি বেঁধে বাইকটিকে এনেছিল হিরো। ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে এই বাইকের প্রোডাকশন বন্ধ করে দেওয়া হয়। দীর্ঘ অপেক্ষার পর নতুন করে ২০২৩ সালে হিরো কারিজমা প্রকাশ্যে আনলো হিরো মটোকর্প। নতুন কারিজমা এক্সএমআর স্পোর্টস বাইকটিতে একটি লিকুইড-কুলড ডিওএইচ ২১০ সিসি সিঙ্গেল-সিলিন্ডার ইঞ্জিন দেওয়া হয়েছে। যা ৯২৫০ আরপিএম-এ ২৫.৫বিএইচপি ও ৭২৫০ আরপিএ-এ ২০.৪এনএম টর্ক জেনারেট করতে সক্ষম হবে। ইঞ্জিনটি একটি নতুন ৬-স্পিড গিয়ারবক্স পাচ্ছে। বাইকটি ঘণ্টায় প্রায় ৩২ কিলোমিটার মাইলেজ দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০২৩ হিরো কারিজমার সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটার। এতে নতুন প্রজন্মের একটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল ইন্সট্রুমেন্ট কনসোল পাবেন ক্রেতা। সঙ্গে ব্লুটুথ সংযোগ, টার্ন-বাই-টার্ন ন্যাভিগেশন, একটি স্লিপ অ্যান্ড অ্যাসিস্ট ক্লাচ, একটি অ্যাডজাস্টেবল উইন্ডশিল্ড ছাড়াও রয়েছে হিরোর ইঞ্জিন স্টার্ট বা স্টপ প্রযুক্তি।

৬০ লাখের বেশি ভিডিও ডিলিট করলো ইউটিউব

আইটি ডেস্ক : বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম ইউটিউব। প্রতি মিনিটে কয়েক কোটি ব্যবহারকারী এতে যুক্ত হচ্ছেন। গান, নাটক, সিনেমা, কিংবা পড়ার কোনো বিষয় জানতে সারাক্ষণই ইউটিউবে ভিডিও দেখছেন। অনেকে ইউটিউব থেকে মাসে লাখ লাখ টাকা আয় করছেন। তবে ইউটিউবের নিয়ম ভঙ্গের কারণে ভিডিও ও চ্যানেল মুছে দেয় ইউটিউব।

চলতি বছর জানুয়ারি থেকে মার্চ, এই তিনমাসের মধ্যে ১০ লাখ ৮০ হাজার ভিডিও ইউটিউবের ভারতীয় প্ল্যাটফর্ম থেকে সরানো হয়েছে। এ ছাড়া আমেরিকা অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৬ লাখ ৫৪ হাজার ৯৬৮, রাশিয়ায় ৪ লাখ ৯১ হাজার ৯৩৩ এবং ব্রাজিলের ৪ লাখ ৪৯ হাজার ৭৫৯টি ভিডিও সরিয়েছে ইউটিউব। একই সময়সীমার মধ্যে ইউটিউব ৬.৪৮ মিলিয়নের বেশি ভিডিও তার প্ল্যাটফর্ম থেকে সরিয়েছে কমিউনিটি গাইডলাইন ভাঙার অভিযোগে। এর আগেও ইউটিউব লাখ লাখ ভিডিও সরিয়ে ফেলেছে তাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে। মূলত ইউটিউবের নীতি অমান্য করার অভিযোগে মুছে দেওয়া হয় এসব ভিডিও। যাদের ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে তারা আরও সাবধান হোন। কপিরাইট কিংবা সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা ছড়ায় এমন ভিডিও চ্যানেল থেকে আপলোড করবেন না। এ ছাড়া গুজব ছড়ায় এমন ভিডিও ইউটিউব মুছে দিতে পারে।

যেভাবে বুঝবেন ফোনের ডেটা চুরি হচ্ছে কি না

আইটি ডেস্ক : মোবাইল ফোন ছাড়া এক মুহূর্তও চিন্তা করা যায় না। স্মার্টফোনে প্রয়োজনীয় সব তথ্য সংরক্ষণ করছেন। স্মার্টফোনের স্টোরে ব্যক্তিগত ছবি, তথ্য সংরক্ষণ করছেন। সেই সঙ্গে ব্যাংকের তথ্যও রাখছেন স্মার্টফোনে। স্মার্টফোন বর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাই তো এর সুরক্ষা নিশ্চিত করাও জরুরি। যে কোনো মুহূর্তে হ্যাকার আপনার ফোনের অ্যাক্সেস নিয়ে নিতে পারে। হ্যাকারদের কাছে মোবাইল হ্যাক করা সবচেয়ে সহজ। তাই বর্তমানে বেশিরভাগ জালিয়াতি স্মার্টফোনেই হয়। আর সেকেন্ডের মধ্যে সব ব্যক্তিগত তথ্য হ্যাকারদের হাতে চলে যায়। তবে আপনি চাইলেই আপনার স্মার্টফোন একটি ইঙ্গিত দেবে যে স্মার্টফোন হ্যাক হচ্ছে কি না। কেউ আপনার ফোনের ডেটা চুরি করার চেষ্টা করছে কি না, সব কিছুই জেনে যেতে পারবেন। চলুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে জানতে পারবেন কোনো হ্যাকার আপনার ফোনের অ্যাক্সেস নিতে চেষ্টা করছে কি না- আপনার অ্যান্ড্রয়েড বা আইওএস যে কোনো ফোনে কেউ যদি ক্যামেরা এবং মাইক্রোফোন অ্যাক্সেস করে থাকে তবে স্ক্রিনের উপরে সবুজ আলো জ্বলে ওঠে। আপনি যদি হোয়াটসঅ্যাপে একটি ভয়েস মেসেজ রেকর্ড করেন বা ইনস্টাগ্রাম অ্যাপের মাধ্যমে একটি ছবি তোলেন, তাহলে আলো জ্বলে উঠবে।